চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 254 Sunday, 13 August, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২৫৪ সংখ্যা ❋ ২৭ শ্রাবণ, ১৪৩০, রবিবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

যাদবপুরকাণ্ডে মন্তব্য করলেন চিকিৎসক-লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তাঁর মতে, শ্রদ্ধাবোধ নেই বলেই র‍্যাগিং এর নামে নৃশংস উল্লাস চলে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ডুয়ার্সের মাল, মেটেলি, নাগরাকাটা সহ বিভিন্ন এলাকায় চা বাগান ও গ্রামাঞ্চলে বুনো হাতির হামলা বেড়েই চলেছে। গ্রামে হানা দিয়ে ফসল সাবাড় করছে হাতি। ...বিস্তারিত পাতা ৫

শনিবার সকাল ১১টায় অমিত শাহ গান্ধীধামের কান্দলা বন্দরে ইফকোর ন্যানো ডিএপি (তরল) প্ল্যান্টের ভূমিপূজো করেন বলে জানা গিয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

মরসুমের মাঝপথে বাদ পড়া। নেতৃত্বও গিয়েছে। ড্রেসিংরুমে কয়েকজন সতীর্থর সঙ্গেও সম্পর্ক ভালো নয়। সব মিলিয়ে বেশ অসন্তুষ্ট নীতীশ রানা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

আপনি সবসময় সাধারণ মানুষকে বোকা বানাতে পারেন না

পঞ্চায়েতে হিংসা নিয়ে মোদিকে জবাব মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ বাংলার পঞ্চায়েত হিংসা নিয়ে সরব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ, শনিবার বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেত্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ সম্মেলনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে হিংসার সাক্ষী থেকেছে গোটা দেশ, তা নিয়ে কথা বলেন। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ''খুনের খেলা খেলেছে তৃণমূল। বুথ দখল করতে গুন্ডাদের ভাড়া করা হয়েছিল।'' প্রধানমন্ত্রীর এই দাবির এবার পাল্টা জবাব দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন প্রধানমন্ত্রী মোদির আক্রমণের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''কোনও প্রমাণ ছাড়াই কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী। উনি চান, দেশবাসী কষ্টে ভুগুক, মারা যাক, শুধুমাত্র বিজেপির সম্মৃদ্ধি হোক। বিজেপি এই চিন্তাধারা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা

বানাতে পারবে না।'' আবাস যোজনায় দুর্নীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মোদির আক্রমণের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আপনি দুর্নীতির ইস্যু তুলতে পারেন না, কারণ আপনি নিজে একাধিক ইস্যুতে ঘিরে রয়েছেন। আবাস থেকে শুরু করে রাফাল। এগুলো ভুলে যাবেন না। আপনি কখনও কখনও সাধারণ মানুষকে বোকা বানাতে পারেন, কিন্তু সবসময় বোকা বানাতে পারেন না। চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। আপনি নিজের দলের লোকজনেদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেন না, যারা দুর্নীতিতে জড়িত, চরিত্র নিয়ে আক্রমণ করেন। সব জায়গায় অশান্তি হচ্ছে। আপনাদের কর্মীরা বাংলাতে ১৬-১৭ জনকে খুন করেছে। আর আপনি হাওয়া দিচ্ছেন। সঠিকভাবে আচরণ করুন।'' প্রসঙ্গত, এ দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসা নিয়ে বলেন, ''তৃণমূলের কৌশলই হল নির্বাচনের জন্য সময় না দেওয়া। নির্বাচনের দিন এমন ঘোষণা করবে যে প্রস্তুতি, মনোনয়ন জমা দেওয়ার সুযোগই মিলবে না। বিজেপি বা কোনও বিরোধী দলকে মনোনয়ন পত্র জমা না দিতে পারেন, তার জন্য সবরকমের চেষ্টা চালানো হয়। যদি কেউ বুদ্ধি করে মনোনয়ন জমাও দেন, তবে তাদের প্রচার করতে দেওয়া হয় না। পাশাপাশি ভোটারদের ভয় দেখানো, বিজেপি কর্মীদের পরিবারকে বাড়ি থেকে বেরতে দেওয়া হয় না।''

নন্দীগ্রামে বিজেপি-র ২৯ জয়ী প্রার্থীকে নিরাপত্তা দেবে কেন্দ্রীয় বাহিনী হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ পঞ্চায়েত স্তরে চলছে বোর্ড গঠন। তবে বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু জায়গায় অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। এই অবস্থায় হামলার আশঙ্কা করছেন নন্দীগ্রামের বিজেপির জয়ী প্রার্থীরা। তাঁরা নিরাপত্তার জন্য রাজ্য পুলিশের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না। এই অবস্থায় তাঁদের করা মামলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা প্রদানের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের নির্দেশ নন্দীগ্রামের আবেদনকারী বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দিতে হবে। একইসঙ্গে

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে থাকা একাধিক মামলায় কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নন্দীগ্রামের দুটি পঞ্চায়েত সমিতির জয়ী বিজেপির প্রার্থীরা। ওই পঞ্চায়েত সমিতিতে বোর্ড গঠন হওয়ার কথা রয়েছে আগামী ১৪ আগস্ট। তার আগে ২৯ জন বিজেপির জয়ী সদস্য কলকাতা হাইকোর্টে নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেই মামলাতেই তাঁদের নিরাপত্তা দেওয়ার পাশাপাশি ১৫ আগস্ট পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে মামলায় কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছে আদালত। উল্লেখ্য, ওই সদস্যদের বিরুদ্ধে ১৮টি মামলা রয়েছে। সেই সংক্রান্ত মামলায় কোনও কড়া পদক্ষেপ না করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ।

প্রসঙ্গত, বিভিন্ন জায়গায় বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে অশান্তি চলছে। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠছে, বিরোধী দলের জয়ী প্রার্থীদের বোর্ড গঠনের সময় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এর আগে কলকাতা হাইকোর্টেও একইভাবে নিরাপত্তা চেয়ে নন্দীগ্রামের বেশ কয়েকজন বিজেপি জয়ী প্রার্থী নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন। এদিন বিজেপির যে সমস্ত জয়ী প্রার্থীরা আদালতে আবেদন করেন যে, তাঁদের আশঙ্কা বোর্ড গঠনের সময় তাঁদের উপর হামলা চালানো হতে পারে। আর তৃণমূলের বিরুদ্ধেই এমনটা অভিযোগ তুলেছেন

বিভিন্ন জায়গায় বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে অশান্তি চলছে। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠছে, বিরোধী দলের জয়ী প্রার্থীদের বোর্ড গঠনের সময় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

বিজেপির জয়ী সদস্যরা। উল্লেখ্য, ভোটপর্ব থেকে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্যের বহু এলাকা। তা থেকে বাদ যায়নি নন্দীগ্রামও। এখন পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে একাধিক জায়গায় হিংসার ঘটনা ঘটছে। বোমাবাজি, গুলি চালানোর মতো ঘটনা ঘটছে। বহু জায়গায় বিরোধীদের বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিরোধীদের দাবি, নিরাপত্তার জন্য তাঁরা রাজ্য পুলিশের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না। এই অবস্থায় আক্রমণের আশঙ্কায় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা চেয়ে আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন বিজেপির ওই জয়ী প্রার্থীরা। সেই মামলা প্রসঙ্গে বোর্ড গঠনের দিন ২৯ জন বিজেপির জয়ী প্রার্থীকে নিরাপত্তার নির্দেশ দিয়েছ আদালত। প্রসঙ্গত, বিজেপির তরফে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগ তোলা হলেও তৃণমূল পালটা বিজেপির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছে।

সম্মতি রাষ্ট্রপতির, ডিজিটাল তথ্য সুরক্ষা বিল সই দ্রৌপদী মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্টঃ সম্মতি মিলল রাষ্ট্রপতির। ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন বিলে সই করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আইনে পরিণত হওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রপতির চূড়ান্ত সম্মতির। অবশেষে তা মিলল। প্রসঙ্গত, চলতি মাসের শুরুতেই লোকসভায় পেশ হয়েছিল এই বিল। বিল পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। রাষ্ট্রপতির সম্মতি যে মিলেছে, এদিন সে কথা জানিয়েছেন তিনিই। সরকারের দাবি, ডিজিটাল দুনিয়ায় ব্যক্তিগত সুরক্ষার ক্ষেত্রে আম-আদমির বড় হাতিয়ার হবে এই আইন। ডিজিটাল তথ্যের অপব্যবহার করলে, শর্তের মধ্যে থেকেও তথ্য গোপন রাখতে না পারলে, ডেটা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলিকে ২৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে সরকার। ২০২২ সালের নভেম্বরে এই বিলের খসড়া তৈরি হয়। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে প্রথমবার সংসদে এই ডেটা প্রোটেকশন বিল আনে কেন্দ্রীয় সরকার। তারপর তা যায় সংসদের যুগ্ম কমিটির কাছে। এরপরই দীর্ঘ আলোচনার পর তা চলে যায় স্পিকারের কাছে। তবে বিল নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। বিলের বিপক্ষে সওয়াল করতে দেখা গিয়েছিল অনেক বিরোধী দলকেই। বিরোধী শিবিরের সাফ ছিল, নাগরিকদের গোপনীয়তার মৌলিক অধিকারকে ক্ষুন্ন করছে এই বিল। উল্টে হাত শক্ত হচ্ছে সরকারের। বিলের জটিল গোলক ধাঁধায় ঘুরিয়ে ভুল বোঝানো হচ্ছে আম-আদমিকে। অন্যদিকে বিলে স্পষ্ট বলা রয়েছে, এই আইন বলে কোনও পদক্ষেপ করা হলে কেন্দ্রীয় সরকার, তথ্য সুরক্ষা বোর্ড, বোর্ডের চেয়ারপার্সন, কোনও কর্মী, অফিসারের বিরুদ্ধে কোনও মামলা করা যাবে না। এই আইন ভারতীয়দের ব্যক্তিগত তথ্য রক্ষা, নাগরিক অধিকার রক্ষায় বড় ভূমিকা নেবে বলে মনে করছেন ইলেকট্রনিক্স এবং আইটি বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মেডেল পাচ্ছেন বাংলার ৮ পুলিশ আধিকারিক

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্টঃ এ বছর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত থেকে পদক নেবেন এ রাজ্যের ৮ পুলিশ আধিকারিক। শনিবারই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ১৪০ জন পুলিশ আধিকারিকের নাম ঘোষণা করেছে। এরমধ্যে ১৫ জন সিবিআইয়ের, এনআইএর ১২ জন রয়েছেন। ২২ জন মহিলাও এবার এই সম্মান পাচ্ছেন। তদন্তে সর্বোচ্চ দক্ষতার ভিত্তিতে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। স্বাধীনতা দিবসে ১৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদক দেওয়া হয় দেশের পুলিশ আধিকারিকদের। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরাও থাকেন তালিকায়। ২০১৮ সালে এই মেডেল প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। মূলত উচ্চপর্যায়ে পেশাদারিত্বের সঙ্গে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও দক্ষতাকে সম্মান জানাতেই এই সম্মান প্রদান। প্রতি বছর ১২ আগস্ট এই পুরস্কারপ্রাপকের তালিকা ঘোষণা করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এ রাজ্যের পুলিশ ইন্সপেক্টর পল্লবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, গৌতম সাহা, রানা মিশ্র, শ্রাবন্তী ঘোষ এই মেডেল পাচ্ছেন। সাব-ইন্সপেক্টর আলতাব হোসেন মল্লিক, চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুষম মিত্র, তুষিময় দাসও এই সম্মান পাচ্ছেন। এছাড়া উত্তর প্রদেশের ১০ জন, কেরল ও রাজস্থানের ৯ জন করে, তামিলনাড়ুর ৮ জন, মধ্য প্রদেশের ৭ জন, গুজরাটের ৬ জন পুলিশ আধিকারিক এই পুরস্কার পাবেন। এছাড়া কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির আধিকারিকরাও আছেন তালিকায়।

প্রাক্তনীদের 'বিস্ফোরক' ইঙ্গিত! স্বপ্নদীপের 'মৃত্যু' ঘিরে তোলপাড় বাংলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ যাদবপুরের ছাত্র স্বপ্নদ্বীপ কুন্ডুর মৃত্যু ঘিরে ক্রমশ বাড়ছে রহস্য। উঠে আসছে একের পর এক নয়া তত্ত্ব। সেই রহস্যভেদেই তৎপর কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখা। ঘটনার বিকেল থেকে ঘটনার আগের মুহূর্তের মধ্যেই লুকিয়ে রহস্য। আর সেই রহস্যের জাল খুলতেই চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। পুলিশ সূত্রে তদন্তে উঠে এসেছে বেশ কিছু তথ্য। প্রশ্ন উঠেছে, সন্ধ্যার পর কি তিন তলায় দ্বিতীয় বার ইন্ট্রোড্রাকশনের পর্ব হয়েছিল স্বপ্নদীপের? সেখানেই কি মানসিক ও শারীরিক হেনস্থা হতে হয় তাঁকে? এইসব প্রশ্নের উত্তর জানতেই সৌরভ চৌধুরীকে জেরা করছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ছাত্র সৌরভের মাধ্যমেই হস্টেলে এসেছিল স্বপ্নদীপ। সিনিয়রদের সঙ্গে স্বপ্নদীপের পরিচয় করিয়েছিল সৌরভ চৌধুরী। এই পরিচয়ের পরেও কেন আলাদাভাবে ইন্ট্রোর প্রয়োজনীয়তা কী ছিল? এসব প্রশ্নই জানতে চাওয়া হচ্ছে সৌরভকে। কেন বারান্দায় ছুটোছুটি করেছিলেন স্বপ্নদীপ? জানতে চাওয়া হচ্ছে সেই প্রশ্নের উত্তরও। তদন্তে উঠে এসেছে, একটি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন স্বপ্নদীপ। কেন এমনটা করেন তিনি? জেরায় এই প্রশ্নের উত্তরও খুঁজতে চাইছে পুলিশ। প্রাণ বাঁচাতেই কি ঘর বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন স্বপ্নদীপ? কে কে ছিলেন ওই দিন সন্ধ্যায় তিন তলায়? সৌরভ ছাড়াও আরও কয়েক জন পড়ুয়ার বয়ান রেকর্ড করেছে পুলিশ। এদিকে এরইমধ্যে প্রাক্তনীদের একাংশের বিস্ফোরক বয়ান ঘিরে বাড়ছে জল্পনা। মেইন হোস্টেলের একটি 'নেড়া ছাদ' ঘিরে উঠে আসছে বিস্ফোরক অভিযোগ। প্রাক্তনীদের একাংশের দাবি, এই নেড়া ছাদেই কখনও বিবস্ত্র করে কখনও নামমাত্র পোশাকে চলত র‍্যাগিং। কখনও নগ্নদেহে প্যারেড কখনও বা নেচে দেখাতেও বলা হত বলে অভিযোগ। আর এই অভিযোগের আড়ালেই ভেসে আসছে প্রশ্ন তবে কি এমন কিছুই ঘটেছিল স্বপ্নদ্বীপের সঙ্গেও? কারণ প্রতিপক্ষদর্শীদের বয়ান বলছে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় রক্তাক্ত স্বপ্নদীপকে হস্টেলের বিল্ডিঙের নীচে পড়ে থাকতে দেখা যায় স্বপ্নদীপকেও।

ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন নেই, সাসপেনশনের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার ইঙ্গিত অধীরের

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্টঃ সাসপেনশনের তোলার জন্য ক্ষমা চাইবেন না। বরং পাল্টা আদালতে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরী। সদ্য সমাপ্ত সংসদের বাদল অধিবেশন নিয়ে তোপ দাগলেন কংগ্রেসের লোকসভার নেতা অধীর চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, সংসদীয় প্রথা লঙ্ঘন করে এক তরফা বিল পাস করিয়েছে মোদি সরকার। তিনি আরও বলেন, সংসদে কোনও বিল নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন বিরোধী নেতারা। বিলের পক্ষে বিপক্ষে মত আদান প্রদানের পর সেই বিল নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সময় বিক্ষোভ করায় কংগ্রেসের লোকসভার নেতাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছে ট্রেজারি বেঞ্চ। কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে অধীর চৌধুরী বলেন, ''ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন নেই। অন্যায় করিনি।'' তাঁর কথায়, ''সংসদের কারও ভালবাসা চাই না। সবচেয়ে বড় বিরোধী দলের নেতা হিসেবে যোগ্য অধিকার ও সম্মান চাই।'' সংঘ ও বিজেপির সমালোচনা করে অধীরের বক্তব্য, ''যে তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলনের জন্য এক সময় কংগ্রেস কর্মীদের খুন করেছে আরএসএস, সেই তেরঙ্গার প্রতি এখন ভালোবাসা উতলে উঠছে।'' সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

বৃহস্পতিবার অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় জবাবি ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যদিও ২ ঘণ্টার ভাষণে মণিপুর নিয়ে মাত্র ৫ মিনিট বক্তব্য রাখেন তিনি। সেই প্রসঙ্গ তুলে অধীর প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনায় সরব হন। একইসঙ্গে চিন সীমান্ত নিয়েও মোদি সরকারের সমালোচনায় সরব হন তিনি। অধীরের অভিযোগ, মণিপুর সম্পর্কে বুঝতে পারছেন না প্রধানমন্ত্রী মাদি। তাঁর কথায়, ''চিন সীমান্তের বাফার জানে সেনা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ফলে শান্তি ফেরানোর কথা বলা যাবে না। সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে মণিপুর পুলিশ।'' অধীরের সাসপেনশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের লোকসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে আমাদের রাজনৈতিক ভাবে কিছু জায়গায় বিরোধ থাকতে পারে তবে তিনি লোকসভায় বিরোধী দলের নেতা। তিনি আজ দেশের সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন সেই জন্য তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। অবশ্য সাসপেন্ড করার পিছনে অন্য কারণ দেখানো হয়েছে।'' তিনি আরও বলেন, ''ভারতীয় রাজনীতির খুব বাজে একটা দিন। একটা কথা স্পষ্ট, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যেই বলুন তাঁকে সবরকম চেষ্টা করা হবে আটকানোর জন্য।''

আগে এলাকায় সংগঠন শক্তিশালী করুন তারপর ভাষণ দেবেন, জেলা সভাপতি বদল বিতর্কের মধ্যেই কড়া বার্তা শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ নিজের এলাকায় সংগঠন শক্তিশালী করুন। মঞ্চে বড় বড় ভাষন দিলে হবে না। নিজের এলাকা আগে ঠিক করুন। তারপর জিতে মঞ্চে ভাষন দেবেন। জেলা সভাপতি বদল নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই দলের নেতা-কর্মীদের এ বার্তাই দিতে দেখা গেল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েতে ভোটে মোটের উপর ফল ভাল হয়নি বিজেপির। সে কারণেই লোকসভা ভোটের আগে কপালে চিন্তার ভাঁজ পদ্ম নেতাদের। এরইমধ্যে শহরে এসেছেনি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এদিন সায়েন্স সিটিতে পঞ্চায়েত ভোটে জয়ী ও পরাজিত প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। কীভাবে আগামীতে সংগঠন আরও মজবুত করা যায়, কীভাবে আঞ্চলিক স্তরে আগামী লোকসভা ভোটের রণকৌশল ঠিক করা যায় সে বিষয়ে নানা পরামর্শ দেন। ছিলেন শুভেন্দুও। তাঁর বার্তা নিয়েই এখন জোর চর্চা বঙ্গ বিজেপির অন্দরে। এদিকে

জেলা সভাপতি বদল বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না বিজেপির। বেশ কিছু জেলা সভাপতি পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে বিক্ষোভ বিজেপির অন্দরে। বিজেপির দলীয় কার্যালয়গুলিতে যেমন বিক্ষোভ হচ্ছে তেমনই নতুন করে বারবার জেলা সভাপতিদের নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন তোলা হচ্ছে তাঁদের কর্মদক্ষতা নিয়ে। কেউ বলছেন, যাঁদের নতুন জেলা সভাপতি করা হয়েছে তাঁদের কেউ চেনে না, কেউ বলছেন তাঁদের থেকে অনেক যোগ্য ব্যক্তি ছিল দলে। তাও তাঁদের জেলা সভাপতি করা হয়নি। এই পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে যখন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা কলকতা সফর করছেন সেই সময় পুরুলিয়ার পাঁচ বিধায়ক সরাসরি চিঠি লিখলেন অমিত শাহকে। দাবি একটাই, বদলাতে হবে পুরুলিয়ার নতুন জেলা সভাপতি। তাতেই অস্বস্তি বেড়েছে পদ্ম শিবিরের অন্দরে। এইভাবে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে জেলা নেতৃত্ব ও সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সেটাই এখন দেখার।

'আমি নিরপরাধ', কোর্ট লকআপ থেকে বেরোনোর সময় বললেন সৌরভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ যাদবপুরকাণ্ডে ধৃত সৌরভ চৌধুরীরে জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল আদালত। ২২ আগস্ট পর্যন্ত তাঁকে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন কোর্ট লকআপ থেকে বেরোনোর সময় সৌরভ দাবি করেন, ''আমি নিরপরাধ, আমি নিরপরাধ, আমি নিরপরাধ।'' ইতিমধ্যেই সৌরভের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এদিন আদালতে সরকারি আইনজীবী জানান, তিনজন পড়ুয়ার জবানবন্দিও নেওয়া হয়েছে। গত বুধবার যাদবপুরের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে। হস্টেলের তিনতলা থেকে পড়ে মারা যান স্বপ্নদীপ। এই ঘটনায় যে তিনজনের জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে, সূত্রের খবর, তাতে মানসিক নির্যাতনের তত্ত্ব সামনে এসেছে। এদিন সৌরভ চৌধুরীর আইনজীবী অরিন্দম দাস বলেন, স্বপ্নদীপের বাবা কোনওদিনই যাদবপুর আসেননি। স্বপ্নদীপ ৩ তারিখ ভর্তি হন। ৬ তারিখ যাদবপুরে ক্লাস করতে আসেন। যাদবপুর মেন হস্টেলে ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে সৌরভ চোধুরী ও মনোতোষ মণ্ডল স্বপ্নদীপকে সহযোগিতা করেছিলেন। ওই ঘরে বিমান বলে একটি ছেলে থাকতেন। সৌরভ মৃত ছাত্রের ক্লাসমেটও ছিলেন না, রুমমেটও না। ১০ তারিখ যে ফোন থেকে স্বপ্নদীপ ফোন করেন সেটাও সৌরভের ফোন নয়। বাবার মনে হয়েছিল ছেলে হতাশাগ্রস্ত। এমনকী পড়ে যাওয়ার পরও যে ফোন বাড়িতে যায়, তাও সৌরভের ফোন নয়। সৌরভকে ফাঁসানো হচ্ছে। পাল্টা সরকারি আইনজীবী সৌরিন ঘোষাল বলেন, ''বাবা আগে আসেনি সত্যি। তিনজন পড়ুয়ার বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। সুপারেরও বয়ান রেকর্ড হয়েছে। বলা হচ্ছে ধাক্কা মেরে ফেলেছে। কারা কারা আছে? ঘটনার পুনঃনির্মাণ করতে হবে। এই ঘটনার মোটিভ জানতে হবে। অভিযুক্তকে সত্যি কথা বলানোর জন্য সময় লাগবে। যে ফোন বাজেয়াপ্ত হয়েছে তার কল লিস্ট বের করব আমরা।'' বিচারক জানতে চান, তদন্তকারী অফিসারের কিছু বলার আছে কি না। তিনি বলেন, ''প্রকৃত তদন্তের জন্য পুলিশ হেফাজতের আবেদন করছি।'' সবপক্ষের সওয়ালজবাব শুনে ২২ তারিখ অবধি পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

'বাংলায় বিজেপিরই সরকার হবে', কলকাতায় সভা থেকে বার্তা নাড্ডার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ বাংলা সফরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। বিজেপির দু'দিনের পূর্বাঞ্চলীয় পঞ্চায়েতী রাজ পরিষদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজ্যে এসেছেন তিনি। একইসঙ্গে কলকাতায় একটি সভাও করেন। মূলত পঞ্চায়েত ভোটের বিজেপি প্রার্থী ও আক্রান্তদের ডাকা হয়েছিল সেখানে। সেই অনুষ্ঠানেই বাংলার সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন নাড্ডা। মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করে নাড্ডা বলেন, ২২বিধানসভা ভোটের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের তাণ্ডব আমরা দেখেছি। এবারও পঞ্চায়েত ভোটের পর একই ছবি। আমার সেই ১৪ আগস্টের কথা মনে হচ্ছিল। বিভাজনের সময় কলকাতা ও বাংলার মানুষ যা দেখেছিল। দুঃখের বিষয় স্বাধীন ভারতে মমতাজির সরকারে সময় সেই দিন দেখতে হচ্ছে। এটা লজ্জার।'' তবে তিনি বাংলায় সরকার গড়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। হাওড়ায় শনিবারের দলীয় কর্মসূচি থেকে জেপি নাড্ডা বলেন, ''আমরা এখন রাজ্যে বিরোধী দলের ভূমিকায় আছি। আগামিদিনে আমরা রাজ্যে সরকার তৈরি করব।'' এদিন জেপি নাড্ডা বলেন, ''বাংলায় জঙ্গল রাজ চলছে। তৃণমূল কীভাবে বাংলায় শাসন চালাছে সকলেই দেখছে। বিজেপি কর্মীদের পঞ্চায়েত ভোটে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের গণনাকেন্দ্রে কীভাবে বিজেপি কর্মীদের বাধা দেওয়া হয়েছে, তার পরও বিজেপি লড়াই থেকে

সরেনি।'' নাড্ডার কথায়, ''বিজেপির একজনও কর্মী একা নন। ১৮ কোটির দল ও তার পরিবার আপনাদের সঙ্গে আছে। আমরা এ লড়াই জিতবই। প্রজাতান্ত্রিক পথে জিত আনব।'' এদিন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী অন্য রাজ্য সম্পর্ক মন্তব্য করছেন, অথচ তাঁর নিজের রাজ্যের কী অবস্থা।'' বাংলায় আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু আছে?, প্রশ্ন করেন জেপি নাড্ডা। জেপি নাড্ডা বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী বাংলার চেহারা তুলে ধরেছেন। তাতে দিদির রাগ হয়েছে। আগে বিজেপি পঞ্চায়েত ভোটে ৫ হাজার আসন জিতেছে, এখন ১০ হাজার আসন জয়লাভ করেছি।'' পঞ্চায়েতে বারবার হিংসার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। এদিন জেপি নাড্ডা সে প্রসঙ্গে তুলে আনেন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যও। বলেন, ''কোলঘাটে প্রধানমন্ত্রী ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠকে বক্তব্য রেখেছেন। সেখানে বাংলার অবস্থা তুলে ধরেছেন। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমান চাইছেন বাংলায় অশান্তি, হিংসা, গোলমাল, মহিলাদের উপর অত্যাচার হয়েছে কি না। ২০২৩-এ ৫৬ জনের বেশি মানুষ খুন হয়েছেন। কিন্তু রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা জানেন না?'' এই মঞ্চ থেকে নানা দুর্নীতির প্রসঙ্গও তোলেন জেপি নাড্ডা। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর নাম করে বলেন, ''পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে আছেন তো? শেষ পর্যন্ত যারা এই ঘটনায় সব থেকে বেশি জড়িয়ে সকলে একদিন না একদিন জেলে যাবেনই।''

প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে ১৩ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৩ থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে দেশের নাগরিকদের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী টুইট করে দেশের নাগরিকদের এই আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান স্বাধীনতার অমৃত মহোসবে নতুন শক্তির সঞ্চার করেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, দেশবাসীকে এবছর এই অভিযানকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে। ১৩ থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে দেশের গৌরব ও গৌরবের প্রতীক জাতীয়.পতাকা উত্তোলন করুন। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে https:harghartiranga.com এই ওয়েবসাইটে পতাকার সঙ্গে সেলফি আপলোড করারও আহ্বানও জানিয়েছেন।

পাটনায় বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে গঙ্গানদী

পাটনা, ১২ আগস্টঃ বিহারের অনেক জেলায় অবিরাম বৃষ্টিতে নদীতে জলস্তর ক্রমাগত বাড়ছে। পাটনার হাতিদহে গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। কিষাণগঞ্জ ও কাটিহারে মহানন্দা নদীর জলস্তর ক্রমাগত বাড়ছে বলেও জানা গিয়েছে। সুপল, দরভাঙ্গা ও মুজাফফরপুরের নিম্নাঞ্চল বন্যার কবলে পড়েছে। নদীর আশপাশের গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত বিহারে বৃষ্টিপাত চলবে। পাটনার হাতিদহে গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। গান্ধী ঘাটের জলস্তরও বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছেছে। হাথিদহে জলস্তর ৪২ মিটারে পৌঁছেছে। এখানে বিপদ চিহ্ন ৪১.৭৬ মিটার। ভাগলপুরের কাহালগাঁওতেও গঙ্গার জলস্তর বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। নেপাল ও বিহারে বৃষ্টির জেরে সুপলে কোশি নদীর জল বেড়ে গেছে। তিনটি মহকুমার ছটি ব্লকের তিন ডজনেরও বেশি গ্রামে বন্যার জল প্রবেশ করেছে। রাস্তাঘাট, মাঠ ও বাড়িতে বন্যার জল ঢুকে পড়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। স্থানীয়দের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে। কাটিহারে মহানন্দা নদীর জলস্তর ওঠানামার জন্য লক্ষনপুর পঞ্চায়েতের বেলগাছি গ্রামে ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। দারভাঙ্গাতেও গত তিনদিনের বৃষ্টিতে কমলা নদীর জলস্তর বেড়েছে।মুজাফফরপুরের বাগমতি নদীতে জোয়ারের ফলে জলস্তর বেড়ে আওরাই ও কাটরা ব্লকের অনেক নিচু এলাকায় জল ঢুকেছে। বাগমতি নদীর জল বেড়ে বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। জেলা প্রশাসন এই বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে। বাকুচি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জল ঢুকে বেশ কয়েকটি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে সবরকমের সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েতে শপথ গ্রহণ নগর সংস্থার

ধলাই, ১২ আগস্ট ঃস্বাধীনতার অমৃতকাল উদযাপনে শপথ গ্রহণ করলেন রাজ্যের ধলাই জেলার কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি, আধিকারিক সহ কর্মচারীরা। শনিবার নগর পঞ্চায়েত অফিস প্রাঙ্গনে স্বাধীনতার অমৃতকাল উদযাপনে শপথ গ্রহণ করা হয়।এদিন নগর পঞ্চায়েতের কার্যনির্বাহী আধিকারিক এল ডারলং সহ সকল

মান্ডিতে খারাপ রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বাস কমবেশি আহত ১২ জন যাত্রী

শিমলা, ১২ আগস্ট ঃ খারাপ রাস্তার কারণে হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল হিমাচল রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (এইচআরটিসি)-র একটি বাস। এই দুর্ঘটনায় মোট ১২ জন যাত্রী আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৪ জনের আঘাত গুরুতর। ৮ জন সামান্য আহত হয়েছেন। সুন্দরনগর ইউনিটের বাসটি শিমলা অভিমুখে যাচ্ছিল, খারাপ রাস্তার কারণে শনিবার সকালে মান্ডি জেলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সকালে শিমলার দিকে আসছিল ওই বাসটি, তার আগে রাস্তায় ধস নামে, বাসটি কাদায় আটকে পড়ে। দুর্ঘটনায় চালক-সহ ১২ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে গুরুতর ৪ জনকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকিদেরও চিকিৎসা চলছে। সুন্দরনগরের ডিএসপি দীনেশ কুমার জানান, যাত্রীরা সামান্য আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিরোধীরা মানুষের দু ঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করে না, তাঁরা শুধু রাজনীতির কথা ভাবেঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ বিরোধীরা মানুষের দু ঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করে না, তাঁরা শুধুমাত্র রাজনীতির কথাই ভাবে। দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্যে এমনই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায় আঞ্চলিক পঞ্চায়েতি রাজ পরিষদের উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এই কারণেই বিরোধীরা আলোচনা এ।য়ে চলেন এবং অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিতর্ককে অগ্রাধিকার দেন। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বিরোধীরা সদন ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তা দেখেছে গোটা দেশ। কিন্তু দু ঃখজনক যে, এই সমস্ত মানুষজন মণিপুরের জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, মণিপুর নিয়েই বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আসলে কি হয়েছে, আপনারা সবাই তা দেখেছেন। বিরোধীরা আলোচনা হতে দেয়নি! যদি এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে আলোচনা হতো, তাহলে মণিপুরের মানুষ স্বস্তি বোধ করত... এই সমস্যাটির সমাধানের জন্য কিছু সমাধান বের হতো। কিন্তু বিরোধীরা এটা নিয়ে আলোচনা করতে চায়নি, কারণ তাঁরা জানত মণিপুরের সত্য তাঁদের সবচেয়ে বেশি দংশন করবে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমরা সংসদে বিরোধীদের অনাস্থা প্রস্তাবকে পরাজিত করেছি এবং যারা গোটা দেশে নেতিবাচকতা ছড়াচ্ছে তাঁদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছি। বিরোধী দলের সদস্যরা মাঝপথে সংসদ ত্যাগ করেন। সত্য হল তাঁরা অনাস্থা প্রস্তাবে ভোট দিতে ভয় পেয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় বিজেপি প্রার্থীদের হুমকি ও বুথ দখল করার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, কোনও বিজেপি প্রার্থী যাতে মনোনয়ন জমা দিতে না পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য তারা প্রয়োজনীয় সবকিছু করে...তাঁরা শুধুমাত্র বিজেপি কর্মীদেরই নয়, ভোটারদেরও হুমকি দেয়। বুথ দখলের জন্য কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়...এটাই তাঁদের রাজনীতি করার উপায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা, বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ সভাপতি সুকান্ত মজুমদার প্রমুখ।

ব্যাগিং করতে সৌরভের নেতৃত্বে কার্যত তৈরি হয়েছিল সেল

কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ নদিয়ার বাসিন্দা স্বপ্নদ্বীপ কুণ্ডুর খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সৌরভ চৌধুরী। পুলিশের অনুমান, প্রত্যেক বছর নতুন ছাত্ররা হস্টেলে বা ক্যাম্পাসে এলে তাঁদের র‍্যাগিং করত সৌরভ। শুধু তাই নয়, সৌরভের নেতৃত্বে থাকত একাধিক ছাত্রছাত্রীরা।র‍্যাগিং করতে কার্যত সেল গড়ে তুলেছিল পড়ুয়ারা। পুলিশ এখন সৌরভকে জেরা করে জানতে চাইছে তার সঙ্গে আর কারা কারা এই সেলে ছিল। একাধিক ছাত্রছাত্রী কর্মরত। তারা সন্ধ্যা বা রাত হলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে অবাধ বিচরণ করত এবং রীতিমতো একটি র‍্যাগিং সেল চালাত।মূলত প্রাক্তন এই ছাত্রদের বিভিন্ন ফাইফরমাসের কাজ করতে হত প্রথম বর্ষের ছাত্রদের। তাদের ইচ্ছেতেই পড়তে হতো জামাকাপড় এবং তাদের ইচ্ছাতেই কাটতে হতো চুল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালযের প্রতি গেটের নিরাপত্তা রক্ষীরা সৌরভ চৌধুরীকে বেশ ভালোভাবেই চিনত। নিজের প্রভাব খাটিয়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রকে কখনও মারধর আবার কখনও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে র‍্যাগিং করাই ছিল সৌরভের কাজ। স্বভাবে বিপ্লবী সৌরভ চৌধুরী নামে ওই যুবক বেশ কয়েক বছর আগে এমএসসি নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে গিয়েছিল এই ছাত্র। শনিবার ধৃত সৌরভ চৌধুরীকে আলিপুর আদালতে পেশ করিয়ে তাকে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আবেদন জানাবে যাদবপুর থানার পুলিশ।

বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে জানালা থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, শাহের তিন বিলকে নিশানা মনীশের

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের তিনটি বিলকে নিশানা করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা মনীশ তিওয়ারি। শনিবার মনীশ বলেছেন, বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে জানালা থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। শুক্রবার লোকসভায় তিনটি বিল পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই তিনটি বিল হল-ভারতীয়.ন্যায় সংহিতা বিল ভারতীয় সাক্ষ্য বিল, এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা বিল।এই তিনটি বিল প্রসঙ্গে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা মনীশ তিওয়ারি শনিবার বলেছেন, লোকসভার স্পিকার এবং ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি, যিনি কাউন্সিল অফ স্টেটের চেয়ারপার্সন, তাঁদের কাছে আমার দাবি হল-প্রত্যেকটি বিল যাচাই করার জন্য সমস্ত দলের বিশিষ্ট আইনজীবীদের সমন্বয়ে সংসদের একটি যৌথ কমিটি গঠন করা। তাঁর মতে, এই তিনটি বিলের মাধ্যমে বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হবে।

জন্মবার্ষিকীতে দয়ানন্দকে স্মরণ করলেন প্রমোদ, গোয়ার প্রথম মুখ্যমন্ত্রীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি বর্তমানের

পানাজি, ১২ আগস্ট ঃ গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত শনিবার রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী দয়ানন্দ বন্দ্যোদকরের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোদকর আধুনিক গোয়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন জনপ্রিয় নেতা। তিনি সাধারণ মানুষের কাছে ভাউসাহেব বন্দ্যোদকর নামে পরিচিত ছিলেন।প্রমোদ সাওয়ান্ত শনিবার টুইট করে লেখেন, ' প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দয়ানন্দ বন্দ্যোকর জিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করছি। গোয়ার সার্বিক অগ্রগতি এবং উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরিতে তাঁর অবদান সর্বদা স্মরণ করা হবে'।

সাইবার অপরাধ নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে যোগী আদিত্যনাথ সরকারঃসুরেশ খান্না

লখনউ, ১২ আগস্ট ঃ গত মঙ্গলবার বিধানসভার বাদল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে যোগী আদিত্যনাথ সরকার সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা জানিয়েছেন। সমাজবাদী পার্টির সদস্য অতুল প্রধানের প্রশ্নের উত্তরে অর্থ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী সুরেশ খান্না বলেছেন, যোগী সরকার আসার পর থেকে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এনসিআরবি-র পরিসংখ্যান থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।সংসদে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের উপস্থিতিতে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী সুরেশ খান্না বলেন, যোগী সরকারের উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে শূন্য সহনশীলতা নীতি রয়েছে। যার ফলে একটি গুণগত উন্নতি হয়েছে। রাজ্যে অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে। যোগী সরকারও সাইবার অপরাধ নিয়ে শূন্য সহনশীলতা নীতিতে কাজ করছে। রাজ্যে যেখানেই সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়, সেখানেই শুধু মামলা নথিভুক্ত করা হয় না, কার্যকর ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়।সুরেশ খান্না জানিয়েছেন, ২০২২ সালের মার্চ মাস থেকে ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৩১৫৫টি কেস দায়ের করা হয়েছে। ৪ হাজার ৩৭২টি মামলার চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন

লুপ্ত হচ্ছে কর্মীযুক্ত লেভেল ক্রসিং, রোড ওভার ব্রিজ ও রোড আন্ডার ব্রিজে রূপান্তরের পদক্ষেপ ভারতীয় রেলওয়ের

গুয়াহাটি, ১২ আগস্ট ঃ কর্মীযুক্ত লেভেল ক্রসিং গেট লুপ্ত করতে রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি), রোড আন্ডার ব্রিজ (আরইউবি) নির্মাণ করছে ভারতীয় রেলওয়ে। সবগুলি জোনে আরওবি এবং আরইউবি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় চলবে। ট্রেন পরিচালনা, ট্রেন চলাচলে সুরক্ষার ক্ষেত্রে, ট্রেনের গতিশীলতা পথচারীদের উপর এর প্রভাব ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে লেভেল ক্রসিং (এলসি) লুপ্ত করার পদক্ষেপ নিয়েছেন ভারতীয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এ খবর দিয়ে জানান, ২০১৪ থেকে ২০২৩-এর সময়সীমায় মোট ১,৬৫৪টি আরওবি ও ৯,২১৩টি আরইউবি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। সবগুলি জোনে এর জন্য ব্যয় করা হয়েছে ৩০,৬০২ কোটি টাকা।২০২৩ সালের ২৫ জুলাইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী সবগুলি জোনাল রেলওয়েতে মোট ১,৮৬৩টি আরওবি ও ২,৪৯০টি আরইউবি অনুমোদন করা হয়েছে যা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। ২০১৪-২০২৩ (৩১ মে ২০২৩ পর্যন্ত) সময়সীমায় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন রাজ্যে মোট ১১৯টি আরওবি ও ৫৩২টি আরইউবি নির্মাণ করা হয়েছে। যার ফলে ট্রেন চলাচলের সুরক্ষা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, বলেন তিনি।সব্যসাচী দে আরও জনান, ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে সুরক্ষা উন্নতীকরণ, গতিশীলতার বৃদ্ধি ও রোড ক্রসিঙের কাজগুলি ত্বরান্বিত করার জন্য ভারতীয় রেলওয়ে নতুন নীতি জারি করেছে। লেভেল ক্রসিং গেটগুলি লুপ্ত করা হলে রেল ও সড়কপথের সাথে জড়িত দুর্ঘটনাগুলি অনেকটাই হ্রাস হবে।

ইমরানকে সরাতে তারবার্তার তথ্য সত্য হলে এটি 'অপরাধ'ঃশাহবাজ শরিফ

ইসলামাবাদ, ১২ আগস্ট ঃ পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরাতে আমেরিকা ষড়যন্ত্র করেছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। ফাঁস হওয়া একটি কূটনৈতিক তারবার্তায় বিষয়টি জানা যায়। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, কথিত ওই তারবার্তা সত্যি হলে তা হবে ' অপরাধ'।ফাঁস হওয়া এই তারবার্তা নিয়েসদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেন, যদি এটি হয়ে থাকে তা হবে ব। ধরণের অন্যায়। শাহবাজ বলেন, তারবার্তা ফাঁস নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির দুটি বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ও পররাষ্ট্রসচিব আসাদ মজিদ জানিয়েছেন ডোনাল্ড লুর সঙ্গে বৈঠকে কোন ষড়যন্ত্র কোনও হয়নি।তিনি আরও বলেন, ইমরান বলেছিলেন রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর সরকারের সম্পর্ক ভালো হচ্ছিল। এ কারণে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। আমারা রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল কিনছি। যদি এই সরকার মার্কিন ষড়যন্ত্রে কারণে ক্ষমতায় এসে থাকে, তাহলে এটি আমাদের জন্য লজ্জার।ওয়াশিংটনে নিযুক্ত পাকিস্তানের তকালীন রাষ্ট্রদূত আসাদ মজিদ সেই তারবার্তা গত বছর ইসলামাবাদে পাঠান এতে আসাদ মজিদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক ব্যুরোর সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুসহ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের একটি বৈঠকের বিবরণ রয়েছে। তারবার্তায় ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে.ইমরান খানের অবস্থান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়।পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর একটি সূত্র ইন্টারসেপ্টকে নথিটি সরবরাহ করেছে বলে তারা জানিয়েছিল।পাকিস্তানি ক্যাবলে লু-এর উদ্ধৃতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, এর সত্যতা নিয়ে মন্তব্য না করলেও মার্কিন বিদেশ দফতরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেছিলেন, এই কথিত নথিতে এমন কিছুই নেই যা প্রমাণ করে আমেরিকা পাকিস্তানে নেতা নির্বাচন বিষয়ে কোনো অবস্থান নিয়েছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৭ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে। আজ ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৭ ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৪ ডলারের কাছাকাছি। যদিও শনিবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

৯-১০ সেপ্টেম্বর ভারতের আসছেন অ্যান্টনি অ্যালবানিজ, অংশ নেবেন জি-২০ নেতাদের সম্মেলনে

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃজি-২০ নেতাদের শিখর সম্মেলনে অংশ নিতে ভারত সফরে আসছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজ। সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সফরে আসছেন অ্যান্টনি অ্যালবানিজ। শনিবার অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ ঘোষণা করা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ ৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে যোগ দেবেন।অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর, আসলে তাঁর তিন দেশ সফরের অংশ হবে। তিনি ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিন্সেও যাবেন। অস্ট্রেলিয়া সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ৯-১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ নতুন দিল্লিতে জি-২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন।

সংসদে প্রত্যাবর্তনের পর ওয়ানাডের পথে রাহুল গান্ধী, আনন্দে উফুল্ল কেরল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ সাংসদ পদ ফিরে পাওয়ার পাঁচ দিনের মাথায় নিজের লোকসভা কেন্দ্র ওয়ানাডের উদ্দেশে রওনা দিলেন রাহুল গান্ধী। শুক্রবার ভোরে দিল্লির বাসভবন থেকে তিনি ওয়ানাডের পথে রওনা দেন। কংগ্রেস সূত্রে খবর, শনিবার এবং রবিবার ওয়ানাডের থাকবেন রাহুল। রবিবার সেখানে একটি জেলা কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে যোগ দেবেন সাংসদ। সেখানে কংগ্রেস নেতৃত্বদের সঙ্গে বসে লোকসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচনী কৌশল ঠিক করতে পারেন বলেও মনে করা হচ্ছে।উল্লেখ্য, মোদী পদবি অবমাননা মামলার জেরে গত মার্চ মাসে সাংসদ পদ খুইয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। তার চার মাসের মাথায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সংসদে প্রত্যাবর্তন হয়েছে তাঁর। সাংসদ পদ ফিরে পেয়েছেন তিনি। ওয়ানাডে রাহুলের আগমনের খবরে খুশির আবহ কেরল কংগ্রেস শিবিরে।

স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টায় নুহ, ১৩ আগস্ট পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকছে ইন্টারনেট পরিষেবা

নুহ, ১২ আগস্ট ঃ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে হরিয়ানার নুহ। স্কুল ইতিমধ্যেই খুলেছে, পড়ুয়ারাও শিক্ষাঙ্গনে এসেছে। তবে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে, তাই ১৩ আগস্ট পর্যন্ত নুহ জেলায় ইন্টারনেট ও এসএমএস পরিষেবা বন্ধ থাকছে। ইন্টারনেট বন্ধ রাখার বিষয়ে শুক্রবারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল হরিয়ানা প্রশাসন।দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হিংসাকে ঘিরে কিছু দিন আগে উত্তপ্ত ও অশান্ত হয়ে উঠেছিল হরিয়ানার নুহ। সেই অশান্তির আগুন ছ।য়ে প।ছিল গুরুগ্রাম-সহ হরিয়ানার অন্যত্র। হিংসার প্রেক্ষিতে প্রথমে ৮ আগস্ট ও পরে ১১ আগস্ট পর্যন্ত মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নিষেধাজ্ঞা এবার বাড়িয়ে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত করা হয়েছে।

বর্ষার ভারী বৃষ্টিতে উত্তরাখণ্ডে ৬৫০ কোটি টাকার ক্ষতি মৃত্যু ৫২ জনের, খোঁজ নেই ১৯ জনের

দেহরাদুন, ১২ আগস্ট ঃ বর্ষার ভারী বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড দেবভূমি উত্তরাখণ্ড, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ৬৫০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ৫২ জনের, আহতের সংখ্যা ৩৭ ও নিখোঁজ ১৯ জন। শনিবার সকালে উত্তরাখণ্ডের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতর জানিয়েছে, উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়ে.এখনও পর্যন্ত প্রায.৬৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে, যা আগামী দিনে আরও বাড়তে পারে। বৃষ্টিজনিত দুর্যোগে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫২ জনের, আহতের সংখ্যা ৩৭ ও নিখোঁজ ১৯ জন।উত্তরাখণ্ডের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতর আরও জানিয়েছে, বৃষ্টি থামার পরে একটি তাৎক্ষণিক রিপোর্ট তৈরি করে কেন্দ্রীয়. সরকারের কাছে পাঠানো হবে যাতে দুর্যোগের পরে দ্রুত ত্রাণ কাজ শেষ করা যায়। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির নির্দেশে এসডিআরএফ এবং এনডিআরএফ প্রয়োজনীয় জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে। দুর্যোগ কবলিত এলাকায় দু'টি হেলিকপ্টারও স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়েছে।

আরজি কর মেডিক্যালে ইন্টার্নের মৃত্যু ঘিরে রহস্য, শরীরে মিলেছে বিষ

কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ কলকাতার আরজি কর মেডিক্যালে এক ইন্টার্নের মৃত্যু ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্য। শুক্রবার রাত ১২টা ৪০ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বিষক্রিয়ার জেরে মৃত্যু বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। মৃত ছাত্রের নাম শুভ্রজ্যোতি দাস। তিনি ডাক্তারি পড়ুয়া। আরজি করে তাঁর ইন্টার্নশিপ চলছিল।পুলিশ জানিয়েছে, গত ১০ আগস্ট হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় শুভ্রজ্যোতিকে। তাঁর শরীরে বিষক্রিয়া হয়েছিল। সেই কারণেই মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান। কিন্তু কী ভাবে শরীরে বিষক্রিয়া হল, এই নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে মানসিকভাবে চিন্তিত মনে হত শুভ্রজ্যোতিকে। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তরাখণ্ড ভূমিধসঃগৌরীকুণ্ডে উদ্ধার ৭টি দেহ, তল্লাশি অভিযান জারি

রুদ্রপ্রয়াগ, ১২ আগস্ট ঃ উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলার গৌরীকুণ্ডে ভূমিধস কবলিত এলাকা থেকে আরও দু'টি দেহ উদ্ধার করল প্রশাসন। সবমিলিয়ে মোট দেহ উদ্ধারের সংখ্যা বেড়ে হল ৭। প্রবল বৃষ্টির জেরে গত ৩-৪ আগস্টের মধ্যবর্তী রাতে রুদ্রপ্রয়াগ জেলার গৌরীকুণ্ডে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। তলিয়ে যায় তিনটি দোকান, যে দোকানগুলি মন্দাকিনী নদী থেকে মাত্র ৫০ মিটার ওপরেই ছিল। পরবর্তী দিনই উদ্ধার হয়েছিল ৫টি দেহ, আর শনিবার উদ্ধার হয়েছে আরও দু'টি দেহ। উদ্ধারকাজ এখনও জারি রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন।অন্যদিকে, শনিবার সকালে রুদ্রপ্রয়াগ জেলাতেই রাস্তা থেকে ধ্বংসাবশেষ সরানোর সময়, ধ্বংসাবশেষের নীচে একটি গাড়ি খুব খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। সেখানে পাঁচটি দেহ উদ্ধার হয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগ জেলার চৌকি ফাটার অন্তর্গত তারসালির ঘটনা। মৃতদের মধ্যে একজন গুজরাটের বাসিন্দা। তাঁরা কেদারনাথ যাচ্ছিলেন, সেই সময় গত বৃস্পতিবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে।

অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট-দিল্লি এক্সপ্রেসের নাম পরিবর্তন, নতুন নাম রাখল ভারতীয় রেল

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট-দিল্লি এক্সপ্রেস ট্রেনের (১৪২০৫) নাম পরিবর্তন করে ফেলল ভারতীয় রেল। নতুন নাম রাখা হয়েছে অযোধ্যা এক্সপ্রেস। শনিবারই এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে। অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট-দিল্লি এক্সপ্রেস ট্রেনটি অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট এবং পুরানো দিল্লি জংশনের মধ্যে চলে।এই ট্রেনটির ১১টি স্টপেজ রয়েছে, সেগুলি হল- অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট, দরিয়াবাদ, বারাবাঙ্কি জংশন, লখনউ, শাহজেহানপুর, বরেলি, রামপুর, মোরাদাবাদ, হাপুর, গাজিয়াবাদ ও দিল্লি। এই এক্সপ্রেস ট্রেনের নাম পরিবর্তন করে এবার রাখা হল অযোধ্যা এক্সপ্রেস।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৩আগষ্টঃশুক্রবার, ২৭শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৩আগষ্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৭ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৭ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৭ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৭৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শনিবার । জোয়ার-সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৯মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। বিবাহের যোগ হবে।
বৃষভ রাশিঃনিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে
মিথুন রাশিঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। আজ আপনার সামনে অনেক নতুন আর্থিক স্কিমের উপস্থাপন করা হবে-না আজ।
কর্কট রাশিঃবাড়িতে অতিথি আসতে পারে আজ থেকে ই।
সিংহ রাশিঃমানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। আপনার কাছে মানুষের কি প্রয়োজন এবং আপনার কাছ থেকে তারা কি চায়
কন্যা রাশিঃএমন একটি দিন যেখানে বিশ্রাম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে-যেহেতু আপনি সাম্প্রতিককালে প্রচুর মানসিক চাপের মুখোমুখি হয়েছেন না।
তুলা রাশিঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।
বৃশ্চিক রাশিঃআজ আপনার উচ্চ প্রত্যয় সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। এক ধকলসাধ্য দিন হওয়া সত্ত্বেও আপনি আপনার প্রাণশক্তি সঞ্চয় সমর্থ হবেন। শুভদিন।
ধনু রাশিঃঅত্যিক উত্তেজনা এবং বিস্ফোরক নেশা আপনার স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। এটি এড়াতে আপনার আবেগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করুন।
মকর রাশিঃবিবাহের যোগ হবে না। সংসারে শান্তি ফিরে আসবে
কুম্ভ রাশিঃআপনার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা করা প্রত্যাখ্যান করুন। অসুস্থতা প্রতিহত করার এটি একটি ক্ষমতাশালী প্রতিরোধ।
মীন রাশিঃআপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। অর্থনৈতিকভাবে, আজ একটি মিশ্র দিন হতে চলেছে। আপনি আজ আর্থিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন, আপনার

অগ্নিকান্ডের ঘটনা রুখতে পরামর্শদাতা দল তৈরি করেছে পূর্ত দফতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ শহরের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম থেকে অগ্নিকান্ডের ঘটনা রুখতে পূর্ত দফতর বিশেষ নজরদারি ও পরামর্শদাতা দল তৈরি করেছে। পূর্ত দফতরের দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্যুৎ বিভাগের সহকারী মুখ্য ইঞ্জিনিয়ারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ওই দল গঠন করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে এসএসকেএম, নীলরতন সরকার, কলকাতা মেডিকেল কলেজের মত শহরের একাধিক সরকারি হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম এবং ওয়ারিং থেকেই আগুন লেগেছে বলে তদন্তে উঠে আসে। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতেই এই দল গঠনের উদ্যোগ বলে পূর্ত দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। এই দলের সদস্যরা হাসপাতাল গুলি ঘুরে দেখে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা এবং বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ দোষ ত্রুটি থাকলে তা খুঁজে বের করবেন। এই সম্পর্কে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেবেন। সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতিগুলির বৈঠকেও অংশ নেবেন এই কমিটির সদস্যরা। তাদের সঙ্গে কথা বলে বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। যাতে এই ধরনের সরঞ্জাম থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কখনোই না ঘটে। এছাড়া পরামর্শদাতা কমিটির সদস্যরা নিজেদের প্রতিটি পরিদর্শনের রিপোর্ট পূর্ত সচিবের কাছেও জমা দেবেন।

জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ সভাপতি নির্বাচিত

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১২ আগস্ট ঃ পঞ্চায়েত গঠনের কাজ শেষ হয়ে শনিবার পঞ্চায়েত সমিতি গঠন হয়ে গেল।এদিন বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডল ,জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল, জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসুর উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করা হয়। জয়নগর ২ নং ব্লকের ১০টি পঞ্চায়েতের ৩০ টি পঞ্চায়েত সমিতি নিয়ে এদিন সমিতি গঠন করা হয়। এখানে ৩০টি আসনের মধ্যে ২৯ টি তৃণমুল কংগ্রেস ও ১ টি বিজেপি পায়। এদিন সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন বেলে দূর্গানগর পঞ্চায়েতের সমিতি থেকে জয়ী প্রিয়াঙ্কা মন্ডল । এবং সহ সভাপতি হন মনিরতট পঞ্চায়েতের সমিতি থেকে জয়ী আনাম আলী খাঁ। এদিন নব নির্বাচিত সভাপতি ও সহ সভাপতিদের শুভেচ্ছা জানালেন জয়নগর ও কুলতলির বিধায়ক, জয়নগর ২ নং বিডিও, বকুলতলা থানার ওসি, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ আরো অনেকে।জয়নগর ২ নং ব্লকের বাকি থাকা উন্নয়নে নজর দেবেন বলে এদিন নব নির্বাচিত সভাপতি জানালেন।

প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা নিয়ে পথে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ আগস্ট ঃ প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা নিয়ে এবার পথে নামলো হাওড়ার এক বেসরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। প্লাস্টিক বর্জনে অনেকটাই ডেঙ্গু প্রতিরোধ করা যায় এই বার্তা নিয়ে পথে নেমেছিল তারা। ২ দিনের অনুষ্ঠানের প্রথম দিন শুক্রবার সকালে হাওড়া বালিটিকুরির সিস্টার নিবেদিতা একাডেমির ছাত্রছাত্রীরা বর্ণাঢ্য এক পদযাত্রার করে। সাধারণ মানুষকে তারা প্লাস্টিক বর্জন করার বার্তা দেয়। হাও।ার দাসনগর, শানপুর, ইছাপুর ও কামারডাঙা এলাকার বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে স্কুলে এসে পদযাত্রা শেষ হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অরুণা লাহা বলেন, শুক্রবার ক্ষুদিরাম বসুর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে আমরা এই পদযাত্রার আয়োজন করি। শনিবার বিদ্যালয় ভবনে এক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহন করে। ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা এত সুন্দর প্রজেক্ট করেছে এতে আমি ভীষণ খুশি। নার্সারি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেককেই এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে।

শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে হাওড়ায় তার বাড়িতে নাড্ডা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ আগস্ট ঃ কথাসাহিত্যিক শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অন্তরের অন্ত ঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয়

সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। শনিবার হাওড়ায় বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে যান জে পি নাড্ডা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারও। শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান নাড্ডা ও সুকান্ত মজুমদার। উল্লেখ্য, তিন দিনের সফরে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। বিশেষ বিমানে গতরাতে তিনি দমদম বিমানবন্দরে নামেন। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা, রাহুল সিনহা, দলের এ রাজ্যের পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডে প্রমুখ। বিমানবন্দর থেকে তিনি নিউটাউনে হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হন। শনিবার দিনভর নানা কর্মসূচির পর, রাতে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ পদাধিকারীদের সঙ্গে তিনি বৈঠক করবেন। রবিবার সকালে তাঁর দক্ষিণেশ্বর মন্দির পরিদর্শনের কথা রয়েছে।

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু উদ্ভিদ উদ্যানে উদ্বোধন হল'প্রকৃতি পথ'

প্রণব ভট্টাচার্য, হাওড়া, ১২ আদস্ট ঃ ভারতীয় বনস্পতি সর্বেক্ষণের অন্তর্গত আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম উদ্ভিদ উদ্যানের মধ্যে একটি। ১৭৮৭ সালে কর্নেল রবার্ট কিড দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের সেরা বাগানগুলির মধ্যে অন্যতম ২৫ টি বিভাগ এবং ২৬ টি আন্ত সংযুক্ত জলাশয় সহ ২৭৩ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই বাগান। কুড়ি হাজারটিরও বেশি প্রতিনিধিত্ব সম্বলিত তিন হাজারটিরও বেশি সপুষ্পক ও অপুষ্পক উদ্ভিদের সম্ভার এখানে রয়েছে। বহু বিপন্ন এবং দুর্লভ প্রজাতির সংরক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে এই বাগানটি প্রসিদ্ধ। আসলে সাম্প্রতিক নগর জীবনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার সময় আমাদের নেই। ইঁদুর দৌড়ে ব্যস্ত জনজীবনে কোন প্রত্যন্ত বনে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলা বা প্রকৃতির সৌন্দর্যে মোহিত হবার কোন সুযোগ আমাদের নেই। তাছাড়া এই পরিবেশ যা জীবন ধারণের জন্য একান্ত অপরিহার্য- পরবর্তী প্রজন্মকে সেই সম্পর্কে সচেতন করার কোন উপায়ও আমাদের কাছে খুব সীমিত।

প্রকৃতি সর্বদাই মানবজাতির জন্য জ্ঞান,মঙ্গল, শান্তি ও সমৃদ্ধির উৎস। এই ব্যস্ত শহুরে কর্মজীবনে সবাই চায় প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে। এই প্রয়োজনীয়তা. উপলব্ধি করেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান কর্তৃপক্ষ এখানকার একটি নিরবচ্ছিন্ন বনভূমিকে 'প্রকৃতি পথ' হিসেবে

গড়ে তুলেছে। এটি ১৫ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃতএবং দু কিমি পথ দ্বারা সংযুক্ত। আর এই পথটি ভবিষ্যতে আরও বাড়ানোরও পরিকল্পনা রয়েছে । এই প্রকৃতি পথের মূল আকর্ষণ হল এর ভিতরে তৈরি করা একটি 'গাজিবো'।এখানে বসে যে কেউ পরিবেশের স্নিগ্ধতা, আধ্যাত্মিক প্রশান্তি অনুভব করতে পারবে। জলাশয়ের ধারে অবস্থিত এই 'গাজিবো'-য় বসে পাখিদের কলরব, পোকামাকড়ের গুঞ্জন,জলস্রোতের মৃদুমন্দ আওয়াজ এক গভীর অরণ্যের অনুভুতি দেবে।

এই প্রকৃতি পথের ভিতরে তিনশো সাত প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদের সম্ভার রয়েছে। যার মধ্যে অনেকগুলি হল স্থানীয় এবং বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ। যমজ শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত এই 'প্রকৃতি পথ' হাওড়া বা সিটি অফ জয়ের জন্য ফুসফুস হিসেবে কাজ করবে। 'প্রকৃতি পথ'-এ চলার মধ্যে দিয়ে দর্শনার্থীরা এক অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুভব করবে। নান্দনিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি দেশ ও মানবতার সেবার জন্য পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে এবং হাজার হাজার প্রবীণ নাগরিক প্রাতঃ ভ্রমণকারীদের সুস্বাস্থ্য প্রদান করতে এই বাগান কার্যকরী ভূমিকা নেবে। দশ আগস্ট বৃহস্পতিবার এই 'প্রকৃতি পথ' উদ্বোধন করেন পরিবেশ বন এবং জলবায়ু. পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব লীনা নন্দন (আইএএস) । এ দিন থেকেই এই 'প্রকৃতি পথ' জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হতে চলেছে।এই অনন্য বিরল মুহূর্তের সাক্ষী থাকার জন্য উদ্ভিদ উদ্যান কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

রিষড়া রবীন্দ্রভবনের নবরূপে উদ্বোধন করলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বনস্পতি দে , রিষড়া,১২ আগস্ট ঃ রিষড়া রবীন্দ্রভবনের সংস্কার করে নবরূপে উদ্বোধন করলেন শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি। রিষড়া এলাকাবাসীদের বহুদিনের প্রত্যাশা,উদ্যোগে তথা সুদৃঢ় প্রচেষ্টায় এবং রিষড়া পৌরসভার অর্থিক অনুদানে আজ রিষড়াবাসীদের চির কাম্য রবীন্দ্রভবনের নবনির্মান সুসম্পন্ন করা হয়েছে যার শুভ উদ্বোধন হলো ১২ই আগষ্ট , অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক পর্বে প্রদীপ প্রজ্জলন এবং সম্মানীয় অতিথি বর্গকীয় পরিয়ে পুষ্পস্তবক প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। নবরূপের রবীন্দ্রভবন উদ্বোধন করলেন বর্তমান সাংসদ শ্রীযুক্ত কল্যান ব্যানার্জি। উক্ত অনুষ্ঠানে মুগ্যব্যাক্তিত্ববর্গদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ সুদীপ্ত রায়, রিষড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা, উপ পৌর প্রধান জনাব জাহিদ হাসান খান, কাউন্সিলার উষা দেবী সাউ, মেযর ইন কাউন্সিল মনোজ সাউ, তাপস সরখেল সহ বিশিষ্টজনেরা। রিষড়া পৌরসভার পৌর প্রধান বিজয় সাগর মিশ্র তার বক্তব্যে বলেন- করোনা সহ নানা কারণে সংস্কারের কাজ দীর্ঘায়িত হয়েছে, আমরা চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি দায়িত্বের সাথে,বিলম্বিত হলেও আজ রবীন্দ্র ভবন নবরূপে শিল্পি তথা মানুষের জন্য চালু করতে পেরে পুর কর্তৃপক্ষ আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত। বিজয় সাগর মিশ্র বলেন ঐতিয্যবাহী রবীন্দ্র ভবনকে কেন্দ্র করে রিষড়ার সংস্কৃতি চর্চার যে সৃজনশীলতামূলক এবং শৈল্পিক চলমানতা তা বজায় থাকবে। সব ধরনের ক্লাব এবং সংগঠন সাম্য,ও মৈত্রীর বন্ধনে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের স্বপ্নপূরণের মঞ্চ হিসাবে এখানে অনুষ্ঠান করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই মঞ্চের ভাড়া ধার্য করা হচ্ছে। ভবন টি সংস্কারে প্রায়

পৌনে ২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ২০১৫ সাল নাগাদ সংস্কারে হাত দেয় পৌরসভা কিন্তু বারংবার বাধাপ্রাপ্ত বা স্থগিত থাকে কাজ। রিষড়াবাসীগন সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে পুনরায় ভেবে ভীষণ খুশি, অবশেষে সেই কাজ শেষ সুসম্পন্ন হলো। পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা বলেন প্রেক্ষা গৃহটি কেন্দ্রীয়ভাবে আধুনিক বায়ুনিযন্ত্রিত করা হয়েছে। আধুনিক তথা যুগোপযুগী শব্দ ব্যবস্থাপনা এবং আলো উন্নত মানের করা হয়েছে। এখন ৬১৭ থেকে কমিয়ে চেয়ার থাকছে ৫৩০টি বর্তমান ছোঁয়াচে ব্যাধি এবং শ্বাসরোধ এর কথা মাথায় রেখে। এছাড়া অপেক্ষাকৃত উন্নত আসন বসানোর জন্য বাড়তি জায়গা লেগেছে, সেই কারণেই চেয়ারের সংখ্যা কিছু কমেছে। তাছাড়া প্রেক্ষাগৃহের সব অংশ থেকে মঞ্চ সম্পর্ণরূপে দেখা যাচ্ছে। রিষড়া মফস্বলের সাংস্কৃতিক কর্মীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে পৌর প্রধান জানান। সংস্কৃতি চর্চার পৃষ্ঠপোষকদের কেন্দ্র বলতে কার্যত রিষড়ার এই ভবনটি।

কৃষি ভিত্তিক শিল্পে অন্তত ২৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার চলতি অর্থবর্ষে কৃষি ভিত্তিক শিল্পে অন্তত ২৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। বিগত অর্থবর্ষ থেকে চালু হওয়া কৃষি পরিকাঠামো উন্নযন তহবিল থেকে এই টাকা বরাদ্দ করা হবে বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে। গত আর্থিক বছরে বছর কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে ওই তহবিল থেকে ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে ড চলতি অর্থ বছরে কমপক্ষে আরও ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে অন্তত ১ হাজার ৫০০ জন কৃষি শিল্পদ্যোক্তা কে সহাযতা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । গত অর্থবর্ষে এই প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল হয়েছিল ১ হাজার ২৬২ জন কৃষি শিল্পদ্যোক্তাকে। উল্লেখ্য কৃষি উন্নয়ন তহবিলের অধীনে রাজ্য সরকার কৃষি শিল্পদ্যোক্তাদের একেবারে সহজ শর্তে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে সাহায্য করে । সেই কাজে গতি আনতে রাজ্যের কৃষি সচিব ওঙ্কার সিং মিনা সহ পদস্থ

কর্তারা সম্প্রতি স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তারপরেই কোন জেলায় কোন কোন ব্যাঙ্কের সাহায্য কত টাকার কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়নে ঋণ বরাদ্দ হবে, তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবিষয় প্রতিটি জেলায় নিযুক্ত কৃষি দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করে এসম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। বৈঠকে মন্ত্রী জেলার আধিকারিকদের প্রয়োজনে আবেদনকারীদের সঙ্গে ব্যাঙ্কে যাওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই আবেদনকারীদের ব্যাঙ্কে নথি পত্র সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় । এর ফলে তেলকল, হিমঘর, গুদামঘর তৈরির মতো কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ বাধা প্রাপ্ত হয়। এই সমস্যার নিরসনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া হয়েছে রাজ্য জুড়ে চলা শিল্পের সমাধানে কর্মসূচিতে। কৃষিভিত্তিক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত শিল্পপতিদের সহাযতা করতে সেখানে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

শ্রদ্ধাবোধ নেই বলেই র‍্যাগিং এর নামে নৃশংস উল্লাস চলে, মন্তব্য তসলিমার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ যাদবপুরকাণ্ডে মন্তব্য করলেন চিকিৎসক-লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তাঁর মতে, শ্রদ্ধাবোধ নেই বলেই র‍্যাগিং এর নামে নৃশংস উল্লাস চলে। শনিবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে স্বপ্নদীপ কুণ্ডুকে র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়ে মরতে হলো। র‍্যাগিং জিনিসটা মূলত পরিচয়পর্ব, কিন্তু এই পরিচয়পর্বটি কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। সিনিয়ার ছাত্ররা নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্রদের নানাভাবে অপমান আর অপদস্থ করে। শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনও করে। ইংট্রো নামে একটা অশ্লীল ইভেন্ট ও আজকাল চলছে, ওতে নিজের পুরুষাঙ্গের আকার আকৃতি ঘোষণা করতে হবে, এবং কবে মা বাবার যৌনমিলনের ফলে ছাত্রটির জন্ম হয়েছে, সেই তারিখটা সবাইকে জানাতে হবে, মঞ্চে উঠে উরুসন্ধিতে পুরুষাঙ্গের আকৃতির বেলুন সঁটে দাঁ।াতে হবে এবং অশ্লীল নাচ নাচতে হবে। এই ইন্ট্রোর ভয়ে অনেক ছাত্রই সিঁটিয়ে থাকে, কেউ কেউ পালায়। স্বপ্নদীপের নিজের এবং পরিবারের স্বপ্ন পূরণ করা হলো না। তসলিমা লিখেছেন, আসলে র‍্যাগিং এই সমাজের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। সমাজে বড় টাকাপয়সাওয়ালা লোকেরা, ব। জাতের লোকেরা, ব। শ্রেণির লোকেরা, ব। প্রভাবশালী লোকেরা যেমন কম টাকাপয়সাওয়ালা লোকদের, ছোট জাতের লোকদের, নিম্ন শ্রেণীর লোকদের, প্রভাবশালী নয় এমন লোকদের অত্যাচার করে, তাদের ল্যাং মেরে হোঁচট খাওয়ায়, প্রতারণা করে নিঃস্ব বানায়, তাদের সঙ্গে মজা করে মজা দেখে, এ তেমনই। মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ সমাজে নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ে কী করে থাকবে! শ্রদ্ধাবোধ নেই বলেই র‍্যাগিং এর নামে নৃশংস উল্লাস চলে।

হাওড়ায় জুনিয়র আইনজীবীকে শারীরিক নিগ্রহের ঘটনায় গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ আগস্ট ঃ হাওড়ায় জুনিয়র আইনজীবীকে শারীরিক নিগ্রহের ঘটনায় গ্রেফতার ১। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে শনিবার হাওড়া আদালতে তোলা হলে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। অভিযুক্ত বাকি ৪ জন এখনও পলাতক। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। শনিবার নিগৃহীত আইনজীবীর হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী সমীর বসু রাইচৌধুরী। তিনি জানান, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন আছে। পুলিশ যদি সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ ব্যবস্থা নিত তাহলে এমন অবস্থা হতনা। ঘটনার দিন পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত নক্কারজনক। আমরা বাকিদের গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাতে সালকিয়া ধর্মতলায় আক্রান্ত আইনজীবীর ভাইয়ের সঙ্গে বাইক দুর্ঘটনা নিয়ে কিছু যুবকের বচসা হয়। আইনজীবী ওই বচসা থামাতে গেলে দুস্কৃতীরা তার উপরে চড়াও হয়। দুস্কৃতিরা তাঁকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। মারে গুরুতর জখম হন ওই আইনজীবী। রক্তাক্ত অবস্থায়

ওই আইনজীবীকে বৃহস্পতিবার রাতেই হাওড়া জেলা হাসপাতালে পরিবারের লোকজন ভর্তি করেন। এই ঘটনার পর থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ প্রথমে ডায়রি নিতে চায়নি বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার হাওড়া আদালতের আইনজীবীরা কাজ বন্ধ করে মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও কোর্ট লকআপ্ চত্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। আইনজীবীরা হাওড়া আদালতের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন। আইনজীবীদের এই বিক্ষোভের জেরে হাওড়া আদালতে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে, পুলিশ তদন্তে নেমে এখনো পর্যন্ত একজনকে গ্রেফতার করে।

উত্তর ২৪ পরগণায় সীমান্তে উদ্ধার ছয় লাখ টাকার রুপোর আড়ালে সোনা

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি. স.) উত্তর ২৪ পরগণার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) রুপোর আড়ালে সোনা পাচার রুখলো। শনিবার কেঃদ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী কর্তৃক জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পেট্রাপোলে সীমান্ত ফাঁড়িতে রুপোর আড়ালে সোনার ব্রেসলেটসহ একজন বাংলাদেশি যাত্রীকে ধরা হয়েছে। যার ওজন ৯৮.২০০ গ্রাম এবং দাম প্রায় ৫ লাখ ৭৬ হাজার ৪৩৪ টাকা। ধৃত পাচারকারীর নাম মোহাম্মাদ ইসলাম, যিনি বাংলাদেশের বাসিঃদা। বিএসএফকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য, সোনার ব্রেসলেটটির উপর রুপোর আস্তরণ দিয়েছিল। জেরায় পাচারকীর স্বীকার করেছেন, তিনি একজন ব্যবসাযী এবং নিয়মিত কলকাতার নিউ মার্কেটে কাপড় কিনতে আসেন। এখানেই তিনি সোনা চালান করতে যাচ্ছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

স্বপ্নদীপের প্রয়াণে প্রাক্তনীদের গণসাক্ষর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ ইতিমধ্যে উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের ছাত্রাবাসে থাকা বন্ধ করা-সহ চার দফা দাবি তুললেন যাদবপুরের প্রাক্তনীরা। স্বপ্নদীপ কুন্ডুর মৃত্যুর পর শনিবার থেকে গণসাক্ষরে নামলেন তাঁরা। এই প্রক্রিয়া চলছে সামাজিক মাধ্যমে। বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুন্ডুর মৃত্যু একদিকে যেমন আমাদের কাছে মর্মান্তিক, অন্যদিকে তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন হোস্টেলের ভেতরে ধারবাহিকভাবে চলতে থাকা র‍্যাগিং পরম্পরার হিংস্রতম চেহারা ফুটিয়ে তুলেছে স্বপ্নদীপের মৃত্যু। সামাজিকতা শেখানোর নাম করেই হোক, কিংবা বন্ধুত্ব করার ভুয়ো যুক্তি দেখিয়েই হোক, কোনভাবেই র‍্যাগিং করা কিংবা তাকে সমর্থন করার চেষ্টা আসলে একইরকম ঘৃণ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী হিসেবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি- দোষীদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে কঠিনতম শাস্তি দিতে হবে। ইউ. জি. প্রথম বর্ষের ছাত্রদের জন্য ক্যাম্পাসের ভিতর আলাদা হোস্টেল নির্মাণ করতে হবে। মেইন হোস্টেলের র‍্যাগিং এর পরম্পরা বন্ধ করতে, কেবল মৌখিক ও লোক দেখানো নয়, সত্যি সত্যি কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। পাস আউট ছাত্রদের হোস্টেলে থাকার রীতি বন্ধ করতে হবে।

রাজ্যের আট জন পুলিশ আধিকারিককে পুরস্কৃত হবেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ পেশাদারিত্বের সঙ্গে তদন্তে এগিয়ে যাওয়া ও সর্বোচ্চ দক্ষতার নিরিখে কেন্দ্রীয় সরকার এই বছর রাজ্যের আট জন পুলিশ আধিকারিককে পুরস্কৃত করতে চলেছে। আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে দেশের ১৪০ জন এই ধরনের পুলিশ আধিকারিকের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। যার মধ্যে এই রাজ্যের পুলিশ ইন্সপেক্টর গৌতম সাহা, পল্লব গঙ্গোপাধ্যায়, রিনা মিশ্র, শাশ্বতী ঘোষ ছাড়াও সাব-ইন্সপেক্টর চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায, সুষম মিত্র, তুষিময় দাস ও আলতাব হোসেন মল্লিক এই পদক সম্মানের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী মঙ্গলবার দিল্লিতে স্বাধীনতা দিবসের দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাদের হাতে এই সম্মান পদক তুলে দেবেন।

নাগরিক হিসেবে মাথা নিচু হয়ে যাচ্ছে, আক্ষেপ শিল্পী পৌষালির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ যাদবপুরকাণ্ডে কড়া মন্তব্য করলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী পৌষালি বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, নাগরিক হিসেবে মাথা নিচু হয়ে যাচ্ছে। পৌষালির কথায়, এ কোন এলোমেলো সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা? নাগরিক হিসেবে মাথা নিচু হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। দেশ, রাজ্য, নিজের শহর জুড়ে এমন সব ঘটনার

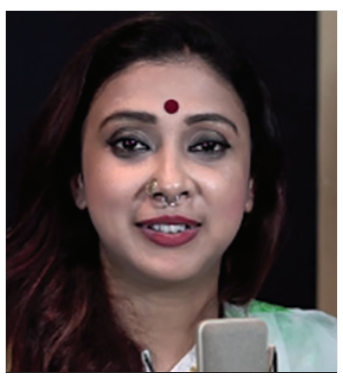

ঘনঘটা যা স্তম্ভিত করে দেয়। ফেসবুকে বিপ্লব করছি বলে অনেকে খোঁটা দিতে পারেন, তবে জনগণের প্লাটফর্মে একজন আমজনতা হিসেবে কিছু কথা বলতে চাই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটেছে, তা আবারও প্রমাণ করেই দিল যে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেলেও, প্রযুক্তি আমাদের উন্নয়নের জোয়ারে ভাসিয়ে দিলেও প্রাণী হিসেবে আমরা সেই আদিম, কাঁচা মাংসখাদক জন্তু হয়েই থেকে যাবো।

যে চলে গেছে, সে তো গেছেই, কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেল অনেক গুলো। প্রথমত, র‍্যাগিং নামক ব্যাধি থেকে কেন এত বছর পরেও ছাত্রদের জীবনকে মুক্ত করতে পারলো না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ? দ্বিতীয়ত যে বা যারা এই ঘৃণ্য কাজ করলো, তাদের শাস্তির মধ্যে দিয়ে কোনো দৃষ্টান্ত রাখা হলো না কেন? তৃতীয়ত পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটা পরিকল্পিত খুনকে কেনই বা আত্মহত্যা বলে নিজেদের দায় এড়াবার চেষ্টা করছে! একজন সদ্য যুবক হয়ে ওঠা ছাত্রকে নগ্ন করে, তার চুল কেটে তাকে সমকামী তকমা দিয়ে যে অপমানের সামনে এনে দাঁড় করানো হলো, সেই অপমান শিক্ষা দেওয়ার গরিমাতেই কি উজ্জল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আঁতলামি?এই মন্তব্য তিনি লিখেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা পুলিশের উদ্দেশে।

অন্তত একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হোক, আর্জি আবৃত্তিকারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ অন্তত একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হোক- স্বপ্নদীপের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এই মন্তব্য করলেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার মুনমুন মুখার্জি। শনিবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, স্বপ্নদীপ মারা গেছে তাই এত প্রতিবাদ হচ্ছে আজ। হবে কদিন এরকম। আসলে সব র‍্যাগিং এর পরিণতি মৃত্যু হয়ত হয় না তাই সেসব নিয়ে এত কথা হয় না। নিঃশব্দে সে সব হজম করে নিয়েই বেঁচে থাকে অনেকে। নিজের কেরিয়ারের স্বপ্ন, বাবা-মায়ের স্বপ্ন, মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠার স্বপ্ন সফল করার জন্য বাকি জীবনে কিছু ক্ষত বয়ে বে।ায় নিঃশব্দে। সবসময় যে সিনিয়রদের মজাদার শাস্তি দিয়ে র‍্যাগিং শেষ হয়ে যায় এমন নয়, কিছু এমন অত্যাচারের স্মৃতি রেখে যায় যা তার সাথে হওয়ার কথা ছিল না! যারা এসব

সয় তারা যখন নিজেরা একদিন কলেজে দাদা-দিদি হয় তাদের কেউ কেউ নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতার শোধ তুলে নেয় নতুন আসা ভাই-বোন দের ওপরে, তাদের উত্যক্ত করে! ভাবে এটাই তো ট্র্যাডিশন, একদিন আমাদের ওপরেও তো হয়েছে, আমরাও তো সহ্য করেছি। আরে, এটুকু সহ্য করতে হয় সবাইকে এই দুনিয়ায় টিকে থাকতে গেলে! কিন্তু যারা এই ট্র্যাডিশনে বিশ্বাস করেনা তারা বাকি জীবনটা টিকে থাকে কলেজ জীবনের কিছু দগদগে ঘা নিয়ে। এই র‍্যাগিং করে কারা? গ্রাম-শহর-মফস্বল থেকে উঠে আসা ওরা আমাদের ঘরেরই ছেলে যারা আমাদের নম্বর দিয়েছে হয়ত অনেক কিন্তু যাদের আমরা মানুষ করে উঠতে পারিনি। সে দায়ভার তাই আমাদেরও কিছুটা। যখন কদিন পরে মিডিয়া স্বপ্নদীপের বাড়ির লোকের থেকে ফোকাস সরিয়ে যারা এই অপরাধের সাথে যুক্ত তাদের বা।রি লোকের ইন্ট।রভিউ নেবে, ছেলেগুলো অনুতাপে বা ভয়ে কাঁদবে, তাদের বাবা-মা-ও আক্ষেপ করবেন, কাঁদবেন, আমরা ভাবব, সবাই ভাববে, যে গেছে সে তো গেছেই, ওরা তো আর দাগী অপরাধী নয়, এতগুলো কৃতী ছেলের ভবিষ্যত এখন নষ্ট করে আর কি হবে! আর এই ভাবনা থেকেই ভবিষ্যত নষ্ট হয়ে যায়, ঘুন ধরে যায় শিক্ষাব্যবস্থা এর মত একটা সিস্টেম এর। গুরু পাপে লঘু দন্ড না দিয়ে এবার অন্তত একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হোক যা দেখে আগামী প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা বুঝতে শিখবে র‍্যাগিং ছোটদের একটু-আধটু শিক্ষা দেওয়ার দাদাগিরি -এর ট্র্যাডিশন নয়, র‍্যাগিং একটি ক্রাইম! আর ছাত্র-ছাত্রীর আই কার্ড থাকলেই সে অপরাধ মুছে ফেলা যায় না, বুক ফুলিয়ে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীর তকমা নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায় না, অপরাধ করলে অপরাধী কে এই দেশে শাস্তি দেওয়া হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৫৪ সংখ্যা, রবিবার, ২৭ শ্রাবণ, ১৪৩০

নাগরিক সুরক্ষার জন্য কঠোর আইন

সম্পাদকীয়

ভারতীয়দের সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এবারে লোকসভার শেষ দিনে তিনটি বিল পাশ করা হল যা নিয়ে বিরোধী দলের নেতারা পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছে। এই তিনটি বিল হল - ভারতীয় ন্যা, সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা এবং সাক্ষ্য অধিনিয়ম। এই সব ব্যাপারে অভিযোগ করতে এখন আর থানায় যেতে হবে না। সরাসরি আইনী সাহায্য পাওয়ার জন্য অ্যাপ মারফৎ অভিযোগ দায়ের করতে পারে। অভিযোগ পাওয়া মাত্র তা খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট থানাকে নির্দেশ দেওয়া হবে তদন্ত করতে হবে। এবং পুলিশ তদন্ত শেষ করতে হবে একটি নির্দিষ্ট সময়ে। ব্রিটিশ যুগের আইন থেকে ভারতীয়দের মুক্তি দিতে এবং নাগরিক সুরক্ষা দিতে এই রকম আইন আনা হয়েছে। কঠোর হয়েছে আইনগুলি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন সংসদে এই বিল পাশ হওয়ার পর তা বিচারাধীন মামলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে। সরকার যুক্তি দেখিয়ে বলেছে যে ব্রিটিশ যুগে রাজশক্তির বিরুদ্ধে কোনও কথা বললে তাকে দেশদ্রোহী বা রাজদ্রোহী বলা হতো। কিন্তু ভারত একটি গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশ। প্রত্যেকের বাক স্বাধীনতা রয়েছে। সেই কারণে ওই আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে রাজদ্রোহী আইন পরিবর্তন করে নতুন আইন আনা হয়েছে যা আরও কঠোর এবং কঠিন। এদিকে মানবাধিকার এবং বিরোধী দলের নেতারা এটাকে ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপ বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছেন। সরকার পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ আইনকে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। রাজদ্রোহী আইন ঘুরিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহী আইনে পরিণত হয়েছে। নাগরিক সুরক্ষা সংহিতায় বলা হয়েছে যে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভবে বা জেনেশুনে ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতাকে বিপন্ন করে তোলে তাহলে তার বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা সাত বছর জেল এবং জরিমানা হতে পারে। সরকারের একজন নেতা বলেছেন যে বাক স্বাধীনতা দেশের নাগরিকদের অধিকার হলেও টুকরে টুকরে গ্যাং-এর দলের সদস্য যদি ভারত ভাগের কথা বলে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এই আইনের মাধ্যমে। নতুন আইনে সন্ত্রাসবাদকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। এই সব আইন আসলে ইউএপিএ বা সিবিআই আইনে কোনও বাধা সৃষ্টি করবে না। বরং আরও শক্তি বৃদ্ধি করবে। ভুয়ো পরিচয় দিয়ে বিবাহ, চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌনতা এবং বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিবাহ না করা অভিযুক্তদের দশ বছর কারাদণ্ড দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যৌন হিংসার দ্বারা অত্যাচারিতার বাড়িতে মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহিলা পুলিশ অফিসার পীড়িতার মা বাবা কোনও একজনের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। গ্রামী ভারতে পুলিশের চাপে বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপে পড়ে বহু লোকেরা অভিযোগ দায়ের করতে ভয় পায়। তারা এবারে সরাসরি অভিযোগ নেটের মধ্যে জমা দিতে পারবে। কোনও রকমভাবে অভিযোগকারী এবং সাক্ষ্যদানের নাম প্রকাশ করা হবে না। জানানো পারা সম্ভব হবে না তদন্ত কোনও পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট জমা দিতে হবে। তদন্তের কোনও বাড়তি সময় দেওয়া হবে না। একমাত্র আদালত অনুমতি দিলেই তবে তদন্তের ব্যাপারে বাড়তি সময় পেতে পারে। চার্জশিটে যদি কোনও ভুল রিপোর্ট তাহলে পুলিশ অফিসার যারা চার্জশিট তৈরি করেছে তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

দেশের অগ্রগগতিতে পরিবর্তন প্রয়োজন

ছোট চাষিদের জন্য কী কী কাজ করছে তার একটি বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সেই বিস্তারিত বিবরণে বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্মান নিধি প্রকল্প চালু করে কৃষকদের জীবন জীবিকা রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কৃষি জমি রখা করার জন্য কঠোর আইন তৈরি করা হয়েছে। কৃষি জমি রক্ষা করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে সরকার। কৃষি জমিকে বসত জমিতে পরিণত করা চলবে না বলেও আইন তৈরি করা হয়েছে। কৃষকদের স্বার্থকে রক্ষা করতে সরকার সব সময়ে সক্রিয়। কৃষক আন্দোলনকে পবিত্র বলে মনে করে সরকার। সেই পবিত্রতা যারা নষ্ট করছে তারা দেশের ক্ষতি করতে উদ্যোগী। তারাই হচ্ছে আন্দোলনজীবী। আন্দোলনকারী এবং আন্দোলনজীবীদের পার্থক্য বোঝা উচিত। প্রধানমন্ত্রীর এই ধরনের বক্তব্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছেন। তারা বলতে শুরু করেছেন, দেশের সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা সবাই আন্দোলনজীবী। আন্দোলন করাই তাদের পেশা। আন্দোলন করেই তারা রোজগার করে। তাদের জীবন জীবিকা চলে। সরকার যদি বিরোধী দল নেতাদের আন্দোলনজীবী বলে মনে করে তাহলে শাসক দলের নেতারাও তো আন্দোলনজীবী। তারাও বিরোধী দলের আসনে বসে সরকার বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। গুজব ছড়িয়ে দেশকে হীনবল করতে বদ্ধ পরিকর হয়েছে আন্দোলনজীবীরা। আন্দোলনজীবীরা হচ্ছে কারাগারে বন্দি হয়ে থাকা নকশালবাদীরা, সন্ত্রাসবাদীদের ছবি বুকে ঝুলিয়ে কৃষকদের কথা বলে, পাঞ্জাবের টেলিফোনের তার ছিঁড়ে দিচ্ছে, কৃষক আন্দোলনের পবিত্রতা নষ্ট করছে। বহু নেতারা মুখ বড় বড় কথা বলেন। কিন্তু আদপে কাজের কাজ করেন না। এরাই আন্দোলনজীবী। দেশের কোনও স্থানে কোনও কাজে আবার কোনও স্থানে কাজে লাগতেও না পারে। সেখানে পুরোনো ব্যবস্থা বহাল থাকবে। দেশের বেশির ভাগ মানুষের কল্যাণের জন্যই সরকার আইন নির্মাণ করা হয়েছে। তিন তালাক, বাল্য বিবাহ বিরোধী আইন, শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইনে কে চেয়েছিল? সবই তো আনা হয়েছে দেশের এবং সমাজের উন্নয়নের জন্য। এটা সমান্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা নয় যে চাইলে তবে তা দেওয়া হবে। কংগ্রেস দশকের পর দশক ধরে দেশকে স্থিতিশীল অবস্থা রেখে দিয়েছিল। অথচ বিশ্ব বদলে যাচ্ছে। কতদিন আর অপেক্ষা করে থাকবো। বেসরকারি সংস্থা দাপটে টাই বেশি দিন চলবে না। সেখানে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকবে। বিশ্ব সামনের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। অতি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারলে যে কোনও সময়ে ভারতের কাঠামোটা একেবারে ভেঙে পড়তে পারে। সেই কারণে প্রতিটি ক্ষেত্রে আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

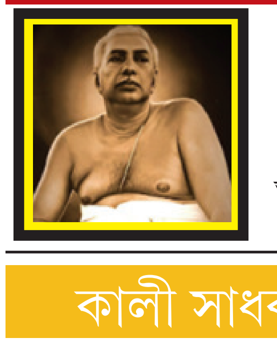

যে শাশুড়ী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসর্বা। বৌমা আসলে তার আস্তে আস্তে কর্তৃত্ব হারায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। মানুষের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে।

আদালতে সত্য স্বীকারোক্তির ফলেই ক্ষুদিরাম শহিদ হলেন

রবীন্দ্র কুমার শীল

(বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ৩ ডিসেম্বর ১৮৮৬ সালে। শহিদ হন ১১ আগস্ট, ১৯০৮ সালে। যখন তাঁর মুজফরপুরে ফঁসি হয়েছিল তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর ৭ মাস ১১ দিন। বাল গঙ্গাধর তিলক ক্ষুদিরামকে সমর্থন করে দুটি প্রবন্ধ কেশরী পত্রিকাতে রচনা করেছিলেন। সেই অপরাধে তিলককে গ্রেফতার করে ব্রিটিশ পুলিশ। ক্ষুদিরামের দুসাহসে ইংরেজ সরকরের ভিত কেঁপে ওঠে। তার ফলে বিপ্লবী অরবিন্দ সহ বারীন ঘোষ এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের গ্রেফতার করে। শুরু হল 'আলিপুর বোমা মামলা'।)

''ইংরেজী ১৯০৮ সাল, বাংলা ১৩১৫। সেদিন ছিল ১৭ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার; ৩০এ এপ্রিল, অমাবস্যা। রাত্রি প্রায় আটটার সময় একটা ভীষণ শব্দে আমরা সকলেই চমকিয়া উঠিলাম। অমন আওয়াজ আর শুনি নাই। কেহ বলিল, রেল-স্টেশন দুই ইঞ্জিন ঠোকাঠুকি হইয়া থাকিবে। কেহ বলিল, কোন বয়লার ফাটিয়া গিয়া থাকিবে। আড্ডা শেষ করিয়া আমরা যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।'' এর আগে এক শক্তিশালী বোমা তৈরি করতে পারেনি বিপ্লবীরা। যে বোমা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকীতে সেই বোমা যে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল সেটা জানতে বারীন্দ্রকুমার এবং অরবিন্দ। এতো শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে প্রায় বেশখানিকটা অঞ্চল জুড়ে কম্পন হয়েছিল। সেখানকার বাসিন্দারা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভূমিকম্প নয় তো! এত শক্তিশালী ছিল এই বোমা। এত শক্তিশালী বোমা তৈরি করতে পারে বিপ্লবীরা সেটা চাউর হয়ে যেতে ব্রিটিশ সরকার নড়েচড়ে বসল। তারা ঠিক করলো একেবারে সমূলে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করে ফেলতে হবেই। নাহলেব্রিটিশ সরকার আগামি দিনে বিপদের মুখে উপস্থিত হতে হবে। ধর্মশালায় ৫-৬ দিন বসে আমরা খুনের সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। ২-৩ দিন বাইরে গিয়ে মি. কিংসফোর্ডের বাংলো দেখে এলাম। যখন সে সন্ধ্যার সময়ে বাইরে বেরোত তখনো আমরা তার উপর তীক্ষ্ন নজর রাখতাম। সকালে তাকে কখনো বাইরে যেতে দেখিনি। আমি একবার তার এজলাসে গিয়ে তাকে দেখে এসেছিলাম।

আমার ইচ্ছে ছিল, রিভালভারের গুলিতে তাকে শেষ করে দিই। আমার সঙ্গে দুটো রিভালভার ছিল। (রিভালভার দুটো দেখিয়ে)-হ্যাঁ, এ দুটো বটে। দীনেশের সঙ্গে ছিল একটা রিভালভার, একটা বোমা। সে বোমাটা তার সঙ্গে রেডি করে এনেছিল। ধর্মশালায় সে বোমাটা তৈরি করে নাই..দীনেশ আমায় বলেছিল, সে বোমা তৈরি করতে পারে। কিন্তু ওই বোমাটা সে কোথা থেকে এনেছিল তা আমায় বলেনি। বোমাটি ছিল টিনের, দেখতে গোলাকার-এত বড় (নিজের হাত ৩-৪ ইঞ্চি পরিধি দেখিয়ে)।'' (ক্ষুদিরাম-পৃষ্টা-৪৬)।

ক্ষুদিরাম সেই সময়ে কারোর নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু কলকাতা পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ক্ষুদিরামের সব খবর বের করে ফেলেছিল। তখন লালবাজারের ওপরে ভরসা রাখতো ব্রিটিশ সরকার। লালবাজার থেকে প্রতি মুহূর্তে সংবাদ গিয়ে উপস্থিত হতো ইংল্যাণ্ডের স্বরাষ্ট্র দফতরে। ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র দফতর এই সব খবর নথিভুক্তি করে সেটা পাঠিয়ে দিত প্রধানমন্ত্রী দফতরে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে একেবারে সমূলে নিপাত করে দেওয়ার জন্য আদেশ এসেছিল ব্রিটিনের স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে। সেই নির্দেশটাকে পালন করেছে কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজার। তখন লালবাজারের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল আফগানিস্তান থেকে শুরু করে বর্মা পর্যন্ত। সারা ভারত টহল দিয়ে বেড়াতো লালবাজার নাম পুলিশের সদর দফতর। স্বাধীনকামী বিপ্লবীদের কাছে প্রধান শত্রুতে পরিণত হয়েছিল পুলিশের সদর দফতর লালবাজার।

ক্ষুদিরাম তাঁর প্রথম জবানবন্দির একটি স্থানে বলছেন, ''সংবাদপত্র পড়া ছাড়া আমি বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ ও অন্যান্যদের বক্তৃতা শুনেছি। কলেজ স্কোয়ার, বিডন স্কোয়ারে এই সব বক্তৃতা হত। তাঁদের বক্তৃতা আমাকে এ কাজে প্রেরণা দিয়েছে। একজন বিশেষ বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী বিডন স্কোয়ারে বক্তৃতা দিতেন।

আমি কলকাতায় আমার মামা সতীশচন্দ্র দত্তের বাড়িতে থাকতাম। তিনি আমার দূরবর্তী আত্মীয়। চার কি পাঁচ নম্বর কর্পোরেশন স্ট্রিটে থাকেন। স্কুল মাস্টারের কাজ করেন।.. (২৩টি ছোটো এবং ১৪টি বড়ো কার্তুজ দেখিয়ে) এই কার্তুজগুলি আমার।

আমি এগুলো কর্নওয়ালিস স্ট্রিট ও বৌবাজারে রাতের বেলায় কিনেছি। এর কোনো লাইসেন্স নেই। অমূল্যরতন দাস বলে একটি ছেলে প্রায় দু-মাস আগে আমাকে রিভলভার দুটো যোগাড় করে দেয়। আমি একটির দাম ২৫ টাকা ও অন্যটির দাম ১৫ টাকা দিয়েছিলাম। এই ঘড়ি, এই রেলওয়ের টাইম টেবিল, এই মোমবাতি, দেশলাই ও এই ম্যানিব্যাগটি (জিনিসগুলো একে একে দেখিয়ে) আমার। এই টিনের বাক্সটি আমার-এরই মধ্যে বোমাটি ছিল। এর মধ্যে কাপড়ের টুকরোখানা আছে, তাতেই বোমাটি জড়ানো ছিল। এটা দীনেশের চাদর ছিঁড়ে পেয়েছিলাম।...

আমি আমার সব কথা বলেছি। যা বলেছি সব সত্য এবং স্বেচ্ছায় বলেছি। ''

এর নিচে বাংলায় সই করেছেন শ্রীক্ষুদিরাম বসু। আর ম্যাজিস্ট্রেট এইচ সি উডম্যান সই করার আগে লিখেছেন তাঁর মতে এই স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছায় করা হয়েছে এবং তা যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ক্ষুদিরামের এই স্বীকারোক্তি পড়ে শোনানো হলে উডম্যান আবার সই করেছেন। তারও নীচে সই করেছেন (অস্পষ্ট সই) জনৈক অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সইয়ের তারিখ প্রথম দুটি ১.৫.০৮ এবং শেষেরটি ২.৫.০৮। আশ্চর্য। '' (ক্ষুদিরাম, পৃষ্টা..৪৬-৪৭)।

পাঠকেরা ক্ষুদিরামে জবানবন্দি পড়ে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে সবটা তাঁর বলা নয়। তবুই লিখতে হবে। কারণ তাঁর জবানবন্দিতে এই সব কথাগুলো রয়েছে। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেছেন সেই খবরটা তিনি পান নি গ্রেফতার হওয়ার সময়ে। প্রফুল্ল চাকীর যাতে কোনও ক্ষতি না হয় তার জন্য ক্ষুদিরাম বেশ কিছু মন্তব্য থেকে বিরত ছিলেন। ক্ষুদিরামে প্রথম স্বীকারোক্তির ওপরে ভিত্তি করে হত্যার প্রচেষ্টা এবং হত্যার অভিযোগে মামলা রুজু করা হল। ম্যাজিস্ট্রেটের জেরায় সমস্ত অপরাধ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ক্ষুদিরাম পুনশ্চ দ্বিতীয় জবানবন্দি দিলেন। প্রথম জবানবন্দি অনুসারে ক্ষুদিরামই বোমা ছুঁড়েছিলেন বলে মনে হয়েছে। বিচার শুরু হওয়ার আগে ২৩ মে ১৯০৮ তারিখে মজঃফরপুরের প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট মি. ই. ডব্লু. ব্রেটহাউড-এর কাছে ক্ষুদিরাম বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় স্বীকারোক্তি ঘোষণা দিলেন। কারণ এর মধ্যে তিনি জানতে পেরেছেন দীনেশ আত্মহত্যা করেছে। ৩ মে দীনেশের মৃতদেহ শনাক্ত করেছেন। ক্ষুদিরামের বাংলা স্বীকারোক্তি এদিন ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মানসরঞ্জন সেন। ক্ষুদিরাম এদিন দীনেশের ছবি, দুজনের ব্যবহৃত জুতো, যে গাছের নিচে দাঁড়ান তার নকশা প্রভৃতি শনাক্ত করেন। শনাক্ত করেন দীনেশের চাদর, নিজের কার্তুজগুলি, মোমবাতি, ছেঁড়া টাইমটেবিল সব কিছু পুনশ্চ।

ক্ষুদিরাম গ্রেফতার হওয়ার পর যখন ব্রিটিশ সরকারের কাছে বিপ্লবীদের সব কিছু প্রকাশ হয়ে পড়লে তখন ইংরেজরা সিদ্ধান্ত নিল যে অভিযুক্ত ক্ষুদিরামকে এমন দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দিতে হবে যাতে বাংলার বিপ্লবীরা আর কোনও সময়ের জন্য সাহস করে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন না করতে পারে। শুরু হয়ে গেল তৎপরতা। কলকাতা জুড়ে তল্লাশি শুরু হয়ে গেল। বাদ পড়লো না কেউই। সবাইকে গ্রেফতার করা হল। ভেঙে দেওয়া হল বিপ্লবীদের আখড়া। সমূলে একেবারে নিপাত করে দিল বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন। বিপ্লবী দলের মাথাগুলোকে কারাগারে পুরে দেওয়ার কাজ শুরু করলো ব্রিটিশ সরকার। তার ফলে আর একটি মামলা দেখা দিল। আলিপুর জজ কোর্টে বোমা মামলা।

ক্ষুদিরামের দ্বিতীয় জবানবন্দিতে নতুনত্ব কিছুই ছিল না। প্রথম জবানবন্দির ওপরে ভিত্তি করেই দ্বিতীয় জবানবন্দি নেওয়া হয়। সেখানে স্বেচ্ছায় জবানবন্দি দিয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয়েছিল ক্ষুদিরামের কাছ থেকে। ক্ষুদিরামকে ধরেছিল কনস্টেবল ফৈয়জউদ্দিন এবং তহশিলদার খানের বিবৃতি সত্য কিনা তা যাচাই করেছিল ক্ষুদিরামকে দিয়ে আদালত। সেখানে ক্ষুদিরামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল-'' তুমি কি কনস্টেবল ফৈয়জউদ্দিন এবং তহশিলদার খানের বিবৃতি শুনেছ? উত্তর ঃ শুনেছি, তবে তা অংশত সত্য। তারা বলছে বোমা পড়ার সময় তারা জাজেস কোর্ট রোডে ছিল না- তা ঠিক নয়। আমি তাদের ব্রীজের উপর বসে থাকতে দেখেছিলাম। শিউপ্রসাদ এবং ফতে সিং -এর বিবৃতিও অংশত সত্য। কারণ একজন বলেছে যে, সে আমার শার্টের ওপর কোট ছিল দেখেছে- তা ঠিক নয়। আমি আসলে সেটা ভাঁজ করে হাতে ধরে ছিলাম।

''ভারতীয় দণ্ডসংহিতার ৩০২ ধারায় অভিযুক্ত আপীলকারী ক্ষুদিরাম বোসকে মজঃফরপুরের দায়রা জজ আদালতের বিচারমঞ্চে হাজির করা হল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হল তিনি শক্তিশালী বোমার আঘাতে মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডিকে হত্যা করেন ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল। বিকল্পমতে দীনেশচন্দ্র রায় অথবা অপর কয়েক ব্যক্তির দ্বারা উপরি-উক্ত দুজনকে হত্যার প্রচেষ্টায় সাহায্য করেন। আপীলকারী হত্যার অভিযোগে দোষ স্বীকার করল। দায়রা জজ এই ওজরটি নথিভুক্ত করেন কিন্তু সাক্ষীদের বক্তব্য শুনে আপীলকারীর বিচারের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি একজন উকিলকে অনুরোধ করেন অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনে সহায়তাদানের জন্য। বিচারে দেখা গেল বিচারপতি দুজন পরামর্শদাতাই একমত যে আপীলকারী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত। দায়রা জজ তাঁর পরামর্শদাতাদের সাথে সহমত পোষন করে আপীলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং ভারতীয় দণ্ডসংহিতার ৩০২ ধারা মতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন। ফৌজদারী দণ্ডসংহিতার ৩৭৪ ধারা অনুযায়ী দণ্ড চূড়ান্তকরণের জন্য এই আদালতে মকদ্দমাটি আনা হয়েছে এবং আপীলকারীও একটি আপীল দাখিল করেছেন।' (ক্ষুদিরাম, পৃষ্টা-৬৬) ।

নেহরু, বাজপেয়ী ও রামমন্দির

আধুনিক ভারত গড়তে যে শিল্প এবং উন্নততর প্রযুক্তির প্রয়োজন রয়েছে সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ব্রিটিশ রাজশক্তি থেকে যখন স্বাধীন ভারতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তখন পণ্ডিত নেহরু তখন শিল্প স্থাপন করার ওপরে চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছিলেন। রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ইস্পাত কারখানা খোলার কথা চিন্তা করতেন বেশি করে। তিনি ধর্মনিরেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই কোনও একটি ধর্মের ওপরে বেশি আস্থা প্রকাশ করতেন না। সব ধর্মকে নিজের ধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন পণ্ডিত নেহরু। ফলে ধর্ম নিয়ে তিনি বেশি চিন্তা করার চেয়ে শিল্প এবং আধুনিক ভারত গড়ে তোলা যায় কীভাবে সেটাকে বেশি করে প্রাধান্য দিতেন। প্রধানমন্ত্রী ধর্মীয় মন্দির নির্মাণ করার চেয়ে তিনি নদীতে বাঁধ দেওয়াকে বেশি করে গুরুত্ব দিতেন। দেশের কৃষি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে শিল্প ব্যবস্থার পরিবেশ যথেষ্ট উপযুক্ত যাতে হবে পারে তার চিন্তাভাবনা করতেন। পণ্ডিত নেহরু বলতেন, ' এই সব কাজকে (ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ নির্মাণ প্রসঙ্গে) আমি মন্দির এবং ধর্মস্থানের মতো পবিত্র বলে গণ্য করি এবং আমি যখন এই সব কাজ পরিদর্শন করি, তখন মনের মধ্যে বেশি করে ধর্মভাব অনুভব করি।' আসলে নতুন ভারত গড়তে গেলে শুধু মন্দির গড়লে চলবে না। ভারতে বহু মন্দির রয়েছে। নতুন করে আর মন্দির গড়ে তোলার কোনও প্রয়োজন নেই। যেসব মন্দির রয়েছে সেই সব মন্দির থেকে ভারতের হিন্দু ধর্মকে পরিচালনা করার পক্ষে যথেষ্ট। এখন মহান ভারত গড়তে গেলে প্রয়োজন শিল্প কলকারখানা তৈরি করার। দেশের দারিদ্রকে দূর করা। এটা না করতে পারলে আধুনিক ভারত গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব। আধুনিক ভারত গড়তে গেলে ভারতের ইতিহাসকে জানতে হবে। পড়তে হবে। তবেই আধুনিক ভারত দ্রুত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। ভারতের কোটি কোটি মানুষের কোন খানে দুঃখের পাহাড় জমে রয়েছে সেই সব স্থানকে চিহ্নিত করে তার সমাধান করার পথ তৈরি করতে হবে। নদীতে বাঁধ দেওয়া হলে বহু গ্রাম বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। শুখা মরসুমে চাষিরা চাষের জল পাবে। নেহরুর কাছে নদীর বাঁধটা হচ্ছে মন্দির। তাঁর কাছে কোনও ধর্মীয় মন্দির বলে গ্রাহ্য হয় না। তিনি বলেন, ধর্মীয় মন্দিরের প্রতি তাঁর কোনও অনীহা নেই। তবে তিনি চান উন্নত ভারত গড়ে তুলতে। সেই কারণে তাঁর কাছে প্রযুক্তি শিল্প কলকারখানা হচ্ছে মন্দিরের মতো। এটা দেশকে উন্নত করে তোলার এক একটি মন্দির। যে মন্দির ভারতবাসীকে রক্ষা করতে সক্ষম সেই মন্দিরকে তিনি চিহ্নিত করে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। ঠিক একই রকমভাবে দেখতে পাওয়া যায় যে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীও মন্দির বলতে বুঝেছেন তথ্য প্রযুক্তি। আজকে যে ডিজিটাল ভারতের কথা বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময় থেকে শুরু করে গিয়েছিল। তার আগে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সময় থেকে তথ্য প্রযুক্তির ওপরে জোর দেওয়া শুরু হয়ে যায়। তথ্য প্রযুক্তি যদি ভারতের না আসে তাহলে আধুনিক ভারত বা মহান ভারতবর্ষ গড়ে তোলা একেবারে কঠিন হবে সেটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন, আমার মতে, আধুনিক অর্থনীতিতে আধুনিক ভারতের মন্দির হল আইটি পার্ক এবং সফটওয়ার সংস্থার ক্যাম্পাস।'' সেটাই সেটাই উপলব্ধি করতে পারা সম্ভব হচ্ছে। আজকে যে যুগটা পড়েছে সেটা সফটওয়ারের যুগ বলা যেতে পারে। ডিজিটাল ভারত বলা যেতে পারে। লেখাপড়া থেকে শুরু করে কৃষি ব্যবস্থা এমনকী প্রশাসনও এখন ভার্চুয়াল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এটাকে মন্দির বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তিনি কোনও ধর্মীয় মন্দির দর্শন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না। তিনি মানব ধর্মের প্রধান মন্দির হচ্ছে আইটি পার্ক এবং সফটওয়্যার। শুধু ধর্মীয় মন্দির ভারতে বহু রয়েছে। এক পা ফেললে বহু মন্দিরের দর্শন মেলে। কিন্তু তাদের কাজ তো শুধু পূজা অর্চনা করা। আর তাদের কোনও কাজ নেই। কিন্তু একটি তথ্য প্রযুক্তি দফতর, বা একটি কলকারখানা যেভাবে মানব সেবার কাজে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম সেটা আর কোনও মন্দিরের পক্ষে সম্ভব নয়।

ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান, ধর্মনিরপেক্ষতায় ভারত সৃষ্টি হল

ধর্মের ভিত্তিকে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও ধর্ম নিরপেক্ষতায় ভারত স্বাধীনতা লাভ করলো। বহু মুসলিম পরিবার পাকিস্তানে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলো না। তারা ভারতীয় হয়ে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করার ফলে মুশকিলে পড়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। দেখতে পাওয়া গিয়েছে ভারত থেকে মুসলিম পরিবার পাকিস্তানে খুবই কম গিয়েছে। বেশির ভাগ মুসলিম পরিবার ভারতে থেকেছে। আজকে পাকিস্তানে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতের সংখ্যার চেয়ে ভারতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত মানুষের সংখ্যা বেশি। ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা লাভ করে কারোর কোনও লাভ হয়নি। উল্টে ক্ষতি হয়েছে। ইংরেজরা চাইছিল ভারত ভাগ করে দিয়ে ভারতকে দুর্বল করে রাখা। সেই কৌশলে তারা সফল হয়েছে। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পরেও নেতাজি সুভাষ বোস এখনও ব্রিটিশদের কাছে দেশদ্রোহী। রাসবিহারী বোস ফেরারি আসামি। আজাদ হিন্দ বাহিনী শত্রু সেনা দল। ইংরেজদের চোখে এবং তাদের খাতায় এই সব স্বদেশি আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বলে উল্লেখিত। বার্মাকে ভারত থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। শ্রীলঙ্কাকে আলাদা রাষ্ট্র করে দেওয়া হল। বাংলা এবং পাঞ্জাব ভাগ হয়ে গেল। ভারতের আসল শক্তিগুলিকে ভারত থেকে কেড়ে নেওয়া হল। তার একটি মাত্র কারণ স্বাধীন ভারত যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। স্বাধীন ভারতকে মাথা তুলে দঁড়াতে প্রায় দীর্ঘ ৭৬ বছর লেগেছে। আজকে আন্তর্জাতিক জগতে ভারত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে। ১৯৫২ সালে সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংস্তপের 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' প্রসঙ্গে নেহরুর আপত্তি এবং অসহযোগিতার নিয়ে সরব রয়েছে সঙ্ঘ পরিবার। সব মিলিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে নেহরু মন্দির মতাদর্শ নিয়ে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গুজরাতের কানহাইয়া কুমার মুন্সি তাঁর 'প্রিলগ্রিমেজ টু ফ্রিডম' বইটিকে সামনে নিয়ে এসেছেন আরএসএসের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনমোহন বৈদ্য। তিনি বলেছেন, নেহরুর ভারতীয়ত্ব ছিল ইউরোপিয় থেকে দেখা ভারত। আর রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের মতো নেতারা ভগবতগীতার আদর্শকে থেকে স্বাধীন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। সেই প্রত্যয় থেকে মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তাঁরা। পণ্ডিত নেহরু ধর্মনিরপেক্ষ ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। সেই আদর্শে ওপরে ভিত্তি করে নতুন ভারত গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার ফলে পণ্ডিত নেহরু কোনও সময়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য মন্দির নির্মাণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতেন না। তিনি যেমন সোমনাম মন্দির ধ্বংসের প্রাচীন ইতিহাসকে সামনে নিয়ে একে কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে উস্কানি দিতে চাননি, ঠিক তেমনি তিনি আবার শিল্প কলকারখানার ওপরে বেশি করে জোর দিয়ে এগুলোকে এক একটি মন্দিরের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছেন। মন্দির গড়ার চেয়ে বাঁধ নির্মাণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মন্দির গড়ার চেয়ে শিল্প স্থাপন করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ঠিক সেই রকম অটল বিহারী বাজপেয়ী আইটি পার্ক এবং সফট ওয়্যারকে মন্দির বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাঁর মনের মধ্যে কোনও আলাদা করে ধর্মীয় আবেগ দেখা দেয়নি। কানাহাইয়া লাল মুন্সীর বইটিকে উল্লেখ করে আরআসএসের যুগ্ম সম্পাদক আরও বলেছেন, সোমনাথ মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার সময়ে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদকে সেই স্থানে যেতে নিষেধ করেছিলেন নেহরু। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ নেহরুর কথাকে অগ্রাহ্য করে সোমনাথ মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে এবং বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোনও রকমভাবে মন্দির নির্মাণ কাজে অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে তিনি চাননি। তবে অনকেই বলেছেন যে নেহরুর ইচ্ছা ছিল সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষকে সংরক্ষিত করে রাখার। সেখানে কোনও নতুন করে শিল্যান্যাস করার বিরোধী ছিলেন। সোমনাথ মন্দিরের একটি ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাসকে কোনও রকমভাবে চাপা দেওয়া সম্ভব নয় সেটা নেহরু জানতেন। সেই কারণে সোমনাথ মন্দির নিয়ে কোনও রকমভাবে আবার ধর্মীয় উস্কানি যাতে শুরু না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতেন ধর্মনিরপেক্ষ এর প্রবক্তা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সোমনাথ মন্দিরকে সামনে রেখে যেভাবে এখন আরএসএস নেহরুর সমালোচনা করছেন সেটা কিন্তু ঠিক নয়।

হেরিটেজ ঃ কুমোরটুলি প্রতিমা শিল্পী

কুমোরটুলি এখন ভারত কেন সারা বিশ্ববিখ্যাত প্রতিমা শিল্প স্থান। ইউনেস্কো এই কুমোরটুলিকে একটি হেরিটেজ স্থান হিসাবে চিহ্নিত করার কথা ভাবছে। এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে ইউনেস্কো সদস্যদের মধ্যে। এই কুমোরটুলি আগে ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় এসে ব্যবসা করতে শুরু করলে এবং কলকাতা সুতানুটি এবং গোবিন্দপুরটি গ্রহণ করলে তারপর থেকে গ্রামের জমিদাররা ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করবে বলে কলকাতায় বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে শুরু করে। গ্রামের জমিদাররা কলকাতায় চলে আসার ফলে প্রতিমা পুজোও কলকাতায় শুরু হয়। রাজা নবকৃষ্ণদেব কলকাতায় বাড়ি নর্মাণ করে দুর্গা পুজো শুরু করেছিলেন প্রথম। তার পরে বহু জমিদাররা কলকাতার বাড়িতে দুর্গা পুজো সহ অন্যান্য পুজো আরম্ভ করে। ফলে গ্রামের প্রতিমা শিল্পীরা কলকাতায় আসতে থাকে। তখন গঙ্গার কোল ঘেঁষে কুমোরচুলি গড়ে উঠেছিল। নৌকা করে বাঁশ, খড় এবং মাটি নিয়ে

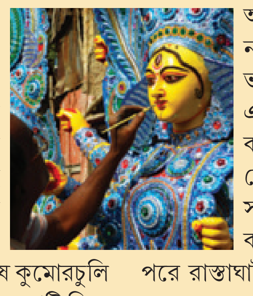

আসা হতো গ্রামাঞ্চল থেকে। রেল তখনও চালু হয়নি। একমাত্র নৌকা ছিল ভরসা কুমোটুলি শিল্পীদের। কুমোরটুলি এসে কুমোররা বসবাস করে একটি মাত্র কারণে তখন গঙ্গা থেকে অতি সহজেই নৌকা করে মাটি, বাঁস, খড় নিয়ে আসা সম্ভব ছিল। জলপথ ছিল তখন কলকাতায় একটি মাত্র ব্যবসায়িক পথ। পরে রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়। রাস্তা দিয়ে ব্যবসা শুরু হয় কলকাতা পত্তন হওয়ার অনেক পরে। কুমোরটুলির শিল্পীরা গ্রাম ত্যাগ করে এসে কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করে। এদের বেশির ভাগ শিল্পীরা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি সহ আরও বেশ কিছু জেলা থেকে এসেছিল। এই সব শিল্পীদের মধ্যে নাম করেছেন রমেশ পাল, নিতাই পাল সহ আরও অনেকে। মহিলা প্রতিমা শিল্পীদের মধ্যে নাম করেছেন মালা পাল, চায়না পাল, রত্না পালসহ আরও অনেকে। চায়না পাল চিন থেকে শুরু এসেছেন। চিন সরকার তাঁকে সেখানে আমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁকে সম্মান দেয় চিন সরকার।

দুই বৃদ্ধার রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে ধূপগুড়িতে তীব্র চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ আগস্ট ঃ শনিবার সাতসকালে পরপর দুই বৃদ্ধার রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দেয়। দু'জনেই বৃদ্ধা। একজনের বস্তাবন্দি। আরেকজনের গলার নলি কাটা অবস্থায় উদ্ধার হল দেহ। শনিবার সকালে ধূপগুড়ি পুরসভার ৫ নং ওয়ার্ডে উদ্ধার হল বস্তা বন্দি এক বৃদ্ধার মৃতদেহ। দেহটি উদ্ধার হয় সূর্যসেন কলোনী পাড়ায়। মৃত বৃদ্ধার নাম পুষ্পা গাইন(৭৩)। এদিন সকালে রাস্তার পাশে বস্তাবন্দি অবস্থায় উদ্ধার হয় বৃদ্ধার দেহ। খবর পেয়ে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে। বৃদ্ধার শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে মৃত্যুর পেছনে কোনও তন্ত্রসাধনার ঘটনাও থাকতে পারে। জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধা ছিলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। বৃদ্ধা শুক্রবার দুপুরে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আর ফেরেন নি। এদিন সকালে রাস্তার পাশে প্রতিবেশীদের নজরে আসে একটি বস্তা, যার ভেতর থেকে বৃদ্ধার পা বেরিয়ে ছিল। এরপরই খবর দেওয়া হয় ধূপগুড়ি থানায়। পুলিশ এসে বস্তার ভিতর থেকে বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে। বৃদ্ধার গলা এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। কপাল থেকে চামড়া তুলে নেওয়া হয়। তার শরীর থেকে সোনার গয়না উধাও হয়ে যায় বলে দাবি পরিবারের। মৃতদেহের আঘাতের চিহ্ন দেখে অনুমান করা হচ্ছে শুধু অলংকার হাতিয়ে নেওয়াই নয়, পেছনে থাকতে পারে তন্ত্রসাধনার তত্ত্ব। মৃতার মেয়ে গৌরি সরকার জানায়, তাঁর মায়ের গলায় ও হাতে মূল্যবান অলংকার ছিল। যা মৃতদেহের শরীরে পাওয়া যায়নি। এদিকে এই ঘটনায় মৃতের পরিবারের অভিযোগক্রমে হত্যার মামলা রুজু করেছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে এক যুবককে আটক করেছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। আরও এক যুবককে শনাক্ত করে তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। প্রতিবেশীদের দাবী, অভিযুক্তরা সম্পর্কে দুই ভাই। তারা দীর্ঘদিন থেকে তন্ত্রসাধনার সঙ্গে যুক্ত। এর আগেও এক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে স্ত্রীকে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তখনও অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হয়েছিল। অন্যদিকে, শান্তি রায়(৬২) নামে আরও এক বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার হয়। সাকোয়াঝোড়ার মল্লিকশোভা এলাকার বাসিন্দা তিনি। বাড়ির পাশে চা বাগানের নর্দমা থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। গলার নলি কাটা ছিল ওই বৃদ্ধার। শুক্রবার রাতে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকেই নিখোঁজ শান্তি রায় নিখোঁজ হয়। শনিবার সকালে বাড়ির অদূরেই বাশ ঝাড়ে নলিকাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রতিবেশী মন্ত্রী রায় জানায়, কিভাবে ঘটল তা জানা নেই। এভাবে নৃশংস ভাবে নলিকাটা দেখে সকলেই হতবাক। খুন নাকি অন্য কিছু, তা খতিয়ে দেখছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। একের পর এক হত্যা কাণ্ডের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই তীব্র হইচই। কেন দুই বৃদ্ধা দুষ্কৃতীদের টার্গেট হলেন, তা তদন্ত করছে পুলিশ।

বিরোধী সমর্থনেই বোর্ড তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ আগস্ট ঃ বিরোধী দলের সমর্থন নিয়ে ভোটাভুটির মাধ্যমে ইংরেজবাজার ব্লকের মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করলো তৃণমূল কংগ্রেস। ২১-৫ ভোটে বিরোধীদের পরাজিত করে তৃণমূল। শনিবার দুপুরে মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েতে টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে এই পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। অবশেষে সিপিএম, কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলের সমর্থন নিয়েই মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করে তৃণমূল। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা রয়েছে ২৬টি। এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ১১টি আসন। কংগ্রেস পেয়েছে সাতটি। সিপিএম পেয়েছে দুটি। বিজেপি পেয়েছে তিনটি এবং তিনটি আসন পেয়েছে নির্দল। মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েতটি ত্রিশঙ্কু হয়েছিল। প্রথম থেকেই এই গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল তৃণমূল। তবে আশঙ্কা ছিল তৃণমূলের একাংশ নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে বোর্ড গঠন করতে পারে বিরোধীরা। কিন্তু বিরোধীদের সম্পূর্ণ পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছে তৃণমূল। উল্টে বিরোধীদের সমর্থন নিয়ে মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রধান হয়েছেন মহসিনা বিবি এবং উপপ্রধান হয়েছেন সান্তনা পোদ্দার। মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল কমিটির নেতা তথা ইংরেজবাজার ব্লক কমিটির সহ সভাপতি মনোজ পোদ্দার জানিয়েছেন, মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েত ত্রিশঙ্কু ছিল। তবে এদিন বোর্ড গঠনের সময় আমরা সেটি গঠন করতে পেরেছি। বিরোধীদের কিছু নির্বাচিত সদস্যরা তৃণমূলকে সমর্থন জানিয়েছেন। ভোটাভুটির মাধ্যমে ২১টি ভোট পেয়ে তৃণমূল বোর্ড দখল করেছে। আমরা সকলকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। গ্রামীন এলাকায় উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে বিরোধী দলের কিছু পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলকে সমর্থন করেছে। তাতেই মিল্কি গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

ছেলের হাতে খুন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ আগস্ট ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে ছেলের হাতে খুন বাবা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে। বাগানের বড় লাইন এলাকায় পরিবারের সদস্যদের সামনেই মদ্যপ বাবাকে পিটিয়ে মারলো ছেলে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। অভিযোগ, ছেলে বিনু ওরাওঁ তার মদ্যপ বাবাকে পিটিয়ে মেরেছে। দীর্ঘদিন ধরেই মদ্যপ বাবার অত্যাচার চলছিল বলে অভিযোগ। সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাবাকে লাঠি দিয়ে মারধর করে বিনু। সেই লাঠির আঘাতেই মৃত্যু হয় বাবা পালসু ওরাওঁয়ের। পালসুর দ্বিতীয় ছেলে ভাদুয়া ওরাওঁ শনিবার বাবার মৃত্যুর জন্য বিনু ওরাঁকে দায়ী করেন। এই নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে ব্যাপক গন্ডগোল শুরু হয়। মৃত পালসু ওরাওঁয়ের বয়স ৬৫। ডেঙ্গুয়াঝার চা বাগানের প্রাক্তন শ্রমিক তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। অভিযুক্ত বিনু ওরাওঁকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন তারা। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রস্তুতি সভা

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১২ আগস্ট ঃ আগামী ২৮ শে আগস্ট কলকাতায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। তাই ২৮ আগস্ট সামনে রেখে শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের নিয়ে সাঁকরাইল এ.বি.এস কলেজ প্রাঙ্গনে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সম্পাদক তথা ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কো-অর্ডিনেটর আশিফ আহমেদ ও রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি শৌভিক রায়, সাঁকরাইল ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুমিত দাস। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সম্পাদক তথা ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কো-অর্ডিনেটর আশিফ আহমেদ বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জঙ্গলমহলকে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী থেকে উদ্ধার করেছেন। ঝাড়গ্রাম জেলার প্রতিটি রাস্তা ঝাঁ চকচকে করেছে, সব জায়গায় উন্নয়ন হয়েছে এই জেলায়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমাবেশে গত বছর ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল থেকে সব থেকে বেশি ছাত্র-ছাত্রী গিয়েছিল। এবার আরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, সভা-সমাবেশ তো চলবেই, পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাদের সক্রিয় থাকতে হবে। সামনেই লোকসভা নির্বাচন, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দিদির উন্নয়ন দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে আমাদের। অপরদিকে ২৮ আগস্ট সামনে রেখে শনিবার গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের নিয়ে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করেন গোপীবল্লভপুর ব্লক ছাত্র সভাপতি দীপঙ্কর দে। ওই প্রস্তুতি সভায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১২ আগস্ট ঃ স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামী বিরুদ্ধে। দিল্লি থেকে কোচবিহারে নিয়ে আসা হয়েছিল মৃতদেহ। খবর পেয়ে মৃতার পরিবারের পক্ষ থেকে অ্যাম্বুলেন্স আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় মৃতদেহ। অভিযোগ তুফানগঞ্জের নাটাবাড়ি জাকির চিলাখানা এলাকার বাসিন্দা মনসের আলী মন্ডল এবং হালিমা বিবির বিয়ে হয়েছিল প্রায় ১২ বছর আগে। কর্মসূত্রে তারা দিল্লিতে থাকতেন। হালিমা বিবির পরিবারের কাছে বৃহস্পতিবার সকালে হঠাৎ করে খবর আসে হালিমা বিবির মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ বেশ কিছুদিন ধরেই হালিমা বিবির উপর অত্যাচার চালাচ্ছিল মনসের আলী। মৃত্যুর পরেও মনসের আলী বা তার পরিবারের কেউ হালেমা বিবির পরিবারের কাউকে খবর দেয়নি। দিল্লি থেকে এক প্রতিবেশী ফোনে সমস্ত বিষয় জানায়। পরিবারকে না জানিয়েই দিল্লি থেকে কোচবিহারে নিয়ে আসা হয় মৃতদেহ। আজ সকালে হালিমা বিবির পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় বাসিন্দারা আলিপুরদুয়ারের সোনাপুর এলাকা থেকে অ্যাম্বুলেন্স টিকে আটক করে কোচবিহারে নিয়ে আসে এবং মৃত্যুর কারণ জানতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়। পুলিশ মৃতদহটি ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দেয়। হালিমা বিবির পরিবারের দাবি হালিমা বিবির শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। দিল্লিতে কোন চিকিৎসককে দেখানো হয়নি। নেওয়া হয়নি ডেথ সার্টিফিকেট। মৃতদেহ গোপনে নিয়ে এসে কবর দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল তার স্বামী।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, খড়্গপুর, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রম নং এবং ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং; অবস্থান সহ কাজের নামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; বিজ্ঞাপিত মূল্যমান; বায়নামূল্য : (১) এম_এমএমপি_ইনক্রিজিং গ্যাংএস্টিমেট, তারিখ ০৯.০৮.২০২৩; ৩০% সিসি এবং প্রিমিয়াম এক্সামিনেশন বৃদ্ধির জন্য আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিমপুরা ফ্রেট ডিপোতে গ্যাং স্ট্রেংথ বৃদ্ধি; ৩,৬৪,১৯,৬৭১.৭০ টাকা; ৩,৩২,১০০ টাকা। (২) এম_এইচএলজেজ_ইনক্রিজিং গ্যাংএস্টিমেট, তারিখ ০৯.০৮.২০২৩; ৩০% সিসি এবং প্রিমিয়াম এক্সামিনেশন বৃদ্ধির জন্য আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে হলদিয়া ফ্রেট ডিপোতে গ্যাং স্ট্রেংথ বৃদ্ধি; ১,৩৫,১৬,০৩৫.৩০ টাকা; ২,১৭,৬০০ টাকা। বিড জমা শুরুর তারিখ : উভয়ের জন্য ১৭.০৮.২০২৩। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : উভয়ের জন্য ৩১.০৮.২০২৩-এ বিকাল ৪টা। ওয়েবসাইটের বিবরণ : www.ireps.gov.in (PR-506)

ওএফসি মিডিয়ায় নেটওয়ার্ক সংযোগের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপিডিজে/এসটি/০২ তারিখ: ১০.০৮.২০২৩। নিচে স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: ই-টেন্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-০২-২০২৩-২৪। কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন কার্যালয় এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইথারনেট পোর্টের মাধ্যমে ওএফসি মিডিয়ায় নেটওয়ার্ক সংযোগের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি ১,১৯,৯৭,০৮১৬ টাকা। ডাক সুরক্ষা জমা ২,১০,০০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়: ০৪-০৯-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা এবং খোলা হবে ০৪-০৯-২০২৩ তারিখে ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

NIT No. 406/PWD/ROAD/BMC,
Dated: 12.08.2023

e-Tender has been invited for Repairing of bituminous and concrete road at different locations within ward no. 35 to 39 under BMC.
For details, please follow **Tender Id 2023_MAD_556954_1 to 5 in www.wbtenders.gov.in** Office Notice Board. **Last date of Bid submission - 22/08/2023 up to 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

রক্তাক্ত চিকিৎসক বন্ধু
নার্সিং ছাত্রী উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১২ আগস্ট ঃ শুক্রবার রাতে এক অপহৃত নার্সিং ছাত্রীর খোঁজে শুরু হয় পুলিশি তল্লাশি। প্রায় ছ'ঘণ্টা পর রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ তরুণীর খোঁজ মেলে। ওই ছাত্রী তাঁর চিকিৎসক বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে ফেরার পথে অপহৃত হয়েছিলেন। উদ্ধার হওয়া তরুণী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তবে শারীরিকভাবে কোনও ক্ষতি হয়নি তাঁর। কে বা কারা ওই তরুণীকে অপহরণ করলেন, তা এখনও জানা যায়নি। মেদিনীপুর শহর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরের এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই পুলিশি নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সূত্রের খবর, মেদিনীপুর নার্সিং কলেজের ওই পড়ুয়ার সঙ্গে হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজের এক হাউস স্টাফের সম্পর্ক তৈরি হয়। শুক্রবার তাঁরা দু'জনে ফুলপাহাড়ি ড্যামে বেড়াতে যান। অভিযোগ, সন্ধেয় বাড়ি ফেরার সময় আমরাতলা জঙ্গলে দু'জন তাঁদের পথ আটকায়। ওই দুই আগন্তুক তরুণীর চিকিৎসক বন্ধুকে বেধড়ক মারধর করা হয়। তাঁর কাছে থাকা মোবাইল এবং টাকাপয়সা কেড়ে নেওয়া হয় বলেই অভিযোগ। এরপর তরুণীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় তারা। রক্তাক্ত অবস্থায় কোনওক্রমে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যান। গুড়গুড়িপাল থানায় গোটা ঘটনার অভিযোগ জানান। নার্সিং ছাত্রীকে পুলিশি তৎপরতায় প্রায় ছ'ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়। মেদিনীপুরের এই ঘটনায় জোর শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কে বা কারা তাঁকে অপহরণ করল, কেনই বা করা হল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

বিশ্ব হাতি দিবসে হাতি-মানুষ সংঘাত রোধে সচেতনতা শিবির

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১২ আগস্ট ঃ ডুয়ার্সের মাল, মেটেলি, নাগরাকাটা সহ বিভিন্ন এলাকার চা বাগান ও গ্রামাঞ্চলে বুনো হাতির হামলা বেড়েই চলছে। গ্রামাঞ্চলে হানা দিয়ে মাঝেমধ্যে ফসল খেয়ে সাবাড় করছে হাতি। বাড়িঘর ভেঙে মজুত খাবার খেয়ে চলে যাচ্ছে। এইরকম পরিবেশে মানুষ ও হাতির সংঘাত বাড়ছে। এতে উদ্বিগ্ন বন বিভাগ থেকে পরিবেশ প্রেমীরা। এরকম পরিবেশে শনিবার ছিল বিশ্ব হাতি দিবস। এই উপলক্ষে এদিন নাগরাকাটা ব্লকের বনাঞ্চল ঘেরা শিবচুতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগ স্থানীয় মানুষ ও স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে হাতি-মানুষ সংঘাত এড়াতে এক সচেতনতা শিবির করা হয়। সেখানে সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ পাণ্ডে, তমাল দাস, অর্কপ্রভ সরকার, সৌরভ মন্ডল, বন্যপ্রান শাখার খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজল কুমার দে এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিক্ষিকা ও পড়ুয়ারা। রেঞ্জার ও সংস্থার কর্মীরা হাতি ও মানুষের মধ্যে সংঘাত এড়াতে কি কি করনীয় তা বর্ননা করেন। এদিন চালসার কাছে বনবস্তি চালসা ন্যাচার স্টাডি এন্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটির তরফে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে এক হাতি বিষয়ক শিবির করা হয়। সেখানে বিশিষ্ট পরিবেশ প্রেমী মানবেন্দ্র দে সরকার বলেন, হাতি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও অনুভবি প্রাণী। খাদ্যের সন্ধানে বস্তি এলাকায় হানা দেয়। ঘ্রাণ শক্তি প্রবল থাকায় কোথায় খাবার আছে খুঁজে নেয়। সাধারণত আক্রমণমুখী নয়। কিন্তু, পরিস্থিতি পরিপ্রেক্ষিতে সংঘাত হয়। এই প্রবণতা এড়াতে মানুষকেই দায়িত্ব নিতে হবে। এদিন বিকালে ওদলাবাড়ি ন্যাচার এন্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটির পক্ষ থেকে হাতি নিয়ে এক শিক্ষামূলক সেমিনার করা হয়। সেখানে পরিবেশ প্রেমী নফসর আলি বুনো হাতির গতিবিধি ও করিডোর নিয়ে আলোচনা করেন। এভাবেই হাতি দিবসে হাতি ও মানুষের সংঘাত এড়াতে বিভিন্ন স্থানে সচেতনতা শিবির হয়।

হাসপাতালে মৃত্যু হল অগ্নিদগ্ধ বৃদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ আগস্ট ঃ রান্না করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার গাজোল থানার রাঙাভিটা এলাকায়। মৃত বৃদ্ধার নাম তপতী বাগচি(৫৭) পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় গত সোমবার দুপুরে বাড়িতে রান্না করছিলেন ওই বৃদ্ধা। রান্না করতে গিয়ে গ্যাসের আগুন বৃদ্ধার শরীরে লেগে যায়। বৃদ্ধার চিৎকারে পরিবারে সদস্যরা ছুটে এসে অগ্নিগদ্ধ অবস্থায় বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন শনিবার সকালে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধার। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃত বৃদ্ধার পরিবারসহ গোটা এলাকায়।

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

E-Tender Notice

1) Name of the Work: Providing Electric Connection for the VRF AC System proposed to be installed at (G PLUS 5) Mangalik Building.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-29/23-24 (2nd Call)
Tender ID : 2023_MAD_556952_1 • Estimated Amount : Rs. 1,12,351/-
2) Name of the Work: Dismantling and Reconstruction of Drain with Cover Slab near Sajen Nayek House, Faridpur within Ward No.- 33, DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-55/23-24
Tender ID : 2023_MAD_556917_1 • Estimated Amount : Rs. 1,56,908/-
Last Date : 21st August 2023, up to 05:00 pm
For details : wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. Of W.B., Posted at DMC

হিন্দকোন কেমিক্যালস লিমিটেড

CIN : L24117WB1998PLC087800
রেজি অফিস ঃ ৬২বি, ব্রাউনফিল্ড রো, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৭
E-mail : contactus@hindcon.com, Website : www.hindcon.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
বিবরণী ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০ জুন, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্বতন্ত্র ফলাফল			একত্রীকরণ ফলাফল		
		ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০.০৬.২০২৩ অনিরীক্ষিত	পূর্বেকার বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৩ অনিরীক্ষিত	চলতি তিন মাস সমাপ্তে পূর্বেকার বছরে ৩০.০৬.২০২২ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০.০৬.২০২৩ অনিরীক্ষিত	পূর্বেকার বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৩ অনিরীক্ষিত	চলতি তিন মাস সমাপ্তে পূর্বেকার বছরে ৩০.০৬.২০২২ অনিরীক্ষিত
১	মোট আয় কারবার থেকে	১,৭৬৬.২৯	৮,২৭২.৩৫	২,১২৬.৫৪	১,৭৬৮.৫০	৮,৬৭৭.৯৪	২,১২৯.৫৮
২	মোট লাভ মেয়াদে (করের পূর্বে এবং ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত-সাধারণ আইটেমে#)	৩৪১.৮৯	৫৮৮.৯৮	১৪০.৬৯	৩৪২.৯৪	৬০২.২৮	১৪২.৮৭
৩	মোট লাভ মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অতিরিক্ত-সাধারণ আইটেম পর#)	৩৪১.৮৯	৫৮৮.৯৮	১৪০.৬৯	৩৪২.৯৪	৬০২.২৮	১৪২.৮৭
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী আইটেম পর#)	২৫৪.২১	৪৩০.৯৬	১০১.৮৬	২৫৪.৯৬	৪৩৫.৫৯	১০৩.৪৮
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ মেয়াদে করের পর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় করের পর)	২৬১.৫৪	৩৭৯.৬৭	৯২.৫০	৩০১.২৮	৩৭৭.৭৫	৭০.৪২
৬	প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০২৩.৮১	১,০২৩.৮১	১,০২৩.৮১	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০
৭	সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া) যা দেখানো হয়েছে অডিট ব্যালেন্স শিটে পূর্বেকার বছরে	-	২,৯৯৫.১২	-	-	৩,৪৬৭.৬১	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (চলতি এবং অচলতি কারবারে)**-						
	মূল	২.৪৮	৪.২১	০.৯৯	৩.৩২	৫.৬৮	১.৩৫
	মিশ্র	২.৪৮	৪.২১	০.৯৯	৩.৩২	৫.৬৮	১.৩৫

** বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩ ছাড়া বার্ষিকীকৃত নহে।

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফলাফলের অনিরীক্ষিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল ৩০জুন,২০২৩, যা প্রেরণ করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ অনুসারে। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক এবং অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে ন্যাশনাল স্টেক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে- (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (https://www.hindcon.com)।
২. উপরোক্ত ফলাফল পর্যালোচনা করেছে অডিট কমিটি, যা অনুমোদন করেছে বোর্ড তাদের সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১২ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে।
৩. কোম্পানি প্রস্তুত করেছে একত্রীকরণ ফলাফল বিবরণী বার্ষিক ভিত্তিতে এবং একত্রীকরণ ফলাফল রাশিতে রয়েছে কোম্পানি সাবসিডারি মে. হিন্দকোন সলিউশান প্রাইভেট লিমিটেড।
৪. কোম্পানির কোন ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত-সাধারণ আইটেম নেই।

বোর্ডের আদেশানুসারে
হিন্দকোন কেমিক্যালস লিমিটেড
স্বা /-
সঞ্জয় গোয়েঙ্কা
চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00848190

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১২ আগস্ট, ২০২৩

TIRRIHANNAH COMPANY LIMITED

CIN : L6599WB1908PLC1838
Regd. Office : 5, Kiran Shankar Roy Road, Kolkata-700 001
Tel: (+91-033) 22487093/23430875/40056005 **Email Id:** tirrihannah.co@gmail.com, **Website:** www.tirrihannah.co.in

Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Result for the Quarter and Three Month ended June 30, 2023

(in Repees)

SL No		Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2023 (Audited)	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations (net)	26,855,721.21	45,010,242.84	27,590,448.00	209,283,096.23
2	Net Profit/ (Loss) for the quarter/year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(11,770,236.89)	(2,535,442.45)	(19,459,626.01)	6,517,487.31
3	Net Profit/(Loss) for the quarter/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)"	(11,770,236.89)	(2,535,442.45)	(19,459,626.01)	6,517,487.31
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(11,770,236.89)	(2,535,442.45)	(19,459,626.01)	6,517,487.31
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(11,770,236.89)	(2,535,442.45)	(19,459,626.01)	6,517,487.31
6	Equity Share Capital	31,868,750.00	31,868,750.00	31,868,750.00	31,868,750.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				(11,618,021.04)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	Basic :	(3.69)	(0.80)	(6.11)	2.05
	Diluted :	(3.69)	(0.80)	(6.54)	2.05

Note : a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites www.tirrihannah.co.in and https://www.cse-india.com

For and on behalf of the Board of Directors
UMESH KANKANI
(DIN - 00652561)
Whole Time Director

Place : Kolkata
Date : 12.08.2023

TENDER NOTICE

The Secretary, Debuttor Trust Board, Cooch Behar invites etenders for the works "REPAIRING AND RENOVATION OF BHOG GHAR AT M.M. TEMPLE COOCH BEHAR " Estimated Cost - Rs. 3,41,514.86. **Tender Id No. 2023_DMCB_556845_1** and "CONSTRUCTION OF ROOF TRUSSES OVER EXISTING BHOG GHAR AND DURGA MANDAP AT BANESWAR SHIVA TEMPLE, COOCH BEHAR" Estimated Cost - Rs. 1,73,507.00. **Tender Id No. 2023_DMCB_556896_1.** Bid submission closing date (online)- **21-08-2023.** Details information will be available from the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Secretary,
Debuttor trust board.
Cooch Behar

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender for the work "Renovation and Greenery of Divider at Sunity Road, Cooch Behar". Estimated cost – Rs. 51,53,219.59. **Tender Id - 2023_MAD_556950_1.** Tender submission end date -**29/08/23.** Details information will be available from the website – **(i) http://wbtenders.gov.in. (ii) www.coochbeharmunicipality.com.**

Sd/-Chairman,
Cooch Behar Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Executive Engineer
Malda Division, Municipal Engineering Directorate
"Sevaniketan" (2 nd Floor), A.C. Market, Malda-732101.
Phone/Fax: (03512) 252104,
e-Mail: med.malda@yahoo.in
NOTICE FOR INVITING E-TENDER
Tender ID: 2023_MAD_555482_1, 2023_MAD_555482_2
Corrigendum

Abridged fourth call for e-tender Notice is invited from interested Bonafide bidders/Govt. contractors for Both side Avenue Tree and Hedge Plantation, from Buniadpur more towards Narayanpur (SH 10A and connecting road) under Green Corridor programme within Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur. Last date of submission: **25-August-2023 at 17:00 PM.** Interested Bonafide bidders are requested to visit **https://wbtenders.gov.in/**

Sd/- Executive Engineer
Malda Division
M. E. Directorate

RDB REALTY & INFRASTRUCTURE LTD.

CIN: L16003WB2006PLC110039
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor Room No- 10 Kolkata-700001,
Ph No (033) 44500500, Fax: 033-22420588;
Email id :secretarial@rdbindia.com; **Website:** www.rdbindia.com

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

(Rs. In Lakhs)

Particulars	CONSOLIDATED		
	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
Total income from operations (net)	1236.52	1371.67	14195.15
Net Profit before Tax and exceptional items	347.82	202.54	2028.48
Net Profit before Tax after exceptional items	347.82	202.54	2028.48
Net Profit/loss after Tax	317.54	148.88	1687.82
Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	317.54	148.88	1708.01
Paid-up Equity Share Capital Face Value Rs. 10/- Per Share)	1728.34	1728.34	1728.34
Reserves (As shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-	15125.44 (as on 31/03/23)
Basic and Diluted Earning Per Share for the period	1.84	0.86	9.77

Notes:
1.a) The above results were reviewed by the Audit Committee on 11th August, 2023 and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 11th August, 2023.
b) Key Standalone Financial Information :

Particulars	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2022 (Unaudited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
Total Income	1371.78	1225.82	11261.81
Net Profit /loss before Tax	135.50	91.07	540.37
Net Profit/Loss after Tax	101.50	68.17	426.70

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange(s) and on the company's website (www.rdbindia.com).

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
sd/-
Rajeev Kumar
Chairman & Whole-time Director
DIN: 07003686

Place: Kolkata
Date: 12.08.2023

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড

রেজি. অফিস ঃ ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN : L67120WB1979PLC032376
ফোন ঃ ২২৩০৯০৯৫ ই-মেল ঃ **omnikol1979@gmail.com**

স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবরণী ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন, ২০২৩

(টাকা শতকে)

	বিবরণ	তিনমাস সমাপ্তে ৩০.০৬.২০২৩ অনিরীক্ষিত	তিন মাস সমাপ্তে ৩০.০৬.২০২২ অনিরীক্ষিত	তিন মাস সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২৩ অনিরীক্ষিত	বছর সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয়	০	০	৮৫২৬.২৪	১৭১৯৮.২৮
২.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে)	(১৫৯৪.৯১)	(১৪৬৪.৯৭)	৭৩৫৭.৬৪	১৫৭৪৫.০২
৩.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (পরে ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে)	(১৫৯৪.৯১)	(১৪৬৪.৯৭)	৭৩৫৭.৬৪	১৫৭৪৫.০২
৪.	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (পরে ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারন আইটেমে)	(১৫৯৪.৯১)	(১৪৬৪.৯৭)	৪৮৮৫.৩৫	১৩২৭২.৭৩
৫.	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	৪২২৮৪.৭৪	৬৯১৩.৮০	(৬৯৬৪.৭৭)	১১৮১৯৯.৬৬
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪০০০	২৪০০০	২৪০০০	২৪০০০
৭.	সংরক্ষন রেভিলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্ব বছরের ব্যালেন্স শিটে	১৬৮৬২৪১.০৮	১৫৬৮০৪১.৪২	১৬৮৬২৪১.০৮	১৬৮৬২৪১.০৮
৮.	শেয়ার প্রতি আয় ১টাকা প্রতি) (চলতি ও অচলতি আয় থেকে)				
	ক) মূল	(০.৬৬)	(০.৬১)	২.০৪	৫.৫৩
	খ) মিশ্র	(০.৬৬)	(০.৬১)	২.০৪	৫.৫৩

দ্রষ্টব্য ঃ ক) উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ, সিএসই লিমিটেড (www.cseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.omaniholdings.in)।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে
স্বা /-
শার্দুল সিং জৈন
DIN : 00013732

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১২.০৮. ২০২৩

রসনা তৃপ্তি

মাত্র কয়েকটা উপাদানেই তৈরি হয়ে যাবে 'তেরঙ্গা লস্যি', স্বাধীনতা দিবসে চেখে দেখুন

হাতে আর একদিন তারপরই স্বাধীনতা দিবস। অর্থাৎ ১৫ আগস্ট। সারা দেশে পালিত হবে স্বাধীনতা দিবস। সেলিব্রেশন আপনার রান্নাঘরেও হতে পারে। চটজলদি তৈরি করে ফেলতে পারেন 'তেরঙ্গা লস্যি'। দেখতে দারুণ, আবার খেতে মজা। এর জন্য কী কী উপাদান লাগবে? দুই টেবিলচামচ কেসর সিরাপ (গেরুয়া রঙের জন্য)। তিন কাপ টক দই (সাদা রঙের জন্য)। দুই টেবিলচামচ খুস সিরাপ (সবুজ রঙের জন্য)। এক টেবিলচামচ এলাচ পাউডার। তিন টেবিলচামচ চিনি। **কীভাবে করবেন**- প্রথমে টক দই ভাল করে ফেটিয়ে নিন। তাতে এলাচ পাউডার ও চিনি পরিমান মতো মিশিয়ে দিন। এবার কিছুটা ফেটানো দইয়ের সঙ্গে কেসর সিরাপ মিশিয়ে দিন। তাতেই গেরুয়া রং পেয়ে যাবেন। আর সবুজ রং পেতে বাকি দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিন খুস সিরাপ। এবার সুন্দর একটি কাচের গ্লাস নিন। তাতে প্রথমে সবুজ রঙের দই দিয়ে এক তৃতীয়াংশ ভরে দিন। তারপর একই পরিমাণে সাদা দই দিয়ে দিন। সবশেষে দেবেন গেরুয়া রঙের টক দই। ব্যস, তিন রঙের বাহার। এবার উপরের অংশটি একটু সাজানোর পালা। তার জন্য ব্যবহার করুন পেস্তা। এবার কিছুক্ষণের জন্য লস্যির গ্লাসগুলো ফ্রিজে রেখে দিন। যতটা ঠান্ডা খেতে চান সেই অনুযায়ী। হ্যাঁ, খাওয়ার আগে সুন্দর করে ছবি তুলতে ভুলবেন না। সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করতে হবে তো!

বানিয়ে ফেলুন 'তেরঙা স্যান্ডউইচ'

স্বাধীনতা দিবসে ৭৬ তম পূর্তি উপলক্ষে গোটা দেশে এখন উৎসবের মেজাজ। এমন এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত দেশজুড়ে যখন বিভিন্নভাবে উদযাপিত হচ্ছে, তখন আপনিই বা বসে থাকবেন কেন। বাড়িতেই পতাকা উত্তোলন এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সাথে সাথে স্পেশাল খাবারও বানিয়ে ফেলতে পারেন। চটজলদি তৈরি করে ফেলুন 'তেরঙা স্যান্ডউইচ'। দেখতে দারুণ, খেতেও বেশ মজার। **কি কি উপকরণ লাগবে দেখে নিন**- ৪ টে স্লাইস পাউরুটি, আধা কাপ গ্রেট করা পনির, ২ চা চামচ গ্রিন চাটনি, ১ টেবিল চামচ টমেটো সস, দু'টি মাঝারি মাপের গাজর (গ্রেট করা), ১ টা ক্যাপসিকাম কুচানো, ২ টেবিল চামচ মেয়োনিজ, পরিমাণমতো গোলমরিচ গুঁড়ো, পরিমাণমতো মাখন, স্বাদ অনুযায়ী লবণ। **তৈরির পদ্ধতি**- পাউরুটির ধারগুলো কেটে বাদ দিন। একটা ছোটো বাটিতে ১ টেবিল চামচ মেয়োনিজ, টমেটো সস, গোলমরিচ গুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে নিন ভাল করে। অন্য একটি পাত্রে ক্যাপসিকাম কুচি, গ্রিন চাটনি এবং গোলমরিচ গুঁড়ো একসঙ্গে মাখিয়ে রাখুন। আরেকটি বাটিতে গ্রেট করা গাজরের সঙ্গে মেয়োনিজ ও টমেটো সসের মিশ্রণ মাখিয়ে নিন। অন্য বাটিতে পনির গ্রেট করে নিন। তার সঙ্গে ১ টেবিল চামচ মেয়োনিজ এবং সামান্য গোলমরিচ গুঁড়ো ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। প্রথমে ৪ টে পাউরুটিতেই মাখন লাগিয়ে নিন। একটা পাউরুটিতে গ্রিন চাটনি লাগিয়ে তার উপরে ক্যাপসিকামের মিশ্রণটা ছড়িয়ে দিন। এর উপর পাউরুটির আরেকটা স্লাইস চাপিয়ে তার উপর আবার একটু মাখন লাগিয়ে নিন। এবার পনিরের মিশ্রণ দিয়ে ভাল করে ছড়িয়ে দিন। এর উপর আরেকটা পাউরুটির স্লাইস বসিয়ে দিন। পাউরুটির উপরে আরও একটু মাখন লাগিয়ে গাজরের মিশ্রণটা দিন। তারপর শেষ পাউরুটির স্লাইসটা ভাল করে চাপিয়ে দিন। ছুরি দিয়ে স্যান্ডউইচ কোণাকুণিভাবে কেটে নিন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল তেরঙা স্যান্ডউইচ!

'আম-কাসুন্দি ইলিশ', জিভে জল আনা রেসিপি

বর্ষা মানেই ইলিশের মরসুম। আর হেঁশেল থেকে আসা ইলিশের গন্ধে ম-ম করা বাড়ি। ভাজা থেকে ভাপা, পাতুরি, ঝোল ইলিশের হরেক পদ একেক দিন ঠাঁই পায় পাতে। এপার-ওপার তরজা ভুলে পদ্মার ইলিশে কবজি ডোবান খাদ্যরসিকরা। মরশুমে দামও কম। কিন্তু প্রতিবার একই রেসিপি খেয়ে একঘেয়েমি ধরে গেলে এবার রন্ধন-রসিকদের জন্য রইল নতুন পদ- আম-কাসুন্দি ইলিশে'র রেসিপি। **প্রথমেই জেনে নিন উপকরণ** ঃ ইলিশ মাছ, সাদা সরষে বাটা, কালো সরষে বাটা, সরষের তেল, কাঁচা আম বাটা, কালো জিরে, শুকনো লঙ্কা, নুন, হলুদ, চিনি, লঙ্কার গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা। **এবার বলি কীভাবে বানাবেন**- ১) মাছগুলো প্রথমে ধুয়ে নুন-হলুদ মাখিয়ে রাখুন। তেল গরম করে হালকা ভেজে নিন। ২) সেই তেলেই এবার কালো জিরে, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে তাতে কাঁচা আম বাটা দিন। নুন, হলুদ, চিনি দিয়ে কষান। তেল ছাড়লে ১ কাপ জল দিন। ৩) এবার দু'রকম সরষে বাটা দিয়ে ফুটতে দিন। তাতে চেরা কাঁচা লঙ্কা দিন। ফুটে হালকা জল কমলে তাতে ইলিশ মাছের পিসগুলো দিয়ে ঢেকে দিন। আঁচ কম রাখুন। নামানোর আগে কাঁচা সরষের তেল ছড়িয়ে দিয়ে ফের ঢাকনা বন্ধ রাখুন। ব্যস, তৈরি আম- কাসুন্দি ইলিশ। গরম ভাতের সঙ্গে দিব্যি জমে যাবে।

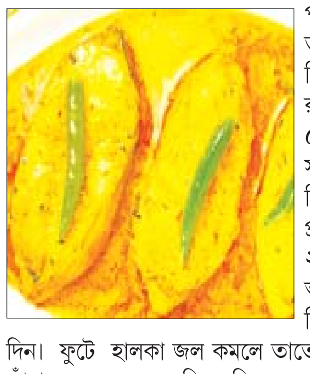

রইল দারুণ স্বাদের চিংড়ি মাছের ভর্তার রেসিপি

বাঙালির পাতে চিংড়ির কদর বরাবর। কখনও পুঁই শাকের সঙ্গে, কখনও সর্ষে বাটা দিয়ে জমে ওঠে পেটপুজো। ডাব চিংড়ি কিংবা মালাইকারিতেও কোনও আপত্তি নেই। এহেন চিংড়ির আরও একটি পদ এখন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। কী সেই পদ? চিংড়ি মাছের ভর্তা । সহজ পদ্ধতিতেই তৈরি করা যায় সুস্বাদু এই খাবার। উপকরণ - খোসা ছাড়ানো চিংড়ি মাছ। তেল (সর্ষের তেল)। পিঁয়াজ। রসুন। কাঁচা লঙ্কা। শুকনো লঙ্কা আর ধনেপাতা। পদ্ধতি - চিংড়ি মাছ নিয়ে প্রথমে তাতে নুন ও হলুদ ভাল করে মাখিয়ে নিন। তা এক জায়গায় ঢেকে রেখে। পিঁয়াজ কুঁচিয়ে নিন। ধনেপাতা কুচি কুচি করে কেটে রাখুন। রসুন ছুলে রাখুন ও কাঁচা লঙ্কা ছোট ছোট করে কেটে নিন। এবার কড়াইয়ে তেল দিন। গরম তেলে হালকা করে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে ভেজে নিন। তেল থেকে মাছগুলো তুলে নিয়ে তাতে পিঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা দিয়ে ভেজে নিন। নরম করে ভাজবেন। আবার একটু তেল নিন। এবার তাতে গোটা শুকনো লঙ্কা ভেজে তুলে নিন। কিছু ধনেপাতা দিয়ে সামান্য নরম করে ভেজে তুলে নিন। ভাজা শুকনো লঙ্কা একটা পাত্রে নিয়ে হাত দিয়ে ডলুন। এবার মিক্সিতে সমস্ত কিছু একসঙ্গে দিয়ে পেস্ট করে নিন। চাইলে শিলনোড়া দিয়েও বেটে নিতে পারেন। বাটার পর একবার নুনের স্বাদটা ঠিক আছে কিনা দেখে নেবেন। এবার গোটা মিশ্রণে একটু সর্ষের তেল দিয়ে ভাল করে মেখে নিলেই তৈরি গরমাগরম চিংড়ির ভর্তা। গরম ভাতের সঙ্গে একবার খেলে বারবার খেতে ইচ্ছে করবে।

দেশের প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব ভারতের ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ দেশের প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব ভারতের। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে পঞ্চায়েতে ভোটে হিংসার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকেও নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী শনিবার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেত্রীয় পঞ্চায়েতিরাজ পরিষদের উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে বিজেপির জনতা পার্টির কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' জোটকেও তীব্র আক্রমণের মধ্য দিয়ে নিজের বক্তব্য শুরু করেন। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে 'খুনের রাজনীতি' গোটা দেশ দেখেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কারচুপির জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে দায়ী করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভোটারদেরও ভয় দেখানো হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডাও। নাড্ডা এদিন বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করবেন তিনি।

খুব দ্রুত পুনেতে স্কাইওয়াক বাস চলবে ঃ নীতিন গড়করি

মুম্বই, ১২ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় পরিবহণ ও সড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি শনিবার বলেন, শীঘ্রই পুনেতে স্কাইওয়াক বাস চালু করা হবে। সরকার এই পরিকল্পনা নিয়ে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। এরফলে পুনে শহর যানজট থেকে মুক্তি পাবে। আজ, শনিবার পুনেতে নতুন চাঁদনি চক ফ্লাইওভারের উদ্বোধন করলেন গড়করি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীস, অজিত পাওয়ার, মন্ত্রী চন্দ্রকান্ত পাতিল এবং অন্যান্য বিজেপি নেতারা। এই অনুষ্ঠানে গড়করি বলেন, পুনে শহরের জনসংখ্যা দিন দিন দ্রুত বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পাশাপাশি পুনেতে যানবাহনের সংখ্যাও বেড়েছে। কেন্দ্রীয় পরিবহণ ও সড়ক মন্ত্রী বলেন, আমার কাছে পুনের জন্য একটি বায়বীয় স্কাইবাসের ধারণা আছে। আমি অজিত পাওয়ার এবং চন্দ্রকান্ত পাতিলকে এই উপস্থাপনাটি একবার দেখার জন্য অনুরোধ করছি। এই স্কাইওয়াক বাসে একবারে ২৫০ জন যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন নীতিন গড়করি। তিনি আরও বলেন, যেহেতু পুনেতে ট্র্যাফিক জ্যাম রয়েছে, তাই এখনই পুনেতে যানবাহনের সংখ্যা বাড়াবেন না। এখানে প্রচুর দূষণ রয়েছে, তাই আমরা দেশে পেট্রোল ডিজেল নিষিদ্ধ করতে চাই। এতে দূষণ কমবে ৪০ শতাংশ। নীতিন গড়করি বলেন, ভিআইপি সংস্কৃতির অবসান হওয়া উচিত। সাইরেনের শব্দ শেষ হওয়া উচিত। পুনের উন্নয়নের জন্য ৪০,০০০ কোটি টাকার একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এর দুই-তিনতলা ফ্লাইওভার রয়েছে। নীতিন গড়করি বলেন, রিং রোডটিও শীঘ্রই শেষ হবে এবং মেট্রোর কাজও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে । তিনি স্কাইওয়াক বাসের জন্য একটি পরিকল্পনাও আনবেন। গড়করি আরও বলেন, মন্ত্রী হওয়ার পর তিনি বহুবার পুনে গিয়েছেন। পুনের মানুষের তিনটি দাবি ছিল। এর মধ্যে রয়েছে পুনেতে মেট্রোর কাজ, বিমানবন্দরের উন্নয়ন এবং চাঁদনি চক সেতু নির্মাণ। এর মধ্যে দুটি কাজ শেষ হয়েছে, এখন মেট্রোর কাজও শেষ হচ্ছে।

৬৯তম অল ইন্ডিয়া ইন্টার রেলওয়ে টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের সমাপ্তি

মালিগাঁও, ১২ আগস্ট ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (এনএফআরএসএ)-এর দ্বারা ০৭ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ থেকে ৬৯ তম অল ইন্ডিয়া ইন্টার রেলওয়ে টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ (পুরুষ ও মহিলা) ২০২৩-এর আয়োজন করা হয়েছিল, যার সমাপ্তি ঘটে ১১ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এনএফআরএসএ-এর সভাপতি, অসম টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও ট্রফি তুলে দেন। এই টুর্নামেন্টে দেশজুড়ে ভারতীয় রেলওয়ের বিভিন্ন জোন-পিএসইউ থেকে মোট ১৬০ জন খেলোয়ার নিয়ে গঠিত ১২ টি পুরুষের দল ও ০৭ টি মহিলার দল, আন্তর্জাতিক রেফারি ও কোচ আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানটি পুরুষ ও মহিলা টিম চ্যাম্পিয়নশিপ এবং পুরুষ ও মহিলা সিঙ্গলস-এর অধীনে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়েছিল। পুরুষ ও মহিলা উভয় টিম চ্যাম্পিয়নশিপে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। মহিলা সিঙ্গলস-এ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের অনুশা কুটুম্বলেকে হারিয়ে আইসিএফ, চেন্নাই-এর ভি. কৌশিকা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। পুরুষ সিঙ্গলে অনির্বাণ ঘোষ তাঁর প্রতিপক্ষ আকাশ পালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন, দুজনেই সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের খেলোয়াড়। ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্বকারী এবং বিশ্ব টেবিল টেনিস মহিলা ডাবলস-এর বিজয়ী তথা সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের সুতীর্থা মুখার্জির মতো তারকা খেলোয়াড়ের পাশাপাশি ইস্টার্ন রেলওয়ের রোনিত ভাঞ্জা, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের অনির্বাণ ঘোষ, মেট্রো রেলওয়ের পয়মন্তী বৈশ্য এবং ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের অনুশা কুটুম্বলের মতো আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়রা এই টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন।

ন্যানো ডিএপি স্বনির্ভর অভিযানকে শক্তিশালী করবে ঃ অমিত শাহ

গান্ধীধাম, ১২ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দুদিনের সফরে শনিবার গুজরাটে পৌঁছেছেন। আজ, শনিবার সকাল ১১টায় তিনি গান্ধীধামের কান্দলা বন্দরে ইফকোর ন্যানো ডিএপি (তরল) প্ল্যান্টের ভূমিপূজো করেন বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। ন্যানো ডিএপি-র সুবিধার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ন্যানো ডিএপি দেশের স্বনির্ভরতা অভিযানকে শক্তিশালী করবে। দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. বিক্রম সারাভাইকে তাঁর জন্মদিনে স্মরণ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ বলেন, সারাভাইয়ের জন্যই দেশে শিল্প-বিপ্লব ঘটেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অনুষ্ঠানে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য দেশের কৃষকদের সমৃদ্ধ করা। এই লক্ষ্যে ইফকোও আমাদের সঙ্গে রয়েছে। শাহ বলেন, সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধির স্লোগান দেওয়া হয়েছে। নতুন এই প্লান্টে বড় পরিসরে ডিএপি উৎপাদন করা হবে। যাতে কৃষকরা উপকৃত হন। ন্যানো ডিএপি, ন্যানো ইউরিয়া তরল উৎপাদন বাড়বে। তিনি আরও বলেন, এই তরল মাটির ভিতরে যায় না, গাছের ভিতরে যায়। এতে পৃথিবীর কোনও ক্ষতি হয় না। এটি উপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জমি সংরক্ষণও হবে। শাহ আরও বলেন, এর ব্যবহার বাড়ালে সার আমদানি কমানো যাবে এবং সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বাড়বে। ভারত বিশ্বকে প্রাকৃতিক চাষের পথ দেখিয়েছে। এতে ভারতের কৃষক সহ বিশ্বের সকলের উপকার হবে। ভর্তুকি সঞ্চয়ের বিষয়ে শাহ বলেন, এই সারের কারণে ১০,০০০ কোটি টাকার ভর্তুকি সাশ্রয় হবে। এই কারণে কৃষকদের বোঝা উচিত যে সরকার ভর্তুকি বাঁচাতে চায় না, বরং দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কৃষকদের জন্য বাজেট তৈরি করেন। এই সংরক্ষিত পরিমাণ অর্থ এতে ব্যবহার করা হবে। এর সুফল শুধু কৃষকরাই পাবেন।

মসৃণভাবেই চলছে অমরনাথ যাত্রা, পূজার্চনা ৪.৩০-লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর

শ্রীনগর, ১২ আগস্ট ঃ সুষ্ঠু ও মসৃণভাবেই চলছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। শনিবার ভোরে পবিত্র অমরনাথ গুহার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের আরও একটি দল। ৩৮-তম দলে রয়েছেন ৯১৫ জন তীর্থযাত্রী। পবিত্র অমরনাথ গুহার উদ্দেশ্যে এই ৯১৫ জন তীর্থযাত্রীর ব্যাচ শনিবার ভোরে জম্মুর ভগবতীনগর বেস ক্যাম্প থেকে বালতাল এবং পেহেলগাঁও বেস ক্যাম্পের অভিমুখে রওনা দিয়েছেন। এই ৯১৫ জন তীর্থযাত্রীর মধ্যে ৭৩৬ জন হলেন পুরুষ, ১৫১ জন মহিলা, ২৫ জন সাধু ও ০৩ জন সাধ্বী। গত ১ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা, এযাব ৪.৩০ লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রী অমরনাথ গুহা দর্শন ও পূজার্চনা করেছেন। অমরনাথ যাত্রাকে ঘিরে নিরাপত্তাও জোরদারই রয়েছে। এদিকে, ধীরে ধীরে তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা কমছে, শ্রী অমরনাথজি শ্রাইন বোর্ড শনিবার জানিয়েছে, তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা হ্রাসের কারণে শুধুমাত্র বিকল্প দিনে অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নতুন আইন আনবে কেন্দ্র, 'ফেক নিউজ' ছড়ালেই হবে ৩ বছরের জেল

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ ব্রিটিশ আমলের ফৌজদারি দণ্ডবিধির আমূল সংস্কারে নেমেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সংসদের বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আচমকাই সংসদে ফৌজদারি দণ্ডবিধির আমূল বদল চেয়ে তিনটি বিল পেশ করেন। ৬০০ পাতার এই তিনটি বিলে ব্রিটিশ আমলের 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড' (আইপিসি), 'ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড' (সিআরপিসি) ও 'ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট' বদলের প্রস্তাব রয়েছে। ব্রিটিশ আমলের এই তিন ফৌজদারি দণ্ডবিধির নামেরও পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৮৬০ সালে আইপিসি'কে বদলে তার নাম দেওয়া হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'। ১৮৭২-এর সিআরপিসি'র প্রস্তাবিত নাম 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা'। ১৮৯৮-এর 'ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট'-এর নতুন নাম হতে চলেছে 'ভারতীয় সাক্ষ্য আইন'। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'র ১৯৫ ধারায় ফেক নিউজ' বা ভুয়ো খবর ছড়িয়ে দেশের নিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ তৈরি করলে সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাবাসের বিধান রয়েছে। দিতে হবে জরিমানাও। আইপিসি'র ১২৪(এ) ধারায় যে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন ছিল তাকে সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'র ১৫০ ধারায় দেশবিরোধী কার্যকলাপ মোকাবিলায় নতুন আইন প্রস্তাবিত হয়েছে। এই ধারায় সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, নাশকতামূলক কাজ ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতাকে বিপন্ন করলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত শাস্তি হবে। প্রস্তাবিত ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে গণপিটুনিতে কাউকে হত্যা করা এবং নাবালিকাকে ধর্ষণ করার মতো অপরাধের ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডের নিদান পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম সামাজিক সাজার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ই-মেলের মাধ্যমে এফআইআর করার সুযোগ, ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট, কোর্টের অনুমতিতে আরও ৯০ দিন চার্জশিটের জন্য অতিরিক্ত সময়, ১৮০ দিনের মধ্যে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু, অপরাধের ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ ঘটনায় সাজা সুনিশ্চিত করা ইত্যাদি নানা বিষয়ে এই নতুন ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বিল প্রস্তাব করতে গিয়ে শাহ বলেন, ব্রিটিশ প্রশাসনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীকে দণ্ড দেওয়া। সেই কারণে ব্রিটিশদের ফৌজদারি আইনের অভিমুখ ছিল ভিন্ন। নতুন ফৌজদারি দণ্ডবিধির মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাধিকারে নিয়ে আসা হচ্ছে। ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষিত করাই নতুন দণ্ডবিধির মূল লক্ষ্য। সাজা দেওয়া নয়, ন্যায় বিচারই হবে মূল উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন আইন কমিশন বিভিন্ন সময়ে যে সব সুপারিশ করেছে তা নতুন দণ্ডবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে। তবে নরেন্দ্র মোদী সরকার যেভাবে আচমকা ফৌজদারি দণ্ডবিধি বদলের কাজে নেমেছে তাতে সংশয়ও তৈরি হয়েছে বিরোধীদের মধ্যে। ফৌজদারি আইনের ভারতীয়করণের নামে কোথাও আইনকে লঘু করে দেওয়া হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠেছে। তবে এদিন বিল তিনটি স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে। সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটি বিস্তারিতভাবে বিল তিনটি বিচার করবে। তখন সরকারের সংস্কারের উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট হবে বলে বিরোধীদের অভিমত। বিলে বদল হচ্ছে অনেক কিছুই। চরম সাজার আওতায় আনা হচ্ছে গণপিটুনিতে মৃত্যু এবং নাবালিকা ধর্ষণকে। গণপিটুনিতে মৃতুযর ক্ষেত্রে বদল হচ্ছে পরিভাষাও- হত্যা। যে কোনও ক্ষেত্রেই এই ধরনের মৃত্যুর ঘটনায় তার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি মানুষকে মৃত্যুদণ্ড বা কারাবাসের সাজার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম সাজার সংস্থান রাখা হয়েছে সাত বছর। সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড। এ ছাড়াও জরিমানাও করা হবে। ঘটনার অভিঘাত বিবেচনা করে হবে শাস্তির রকমফের। একই রকম ভাবে মৃতুযদণ্ড হবে নাবালিকা ধর্ষণের ক্ষেত্রেও। দোষী প্রমাণিত হলে প্রাণদণ্ড হবে অপরাধীর। পরিচয় গোপন করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলেও হবে কঠোর সাজা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নতুন আইনি কাঠামোয় দেশের মহিলা ও শিশুদের বাড়তি সুরক্ষার উপর জোর দেওয়ার প্রস্তাব করা হচ্ছে। গণধর্ষণের ক্ষেত্রে অপরাধীকে কুড়ি বছরের কারাদণ্ডের প্রস্তাব করা হয়েছে নতুন বিলে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় সংলাপঃফারুক আবদুল্লাহ

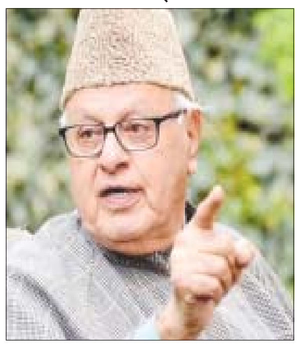

শ্রীনগর, ১২ আগস্ট ঃ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হল আলোচনা । জোর দিয়ে বললেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রেসিডেন্ট ফারুক আবদুল্লাহ। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, উভয় (ভারত-পাকিস্তান) দেশের উচিত একসঙ্গে বসে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা, যুদ্ধ থেকে কিছুই হবে না। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্স সাংসদ ফারুক আবদুল্লাহ আরও বলেছেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত কাশ্মীর ইস্যুতে দুই দেশ একসঙ্গে বসবে ততক্ষণ সমস্যার সমাধান হবে না। তিনি বলেছেন, যদি সত্যিই শান্তি ফিরে এসেছে, তাহলে জওয়ান ও সাধারণ মানুষের কেন মৃত্যু হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ফারুক আবদুল্লাহ।

পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রী আনোয়ারুল হক কাকার

ইসলামাবাদ, ১২ আগস্ট ঃ পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশটির সংসদের উচ্চকক্ষ সিনেটের সদস্য আনোয়ারুল হক কাকারকে মনোনীত করা হয়েছে। শনিবার (১২ আগস্ট) দেশটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এ তথ্য জানায়। আজ প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও পাকিস্তানের সংসদের নিম্নকক্ষ জাতীয় পরিষদের (এনএ) বিদায়ী বিরোধী দলীয় নেতা রাজা রিয়াজ এক বৈঠক করেন। সেখানেই তাঁরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছান। আগামীকাল রবিবার পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন আনোয়ারুল হক কাকার। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ এবং বিরোধী দলীয় নেতা রিয়াজ তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আনোয়ারুলকে নিয়োগের বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভির কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বৈঠক করার পর বাইরে বেরিয়ে রিয়াজ সাংবাদিকদের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আনোয়ারুলের নাম জানিয়েছিলেন। কাকারের নাম ঘোষণার সময় রাজা রিয়াজ বলেন, ছোট কোনও প্রদেশ থেকে তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত- এ কথা আমরা অনেক আগে থেকেই বলছি। আমি কাকারের নাম প্রস্তাব করেছিলাম এবং প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে সম্মতি দেন। তিনি এবং আমি এ ব্যাপারে সারসংক্ষেপে স্বাক্ষর করেছি। পাকিস্তান পিএমওর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ ও রিয়াজ তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাকারকে নিয়োগের বিষয়ে একটি পরামর্শ রাষ্ট্রপতি আরিফ আলভীর কাছে পাঠিয়েছেন। আনোয়ারুল হক কাকার বেলুচিস্তান আওয়ামী পার্টির সিনেটর। ২০১৮ সালে তার সিনেটরীয় যাত্রা শুরু হয়। ছয় বছরের মেয়াদ পূর্ণ করে আগামী ২০২৪ সালে তার এ যাত্রা শেষ হওয়ার কথা।

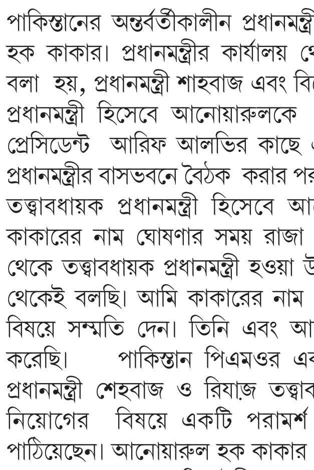

'আইন মেনে চলুন', চিন-ফিলিপিন্সকে কড়া বার্তা ভারতের

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ দক্ষিণ চিন সাগরে একাধিপত্য স্থাপনে মরিয়া চিন। আর তাই ফিলিপিন্সের মতো দেশের সঙ্গে সীমান্ত বিবাদে জড়িয়েছে তারা। যা নিয়ে বরাবরই সরব হয়েছে নয়াদিল্লি। সম্প্রতি ফিলিপিন্স ফের অভিযোগ তুলেছে চিনের বিরুদ্ধে। আর তারপরই বেজিংকে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার বার্তা দিল ভারত। শান্তিপূর্ণ আলোচনার মধ্যে সমস্যার সমাধানের আহ্বানও জানিয়েছে নয়াদিল্লি বলে খবর মিলেছে। আসলে দক্ষিণ চিন সাগরে কয়েক দশক ধরে 'দাদাগিরি' চালাচ্ছে চিন। সেখানে অবস্থিত বেশ কিছু প্রবাল প্রাচীর নিজেদের বলে দাবি করেছে বেজিং। একই দাবি রয়েছে ফিলিপিন্স-সহ আশপাশের কয়েকটি দেশের। এই দ্বন্দ্বের মাঝেই একটি প্রবাল প্রাচীরের কাছে ফিলিপিন্সের একটি জাহাজ আটকে রয়েছে বহু বছর ধরে। সেখানে নিয়মিত অবস্থান করেন ফিলিপিন্স সেনাকর্মীরা। সেদেশের উপকূলরক্ষীরা তাঁদের জ্বালানি, খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করেন। চিনের উপকূল রক্ষীবাহিনী তাদের বাধা দেয়। গত শনিবার নতুন করে তাঁদের উদ্দেশ্য জলকামান ছোঁড়ে চিনা বাহিনী। যাকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই আচরণকে বেআইনি' বলে সোমবারই সমন পাঠানো হয় ফিলিপিন্সে নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূতকে। এই পরিস্থিতিতে মুখ খুলেছে নয়াদিল্লি। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী জানিয়েছেন, এই বিষয়টির শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রয়োজন। তাঁর কথায়, দক্ষিণ চিন সাগরে আন্তর্জাতিক আইন বজায় রাখতে দীর্ঘদিন ধরে একই অবস্থান রেখে চলেছি আমরা। আমাদের আরজি উভয়পক্ষই যেন আর এই ধরনের সংঘাতে না জড়ায়।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক সার্কেল অফিস হুগলি ১০-০৮-২০২৩ তারিখে হুগলি জেলার চিনসুরা ওয়েলফেয়ার ভবনে সার্কেল হেডশ্রী জিতেন্দ্র সোয়েনের সভাপতিত্বে একটি ক্রেডিট শিবিরের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার জোনাল অফিসের চিফ জেনারেল ম্যানেজার শ্রী ফিরোজ হাসনাইন। গ্রাহকদের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল।

উত্তরাখণ্ডে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি লাল সতর্কতা

দেরাদুন, ১২ আগস্ট ঃ বর্ষার ভারী বৃষ্টিতে এমনিতেই লন্ডভন্ড দেবভূমি উত্তরাখণ্ড, এই পরিস্থিতিতে উত্তরাখণ্ডে ১৩ ও ১৪ আগস্ট প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানাল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। ১৩ ও ১৪ আগস্ট ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে, তাই জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। আইএমডি জানিয়েছে, আকস্মিক বন্যা অথবা ভূমিধসের ঘটনা ঘটতে পারে, তাই মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে থাকতে বলা হয়েছে। বর্ষার ভারী বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড দেবভূমি উত্তরাখণ্ড, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ৬৫০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ৫২ জনের, আহতের সংখ্যা ৩৭ ও নিখোঁজ ১৯ জন। শনিবার সকালে উত্তরাখণ্ডের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতর জানিয়েছে, উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৬৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে, যা আগামী দিনে আরও বাড়তে পারে। বৃষ্টিজনিত দুর্যোগে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫২ জনের, আহতের সংখ্যা ৩৭ ও নিখোঁজ ১৯ জন। উত্তরাখণ্ডের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতর আরও জানিয়েছে, বৃষ্টি থামার পরে একটি তাৎক্ষণিক রিপোর্ট তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হবে যাতে দুর্যোগের পরে দ্রুত ত্রাণ কাজ শেষ করা যায়। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির নির্দেশে এসডিআরএফ এবং এনডিআরএফ প্রয়োজনীয় জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে। দুর্যোগ কবলিত এলাকায় দু'টি হেলিকপ্টারও স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়েছে।

অপরাধ শাখা দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগ

শ্রীনগর, ১২ আগস্ট ঃ শ্রীনগরের অপরাধ শাখা শনিবার প্রতারণা ও জালিযাতির অভিযোগে একজন পলাতক সহ দুজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে। শ্রীনগরের আর্থিক অপরাধ শাখা ব্রিজ নাথ ভট্ট, প্রয়াত তারা চাঁদ ভট্ট, ইন্দিরা নগর এবং গোলাম মোহাম্মদ শেখ, প্রয়াত আব্দুল আহাদ শেখের বিরুদ্ধে সিচেন বেনেট ধারায় চার্জশিট জারি করা হয়েছে। আইপিসি- এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধে জড়িত থাকার জন্য শ্রীনগরের জজ স্মল কজ আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল। মামলাটি কাশ্মীরের অপরাধ শাখা থেকে পাওয়া একটি লিখিত অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে জানা গিয়েছে। চুক্তি অনুসারে, অভিযোগকারী অভিযুক্ত ব্রিজ নাথ ভাটের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪৭ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করেছিলেন।

Name Change

I Rajeswari Podder D/o Rameswar Podder R/O Bhatrapally, Nabapally, Barasat, North 24 Parganas- 700126, West Bengal. Shall henceforth be known as Rajeshwari Podder vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 11/08/2023. Rajeswari Podder and Rajeshwari Podder all are same and identical person.

Name Change

I, Uma Sankar Gupta son of Late Ram Prasad Gupta, residing at 143/7, Forshore Road, Ramkrishnapur, Howrah - 711 101, do hereby solemnly affirm and declare that my correct name is Uma Sankar Gupta and Uma Sankar Gupta and Uma Shankar Prasad is the same and one identical person via affidavit in the Court of Ld 1st Class Executive Magistrate at Howrah dated 2nd March 2022.

Name Change

I, SHAGUFTA AAMIN(old name) W/O ABDULLAH MOHAMMAD Presently residing at Q-509/2/B, Golam Molla Lane, PS-Raja Bagan, Kolkata-700024 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SHAGUFTA AMIN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 12/08/2023. SHAGUF TA AAMIN and SHAGUF TA AMIN both are same and one identical person.

নবদ্বীপে বিজেপির মাজদিয়া পাণশিলা পঞ্চায়েত, তৃণমূলের স্বরূপগঞ্জ পঞ্চায়েত হাতছাড়া হল

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১২ আগস্ট ঃ সম্প্রতি সমাপ্তি হয়েছিল ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। পঞ্চায়েত বোর্ডগঠনকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়েই চলছে ঘর ভাঙ্গানোর খেলা, আবার কোথাও আসছে প্রার্থীদের অপহরণ করার মতো অভিযোগ। শুক্রবার নবদ্বীপ ব্লকের CMCB, মায়াপু বামনপুকুর -১, মাজদিয়া পাণশিলা, ও স্বরূপগঞ্জ পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের দিন নির্দিষ্ট হয় প্রশাসনের তরফে। সেখানে উল্লেখযোগ্য ছিল মাজদিয়া পাণশিলা, ও স্বরূপগঞ্জ পঞ্চায়েত। কারন এই দুই পঞ্চায়েতেই এবার ঘটেছে পালা বদল। মাজদিয়া পাণশিলা পঞ্চায়েত বিজেপির থেকে ছিনিয়ে পুনরায় দখল করে তৃণমূল আর সিপিএমের সমর্থনে তৃণমূলকে হারিয়ে স্বরূপগঞ্জে বোর্ড দখল নেয় বিজেপি। উল্লেখ থাকে মাজদিয়া পাণশিলা পঞ্চায়েতে মোট আসন চব্বিশ টি সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস একক ভাবে পায় তেরো টি(১৩) আর বিজেপি পায় ১১ টি। এখানে প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়, কৃষ্ণা দাস আর উপ প্রধান হয় সহিদুল শেখ। গত ২০১৮ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের সমর্থনে এই পঞ্চায়েত এ বোর্ড গড়েছিল বিজেপি, এবারে একক ভাবেই সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায় তৃণমূল, ফলত এবারে বিনা প্রতিদন্দ্বীতায় বোড দখল করলো তৃণমূল কংগ্রেস। পাশাপাশি স্বরূপগঞ্জ পঞ্চায়েত তৃণমূলের থেকে ছিনিয়ে নিল বিজেপি। এই পঞ্চায়েতের মোট আসন ছাব্বিশ টি। তৃণমূল পায় দশটি, বিজেপিও পায় দশ টি ও সিপিএম পায় ছয় টি আসন। শুক্রবার সকাল থেকেই কড়া পুলিশ প্রহরায় শুরু হয় এই পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া। যদিও বেলা গড়াতেই সাময়িক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এই স্বরূপগঞ্জ পঞ্চায়েতের বাইরে, কারন সিপিএমের তিন জয়ী সদস্যরা বোর্ডগঠন বয়কট করে বেরিয়ে আসে, এবং দলীয় কর্মীদের সাথে কথা বলে পুনরায় পঞ্চায়েতের ভিতরে প্রবেশ করতে যায়, আর তখনি বিজেপির তরফে বাধা দেয় ও কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারদের সাথে বিজেপি নেতা কর্মীরা বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পরে ও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে, পরে পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আসে, ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় DSP,DNT, যদিও ঐ তিন সিপিএমের জয়ী সদস্যরা বোর্ডগঠনের ঘরে ঢুকতে পারেনি এবং বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া চলাকালীন দেখা যায় তারা বন্ধ দরজায় লাথি মারে, এমনকি এক মহিলা প্রার্থীকে একটা গোটা থান ইট দিয়েও দরজায় আঘাত করতে লক্ষ্য করা যায়, পরে যদিও পুলিশের হস্তক্ষেপে তারা বাইরে বেরিয়ে যায়। প্রায় আরাই ঘন্টা পর বোর্ডগঠন প্রক্রিয়া শেষে সকলে বেরিয়ে আসে ও বিজেপি কর্মীরা জয়ের উচ্ছ্বাসে গা ভাসায়। এই স্বরূপগঞ্জ পঞ্চায়েতে প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন ছবি হালদার, উপপ্রধান হন কানাই দাস। নব নির্বাচিত উপ প্রধান সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন সবার প্রথমে এলাকার পানীয় জল ও রাস্তা ঘাটের সমস্যা সমাধানে কাজ আমরা আগে করবো, পাশাপাশি এই বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ায় এত সময় লাগবার কারন বলতে গিয়ে তিনি জানায় প্রিসাইডিং অফিসার যিনি ছিলেন তার ভুলের জন্য আমাদের এতটা দেরি হলো পাশাপাশি তিনি আরও বলেন বয়কট করে বেরিয়ে যাওয়া CPM সদস্যদের পুনরায় ঢোকানোর জন্য দরজা খুলতে যায় কিন্তু আমরা শুয়ে পরে তা আটকাই, আমাদের একটাই কথা জীবন দেব তবু কোনভাবেই দুর্নীতি করে বোর্ড গঠনে তৃণমূলকে সুবিধা পাইয়ে দিতে দেব না। এই বোর্ড গঠন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য গৌতম পাল জানায় নমিনেশন থেকে শুরু করে নির্বাচন, গণনা, সবেতেই নিজেদের ক্ষমতার অপব্যাবহার করে তৃণমূল বিভিন্ন জায়গায় জয়ী হয়েছে আর আজ এখনেও বোর্ড গঠন করাকেও প্রভাবিত করতে চেয়েছিল কিন্তু বিজেপির সৈনিকরা তাদের এই ঘৃন্য চক্রান্তকে ব্যার্থ করে মানুষের পঞ্চায়েত গঠন করেছে, এবার এই এলাকার মানুষ প্রকমত উন্নয়নের ছোঁয়া পাবে। নদীয়া উত্তরের জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস বলেন এই নির্বাচনে যেখানেই মানুষ ভোট দিতে পেরেছে সেখানেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, আর আজ এই নবদ্বীপ ব্লকের স্বরূপগঞ্জ পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করলো বিজেপি, পাশাপাশি তিনি আরও বলেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের বিজেপির জয়ের এটা সূচনা, গত লোকসভা নির্বাচনেও এই এলাকার মানুষ বিজেপি কে বিপুল ভোট দিয়ে আশীর্বাদ করেছিল এবারও তাই করবে।

পরপর দুটি দোকানে চুরি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ি পরপর দুটি দোকানে চুরি, চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো ফাঁসিদেওয়া বাজারে। এদিন শনিবার সকালে দোকান খুলতে এসে দোকানদাররা দেখতে পান তাদের দোকানের তালা ভাঙ্গা। এরপর তারা দোকানে ঢুকে দেখতে পান, দোকানের সব কিছু চুরি করে পালিয়েছে চোরের দল। ওই দুটি পান দোকানের নগদ টাকা এছাড়া কোল্ড্রিংস, গুটকা, সিগারেট, এবং দোকানে রাখা আরো কিছু জিনিস চুরি করে পালিয়েছে চোরের দল। প্রশ্ন উঠছে ঢিলছোঁড়া দূরত্বই রয়েছে ফাঁসিদেওয়া পুলিশ স্টেশন। আর কিছুটা দূরে বাজারে ডিউটি করেন সিভিক পুলিশরা। তারপরেও কি ভাবে বাজারে চুরির ঘটনা ঘটলো? কিছুতেই বুঝতে পারছে না দোকানদাররা। চুরির ঘটনায় রীতিমতো বাজার এলাকায় চাঞ্চল্য, আতঙ্কিত স্থানীয় দোকানদাররা। এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশের কাছে। ঘটনার খবর পাওয়ার পড়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। বিভিন্ন দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ দেখবার পর চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, ১২.০৮.২০২৩ তারিখে চক্রধরপুর ডিভিশনের সিনিতে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করছেন।

সবুজায়নের লক্ষ্য নিয়ে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে গাছ লাগালেন মেয়র গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ আগস্ট ঃ শুধু নিজের ওয়ার্ড নয়, সমগ্র শহরকে সবুজে মুড়িয়ে ফেলার ভাবনা নিয়েছেন শহরের মেয়র গৌতম দেব। দশ হাজার গাছ শহরের বিভিন্ন প্রান্তে লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, বড়ো গাছকে পুনরায় প্রতিস্থাপনেরও উদ্যোগ নিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব।

শহরের বুকে বহু গাছ নিজের হাতে লাগিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে নিজের ওয়ার্ডকে সবুজ দিয়ে সাজাতেও উদ্যোগী হয়েছেন তিনি। সেই লক্ষ্যে শনিবার সকালে শিলিগুড়ির ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড কার্যালয় থেকে শুরু করে উইনার্স ক্লাব পর্যন্ত স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে ওয়ার্ডে গাছ লাগান মেয়র। পাশাপাশি বেশ কিছু গাছ পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব।

বিজেপির বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে গ্রেফতার হওয়া ৬০ জনকে পেশ করা হলো আদালতে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১২ আগস্ট ঃ দিনহাটার মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এর বিজেপির বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর এবং গন্ডগোলের ঘটনায় ঘটনাস্থল থেকে ৬০ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আজ তাদের দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আজ সকাল থেকেই দিনহাটা মহকুমা আদালতের সামনে ভিড় করতে থাকে ওই গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা। আদালত চত্বরে উপস্থিত বেশ কয়েকজন মহিলার দাবি পুলিশ বিনা অপরাধে বেশ কয়েকজনকে বাড়ির ভেতর থেকে তুলে নিয়ে এসেছে। যারা গন্ডগোল করেছে তাদের ধরতে গিয়ে এলাকার বহু বাড়ির ভেতরে ঢুকে বাড়ির সদস্যদেরও তুলে নিয়ে আসে পুলিশ। উল্লেখ্য গতকাল মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির পক্ষ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের জন্য দুজন দাবিদার থাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয় বিজেপির এক গোষ্ঠী। অপর গোষ্ঠী বোর্ড গঠন করতেই পুলিশের বেরিকেট ভেঙে ১৪৪ ধারাকে অবমাননা করে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। পুলিশ লাঠিচার্জ করলে পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় খন্ডযুদ্ধ। ভাঙচুর হয় পুলিশের গাড়ি ঢিল ছাড়া হয় পুলিশকে।

পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের সময় তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্যদের ওপর হামলায় রণক্ষেত্র হরিশ্চন্দ্রপুর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ আগস্ট ঃ পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের সময় তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্যদের ওপর হামলায় রণক্ষেত্রের চেহারা নিল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। এদিন বোর্ড গঠন চলাকালীন তৃণমূল এবং কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। সেই সময় তৃণমূলের নির্বাচিত এক মহিলা সহ পাঁচজন প্রার্থী হামলার শিকার হন। পঞ্চায়েতের নির্বাচিত এক প্রার্থীর মাথা পাঠিয়ে দেয় কংগ্রেস আশ্রিত দুস্কৃতীরা বলে অভিযোগ। শুরু হয় ইঁট এবং পাথরবাজি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় আপাতত ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া স্থগিত করে রাখা হয়েছে। এই ঘটনার পর বিশাল বাহিনী নিয়ে এলাকায় পৌঁছায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। আহত তৃণমূলের নির্বাচিত প্রার্থীদের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। যদিও উভয়পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ২৮ টি। এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ত্রিশঙ্কু হয়ে রয়েছে। তৃণমূল পেয়েছে ৯ টি আসন। কংগ্রেস ও সিপিএমের জোট পেয়েছে ১১ টি আসন। নির্দল পেয়েছে ৪টি আসন বিজেপি পেয়েছে ৪ টি আসন। শনিবার দুপুরে পঞ্চায়েতের নিয়ম অনুসারে কুর্শিদা গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া ছিল। আর সেই বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ার সময় তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্যরা গ্রাম পঞ্চায়েতে যাওয়ার সময় অতর্কিত তাদের ওপর হামলা চালায় কংগ্রেস শাসিত দুস্কৃতীরা বলে অভিযোগ। তাতেই এক মহিলা সহ পাঁচজন তৃণমূলের নির্বাচিত প্রার্থী জখম হন। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম জানিয়েছেন, কুর্শিদা গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের বোর্ড গঠন করার কথা ছিল। কারণ, এই পঞ্চায়েতটি এবারের নির্বাচনের ত্রিশঙ্কু অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু উন্নয়নের স্বার্থেই বিরোধীরা অনেকেই তৃণমূলের সঙ্গে শামিল হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এই বিষয়টি জানতে পেরেই কংগ্রেসীরা এদিন অতর্কিত হামলা চালায়। পাঁচজন সদস্যকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহিলাদেরও মারধর করা হয়েছে। ঘটনার সময় পুলিশ ছিল না। পুরো বিষয়টি নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়ক মোস্তাক আলম জানিয়েছেন, তৃণমূলীরায় পরিকল্পনা করে গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করছিল। সেখানেই তাদের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরেই এই গোলমালের ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, তৃণমূল দলের পাঁচজন নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রার্থী হামলায় জখম হয়েছেন। তাদের অভিযোগ নেওয়া হয়েছে। হামলাকারীদের চিহ্নিত করতে গোটা এলাকায় তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। শনিবার ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে।

ফুটপাত দখলমুক্ত করতে অভিযানে পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ আগস্ট ঃ শহরকে যানজট মুক্ত করতে ফুটপাত দখল মুক্ত করার অভিযানে নামলো জলপাইগুড়ি পুরসভা। ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করছে একশ্রেণীর ব্যবসায়ীরা বলে অভিযোগ। যে কারণে চলাচলের সমস্যা বাড়ছে আম জনতার। এদিন জলপাইগুড়ি পুরসভা ফুটপাত দখলমুক্ত করতে কোতোয়ালি থানার পুলিশ কে সাথে নিয়ে শহরে অভিযান চালায়। শনিবার জলপাইগুড়ি পুরসভার বেশকয়েকজন কাউন্সিলর এবং কর্মী সহ কোতোয়ালি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে আই সি শহরকে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে মার্চেনরোড, দিনবাজার সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায়। এদিন রাস্তার ধারে বহু ফুটপাত দখল করে সাজিয়ে রাখা দোকানের বিভিন্ন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বাবাকে পিটিয়ে মারল ছেলে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ আগস্ট ঃ বাবা-ছেলের বিবাদের জেরে মৃত্যু হল বাবার। অভিযোগ, ছেলের মারে বাবা খুন। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের বড় লাইন এলাকায়। এলাকাবাসী অভিযুক্ত ছেলেকে আটক করে কোতোয়ালি থানায় খবর দেয়। পুলিশ এসে মৃতের ওই ছেলেকে আটক করে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম কালসু ওরাও (৬৫)। তিনি ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের বড় লাইনের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, আটক ছেলের নাম দিনু ওরাও। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতন্তের জন্য পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, শুক্রবার রাত থেকে কালসুর সঙ্গে বড় ছেলে দীনুর বচসা হচ্ছিল। অভিযোগ, কালসু নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে এসে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। এর জেরে কারও ঘুম হচ্ছিল না। এই নিয়ে দিনুর সঙ্গে মারপিট হয়। সকালে স্থানীয়দের নজরে আসে কালসু মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালসুর ছোট ছেলে ভাদোয়া ওরাও। দুই ভাইয়ের মধ্যে শুরু হয় মারপিট। একে অপরকে ধারালো অস্ত্রের আক্রমণে জখম হয় দু'জনই। এলাকায় প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য সূর্য মুন্ডা বলেন, বাবা ছেলের বিবাদ হয়। বাবা মারা যায়। যদি খুন করে থাকে ছেলে সাজা পাবে। এদিকে অভিযুক্ত ছেলে দিনু ওরাও বলেন, আমি লাঠি দিয়ে মেরেছি পায়ে। সবাই বলছে আমি নাকি খুন করেছি বাবাকে। সব অভিযোগ মিথ্যে।

বাড়ি থেকে গ্যাস সিলিন্ডার চুরির ঘটনায় এক অভিযুক্ত গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের শাস্ত্রীনগর এলাকায় একটি বাড়ি থেকে গ্যাস সিলিন্ডার চুরির ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো ভক্তি নগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আনন্দ দাস। গত ৯ আগস্ট শিলিগুড়ি শাস্ত্রীনগর এলাকায় একটি বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার চুরি হয়। আর এই চুরির ঘটনার ছবি ধরা পড়ে সিসিটিভি ক্যামেরায়। দেখা যায়, সিলিন্ডার ডেলিভারির সময় ওই যুবক নজর রাখছিল। এরপর সুযোগ বুঝে বাড়িতে ঢুকে সিলিন্ডার নিয়ে চম্পট দেয় ঘটনার পর অভিযোগ দায়ের করা হয় শিলিগুড়ি ভক্তিনগর থানায়। তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে পুলিশ। এরপর শুক্রবার রাতে লক্ষ্মী কলোনি এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া সিলিন্ডারটি।

জলঢাকা নদী থেকে উদ্ধার ব্যক্তির দেহ

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ১২ আগস্ট ঃ জলপাইগুড়ির খয়েরবাড়ি লাগোয়া মডেল স্কুলের পশ্চিমে প্রবাহিত জলঢাকা নদী থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির দেহ। শনিবার দুপুরে নদীতে দেহটি ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। পরে দেহটিকে নদী থেকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সাউ সাঁওতাল। ষাটোর্দ্ধ ওই ব্যক্তির বাড়ি সুখানি বস্তি এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, সাউ প্রতিদিনই নদী পেরিয়ে গোরু চড়াতে যেতেন। এদিনও গিয়েছিলেন। সেসময়ই কোনও কারণে তিনি নদীতে ভেসে যান বলে মনে করা হচ্ছে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে।

TRIBUTE TRADING AND FINANCE LIMITED
CIN: L35991WB1986PLC139129
Regd. Office: : 3, Bentinck Street (2nd Floor), Kolkata - 700 001,
Ph No:(033) 2210 0875
e-mail: ttfltd@gmail.com, Website: www.ttfltd.co.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30-June 2023	31-March 2023	30-June 2022	31-March 2023
		Reviewed	Audited	Reviewed	Audited
1	Total Income from Operations	38.79	101.02	34.24	214.12
2	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	17.02	16.55	10.98	50.01
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	12.74	20.23	8.13	44.88
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	12.74	20.23	8.13	44.88
5	Equity Share Capital	600.00	600.00	600.00	600.00
6	Other Equity	-	-	-	2273.25
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinuing operations) a.Basic(Rs.)	0.21	0.34	0.14	0.75
	b.Diluted(Rs.)	0.21	0.34	0.14	0.75

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.cse-india.com and on the Company's website at www.ttfltd.co.in

For Tribute Trading and Finance Limited
Sangeeta Sethia
Managing Director
(DIN: 00585682)

Place : Kolkata
Date: August 12, 2023

SARVOTTAM FINVEST LIMITED
CIN: L65993WB1978PLC031793
Regd. Off.: 3, Bentinck Street (2nd Floor), Kolkata - 700 001,
Ph No:(033) 2210 0875
e-mail:sarvottamfinvest@gmail.com,Website:www.sarvottamfinvest.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30-June 2023	31-March 2023	30-June 2022	31-March 2023
		Reviewed	Audited	Reviewed	Audited
1	Total Income from Operations	36.13	57.18	40.04	192.71
2	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	12.41	45.43	7.26	(124.09)
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	9.18	52.13	5.37	(118.42)
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit /(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	9.18	52.13	5.37	(118.42)
5	Equity Share Capital	750.00	750.00	750.00	750.00
6	Other Equity	-	-	-	1732.49
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinuing operations) a.Basic(Rs.)	0.12	0.70	0.07	(1.58)
	b.Diluted(Rs.)	0.12	0.70	0.07	(1.58)

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bse-india.com and on the Company's website at www.sarvottamfinvest.in

For Sarvottam Finvest Limited
Dilip Kumar Gupta
Managing Director
(DIN:01168576)

Place : Kolkata
Date: August 12, 2023

নাবালিকা পাচারের অভিযোগ, গ্রেফতার সিভিক ভলেন্টিয়ারের স্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ আগস্ট ঃ নাবালিকা পাচারের অভিযোগ। শিলিগুড়িতে গ্রেফতার হল এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের স্ত্রী। পাশাপাশি এই পাচারের অভিযোগে আরও বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে শিলিগুড়ি জংশন জিআরপি থানা। অভিযোগ, চার নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দুই নাবালিকাকে দিল্লিতে পাচার করার পরিকল্পনা ছিল। শিলিগুড়ি জংশন জিআরপিতে এনিয়ে অভিযোগ দায়ের হতেই পুলিশ মহম্মদ নাসিরুদ্দিন ও সাহেদা আনসারি নামে দুজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে শুক্রবার দুই নাবালিকাকে এনজেপি থেকে উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার করা হয় আরও তিন মহিলাকে। ধৃতদের নাম সুহানা আনসারি, জারিনা বেগম ও জয়গুন নিশা আনসারি। জয়গুন নিশা আনসারি এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের স্ত্রী বলে জানা গিয়েছে। সেই সিভিক ভলেন্টিয়ার শিলিগুড়ি কমিশনারেটে কর্মরত। ধৃতরা ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। শনিবার ধৃত তিনজনকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

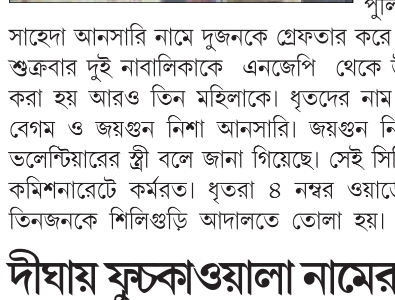

দীঘায় ফুচকাওয়ালা নামের স্টল, চিকেন-দই ফুচকায় মেতে উঠল পর্যটকরা

দুরন্ত বার্তা, দীঘা, ১২ আগস্ট ঃ ''ফুচকাওয়ালা ফুচকাওয়ালা, কোথায় তুমি ভাই। হন্যে হয়ে তোমায় খুঁজে তোমার দেখা নাই। এবার আর ফুচকা হন্যে হয়ে ঘুরতে হবে না।'' দীঘায় পর্যটকদের ফুচকার স্বাদ মেটাতে হাজির ফুচকাওয়ালা। নিউ দীঘায় পুরানো সেই দিনের কথার ঘরানায় গড়ে উঠেছে ফুচকাওয়ালা নামের স্টল। একদিকে কলকাতা ঘরানা অন্যদিকে ঐতিহ্যের সুর। বাঙালির প্রিয় ডেস্টিনেশন যেমন দিঘা ঠিক তেমনিভাবে বাঙালির প্রিয় খাদ্য তালিকায় ফুচকা উঠে এসেছে বারে বারে।স্বাদে গন্ধে ভরপুর এই ফুচকা। নতুন রূপে এই ফুচকাওয়ালা স্টল পথ চলা শুরু করলো। এই অভিনব নামের ফুচকাওয়ালা স্টলে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। স্বাদে গন্ধে অপূর্ব এই ফুচকা। পর্যটকরা এসে ভিড় জমাচ্ছেন এই নতুন ফুচকাওয়ালা দোকানে। এখানে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন রকমের ফুচকা। বাংলাদেশি ফুচকা, দই ফুচকা, চিকেন ফুচকা, এমনকি হাইজিন মেন্টেন করে রয়েছে জল ফুচকাও। পর্যটকরা এই স্টলে এসে খুব খুশি। ফুচকাওয়ালা কলকাতা ব্যারাকপুর সহ বিভিন্ন এলাকার সাথে সাথে এবার সৈকত শহরে তাদের স্বাদ গন্ধ ছড়াতে প্রস্তুত।

আজ বিশ্ব হাতি দিবস, র‍্যালির আয়োজন করল বেঙ্গল সাফারি পার্ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ আগস্ট ঃ আজ বিশ্ব হাতি দিবস। হাতি দিবস উপলক্ষ্যে সচেনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করল শিলিগুড়ি বেঙ্গল সাফারি পার্ক। এদিনের র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে লক্ষ্মী ও উর্মিলা। এই লক্ষ্মী ও উর্মিলা বেঙ্গল সাফারির পার্কেরই দুটি কুনকি হাতি। প্ল্যাকার্ড হাতে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে স্কুলের পড়ুয়ারা এদিন। হাতি দুটিকে পুজোও করা হয়। উত্তরবঙ্গে হাতি মৃত্যুর ঘটনা ও হাতি-মানুষের সংঘাতের ঘটনা ঘটেই থাকে। মূলতঃ মানুষ- হাতি সংঘাত কমানোই লক্ষ্যেই এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

বিজেপির সমর্থনেই পঞ্চায়েতের প্রধান শেখ সুফিয়ানেই জামাই, স্পষ্ট হল শুভেন্দুর পোস্টে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১২ আগস্ট ঃ জোর চর্চা চলছে নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের মহম্মদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে। সেখানে প্রধান পদে বসেছেন শেখ সুফিয়ানের জামাই শেখ হাবিবুল। অভিযোগ উঠছে, বিজেপি সমর্থন নিয়ে প্রধান হয়েছেন হাবিবুল। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব আগেই সে কথা বলেছে। তৃণমূলের কর্মী- সমর্থকদের ক্ষোভের মুখে সে কথা মেনে নিয়েছে শাসক দলের ব্লক নেতৃত্বও। আর এবার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর ফেসবুক পোস্ট থেকেও স্পষ্ট হল সেই তত্ত্ব। জেলায় জেলায় পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের পর্ব চলছে। আর এরই মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের সমীকরণ উঠে আসছে। কোথাও তৃণমূলের সদস্যকে সমর্থন দিচ্ছে বিজেপি। কোথাও আবার কংগ্রেসকে সমর্থন দিচ্ছে তৃণমূল। এ এক বিচিত্র অবস্থা। শনিবার সকালে শুভেন্দু অধিকারীর একটি পোস্ট করেছেন ফেসবুকে। তাতে তিনি লিখেছেন, 'পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মোট ৬৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সরাসরি বিজেপির প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছে। বাকি ১৪ টি পঞ্চায়েতে আমাদের সমমনোভাবাপন্ন মেম্বারদের সমর্থনে বোর্ড গঠিত হয়েছে।' সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক একটি তালিকাও পোস্ট করেছেন শুভেন্দু। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মহম্মদপুরের প্রধান পদের জায়গায় লেখা রয়েছে, 'বোর্ড ফর্মড উইথ সাপোর্ট।' উল্লেখ্য, পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন নিয়ে বিজেপির কী অবস্থান, তা গতকালও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। তাঁর বক্তব্য ছিল, যেসব জায়গায় বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, সেই সব জায়গায় তৃণমূলের অফিশিয়াল প্যানেলের বাইরে যিনি থাকবেন, তাঁকেই সমর্থন করা হবে। এদিকে মহম্মদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন ঘিরে তৃণমূল ও বিজেপি উভয় দলের হুইপই ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে। তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের হুইপে সুফিয়ানের জামাইকে সমর্থনের কথা উল্লেখ ছিল না। সেখানে নাম ছিল শাহনওয়াজ আলি খানের। আবার বিজেপির জেলা নেতৃত্বের হুইপে বলা হয়েছিল, শেখ হাবিবুলকে বোর্ড গঠনে সমর্থন করার জন্য। এই নিয়ে গতকালই নন্দীগ্রাম ব্লক তৃণমূল অফিসের বাইরে একপ্রস্থ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন শাসক দলেরই কর্মী-সমর্থক ও জয়ী সদস্যদের একাংশ। তাঁদের দাবি, অফিশিয়াল প্যানেলে থাকা ব্যক্তিকেই প্রধান করতে হবে। আর এই নিয়ে বেশ বিড়ম্বনায় পড়েছে তৃণমূলের ব্লক নেতৃত্ব। অস্বস্তির পরিবেশ যে তৈরি হয়েছে, তা ব্লক সভাপতির কথাতেই স্পষ্ট। তিনিও জানাচ্ছেন, বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। তবে বিষয়টিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ শেখ সুফিয়ান। বলছেন, 'আমাদের ১২ জন সদস্য। আর বিজেপির ৬ জন। আমাদের ১২ জন সদস্যের মধ্যে ভোটাভুটি। বিজেপি কোনও রাস্তা না পেয়ে, যাকে পেরেছে ভোট দিয়েছে। এসব নিয়ে আমাদের কোনও আফশোস নেই। বিজেপি কোনও রাস্তা না পেয়ে যেখানে সেখানে যাকে-তাকে ভোট দিচ্ছে। ওরা কাকে ভোট দিল, তা আমরা কী জানি! ওদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।'

রাজ্যে যখন র‍্যাগিং-এর স্বীকার হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা ঠিক সেই সময় মালদায় অনুষ্ঠিত হল এন্টি র‍্যাগিং নিয়ে সেমিনার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ আগস্ট ঃ রাজ্যে যখন র‍্যাগিং -এর স্বীকার হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা ঠিক সেই সময় মালদায় অনুষ্ঠিত হল এন্টি র‍্যাগিং নিয়ে সেমিনার। মালদার গনিখান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এন্টি র‍্যাগিং নিয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণিখান কলেজের ডিরেক্টর পরমশ্বর আলোপতি সহ কলেজের নবাগত ও পুরনো ছাত্রছাত্রীরা। উল্লেখ্য এন্টি র‍্যাগিং প্রায়ই আমরা কলেজে শুনতে পায়। তাতে অনেক ছাত্রছাত্রী ঘটনার স্বীকার হয়। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বপ্নদীপ র‍্যাগিং - এর স্বীকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপর থেকে বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদের সুর চড়তে থাকা। এরই মধ্যে মালদার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অনুষ্ঠিত হয় এন্টি র‍্যাগিং সেমিনার। মুল বিষয় বস্তু ছিল যে র‍্যাগিং- এর স্বীকার যাতে কোন ছাত্রছাত্রী স্বীকার না হয়। সেই খারনে নবাগত ও পুরনো ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সেমিনারে আলোচনা করা হয়। যাতে কোন ভাবে কলেজর পরিবেশ নষ্ট না হয়। ছাত্রছাত্রীদের সামনা সামনী বসিয়ে আলোচনা করা হয়। র‍্যাগিং এর ভয়াবহতা কি তা নিয়েও আলোচনা হয়। ডিরেক্টর পরমেশ্বর আলোপতি জানান, গণিখান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এদিন এন্টি র‍্যাগিং সপ্তাহ উপলক্ষ্যে সেমিনারের সূচনা করা হয়। এখানে নবাগত ও পুরনো ছাত্রছাত্রী রয়েছে। দেখা যায় নবাগত ছাত্রীছাত্রী আসলে তাদের রেগিং করে পুরনো ছাত্রছাত্রীরা। স্বাভাবিক ভাবে তারা মনে করে তারা র‍্যাগিং-এর স্বীকার হয়েছে। সেক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম খারাপ হয়। কারন তাদের মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা কে চিকিৎসক বা অন্য বড় বড় পদে যায়। হস্টেলের মধ্যে ডিভেট সহ একাধীক কর্মসূচি রাখা হয়েছে। আমরা মনে হয় র‍্যাগিং ফ্রি হয়ে যাবে।

ডার্বিতে জয় ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল - ১ (নন্দকুমার) • মোহনবাগান - ০

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ সাড়ে চার বছর, টানা আটটি ডার্বি পর অবশেষে শাপমুক্তি! কলকাতা ডার্বিতে অবশেষে জিতল ইস্টবেঙ্গল। শনিবার ডুরান্ত কাপে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নন্দকুমারের একমাত্র গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে দিল তারা। বিশ্বকাপার জেসন কামিংস-সহ পূর্ণশক্তির দল নামিয়েও ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে পারল না মোহনবাগান। ২০১৯-এর ২৭ জানুয়ারির পর আবার কলকাতা ডার্বিতে জিতল ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর তখন পাঁচ মিনিটও হয়নি। ইস্টবেঙ্গল গ্যালারির দিকে প্রদক্ষিণ করছেন ফুটবলারেরা। এত ক্ষণ ধরে রাখা গেলেও সহ্যের সীমা আর বাঁধ মানল না। পিল পিল করে মাঠে ঢুকে পড়লেন সমর্থকেরা। যুবভারতীতে তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। তার মাঝেই লাল-হলুদ সমর্থকদের মধ্যে মুক্তির আনন্দ। সাড়ে চার বছর ধরে বয়ে চলা অপমানের মুক্তির। কে ছিলেন না মোহনবাগানের দলে। সবচেয়ে আলোচিত নাম কাতার বিশ্বকাপে খেলা অস্ট্রেলিয়ার জেসন ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগানের আক্রমণের পাল্টা দিয়ে প্রতি আক্রমণে উঠতে থাকে তারা। বক্সের একটু বাইরে ডান দিকে একটি ফ্রিকিক পায় ইস্টবেঙ্গল। লম্বা ক্রস পেয়েছিলেন জর্ডান এলসে। কিন্তু হেডে সঠিক পাস দিতে পারেননি। মোহনবাগানের গোলকিপার বিশাল কাইথ বল তালুবন্দি করেন। কিছু ক্ষণ পরে আবার সুযোগ এসেছিল ইস্টবেঙ্গলের সামনে। এ বার বাঁ প্রান্ত ধরে উঠে আসা মহেশ পাস দেন জেভিয়ার সিভেরিয়োকে। স্পেনের খেলোয়াড়ের শট আটকে দেন মোহনবাগানের ডিফেন্ডার আনোয়ার। তার পরেই সিভেরিয়ো পাস দিয়েছিলেন নন্দকুমারকে। কিন্তু একটু জোরে পাস হওয়ায় মোহন গোলকিপার বিশাল এগিয়ে এসে সে যাত্রা দলকে বাঁচিয়ে দেন। মোহনবাগানও থেমে থাকেনি। সেই সময়ে ইস্টবেঙ্গল টানা আক্রমণ করলেও প্রতি আক্রমণে একটি সুযোগ পেয়েছিল সবুজ-মেরুন। বাঁ দিক থেকে আশিস রাই বল বাড়িয়েছিলেন মনবীরের উদ্দেশে। কিন্তু পঞ্জাব-তনয়ের শট অনেক উপর দিয়ে উড়ে যায়। প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গলকে অনেকটাই ঝলমলে লেগেছে। অতীতে যে ভাবে মোহনবাগানকে দেখলেই দল কুঁকড়ে যেত, সেটা

কামিংস। বলা হয়েছিল দরকারে তাঁকে নামানো হবে। ইস্টবেঙ্গলের খেলা এমনই ছিল যে সেই 'দরকার' এসে গেল ম্যাচের ৫৫ মিনিটেই। এ ছাড়া, ভারতীয় ফুটবল দলে মিডফিল্ডে যাঁরা নিয়মিত খেলেন, সেই সাহাল আব্দুল সামাদ, অনিরুদ্ধ থাপা, লিস্টন কোলাসোও অনেক ক্ষণ ধরে খেললেন। তার বিপরীতে ইস্টবেঙ্গল! দলটাই তৈরি হয়েছে কিছু দিন আগে। সেরা ফুটবলার ক্লেটন সিলভা শনিবার সকালেই এসেছেন। তাঁর খেলার কোনও প্রশ্ন ছিল না। বাকি যাঁদের নেওয়া হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ভাল ভাবে বোঝাপড়াই গড়ে ওঠেনি। সেই দল নিয়েই বাজিমাত করে দিলেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। বাংলাদেশ সেনার বিরুদ্ধে যে দলটা আগের ম্যাচে দু'গোলে এগিয়ে ড্র করেছিল, তারাই ৬০ মিনিটে গোল দিয়ে ভারতের অন্যতম সেরা দলকে আটকে রাখল ম্যাচের শেষ পর্যন্ত। স্বাভাবিক ভাবেই ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণ ছিল মোহনবাগানের। ইস্টবেঙ্গল খেলছিল ধীরগতিতে। কিন্তু সময় যত গড়াল ততই এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে এই ইস্টবেঙ্গল আগের তিন বারের দল নয়। গত তিন বছরে যে ভাবে বার বার লাল-হলুদের রক্ষণ ভেঙে ঢুকে যেতেন মোহনবাগানের ফুটবলারেরা, এ দিন সেটা হচ্ছিল না। বরং ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্স ছিল অনেক ছন্দবদ্ধ। মন্দার রাও দেশাই ইতিমধ্যেই ভারতীয় ফুটবলে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। বাঁ দিক থেকে দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনিই। কম যাননি বুড়ো ঘোড়া হরমনজ্যোত খাবরাও। মাঝে জর্ডান এলসেকে নিয়ে একটু চিন্তা ছিল। তিনিও মন্দ খেলেননি। প্রথম সুযোগটা পেয়েছিল মোহনবাগানই। বাঁ প্রান্ত থেকে উঠে এসেছিলেন লিস্টন কোলাসো। তিনি পাস করেছিলেন আর্মান্দো সাদিকুকে। চলতি বলে সাদিকুর শট বারের বেশ কিছুটা উপর দিয়ে চলে যায়। এর পর ধীরে ধীরে ম্যাচে ফেরে একদমই দেখা যায়নি। বরং কার্লেস কুয়াদ্রাতের ছেলেরা বার বার আক্রমণে উঠেছেন। রক্ষণও ছিল শক্তিশালী। সে ভাবে দাঁত ফোটাতেই পারেনি মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দুই দলই নেমেছিল গোলের লক্ষ্যে। কিন্তু ফাইনাল থার্ডে গিয়ে মোহনবাগান সুযোগ কাজে লাগাতে পারছিল না। হুগো বুমোস মাঝ মাঠ সে ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। লিস্টনকে কার্যত পকেটে পুরে রেখেছিলেন খাবরা। ফলে মনবীরও বল পাচ্ছিলেন না। গোলের লক্ষ্যে ৫৫ মিনিটের মাথায় জোড়া বদল আনেন মোহনবাগানের কোচ জুয়ান ফেরান্দো। একসঙ্গে নামিয়ে দেন দুই বিদেশিকে। বুমোস এবং সাদিকুকে তুলে নামান অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপার জেসন কামিংস এবং দিমিত্রি পেত্রাতোসকে। কাকতালীয় হলেও তার পরেই গোল খেয়ে যায় মোহনবাগান। আনোয়ার আলির ভুল পাসে বল পেয়েছিলেন সাউল ক্রেসপো। তিনি পাস দেন ডান দিকে থাকা নন্দকুমারকে। সামনে তখন মোহনবাগানের মাত্র দু'জন খেলোয়াড়। নন্দকুমার বেশ খানিকটা এগিয়ে কিছুটা থমকালেন। মোহনবাগানের ডিফেন্ডারকে মাটি ধরিয়ে বাঁ পায়ের বাঁকানো শটে বিশালকে পরাস্ত করে বল জালে জড়ান নন্দ। লাল-হলুদ গ্যালারি তখন উত্তাল। চার বছর পর যুবভারতীতে ডার্বিতে গোল করল ইস্টবেঙ্গল। দীর্ঘ দিন বাদে পাওয়া মুহূর্ত খোয়াতে চাইছিলেন না ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকেরা। উল্টো দিকে থাকা মোহনবাগান গ্যালারি তখন স্তব্ধ। গোল করে কিছুটা সময়ের জন্যে তেড়েফুঁড়ে আক্রমণে উঠেছিল মোহনবাগান। কামিংস অন্তত দু'টি ভাল সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রথম বার তাঁর ডান পায়ের শট আটকে যায় ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্ডারের গায়ে। দ্বিতীয় বারের সুযোগটা অনেক ভাল। বাঁ দিকে ভাসানো ক্রস। কিন্তু কামিংসের বাঁ পায়ের শট উড়ে গেল বারের উপর দিয়ে।

হেড কোচ ছাড়াই আয়ারল্যান্ড সফরে খেলবে ভারত!

মুম্বই, ১২ আগস্টঃ শোনা যাচ্ছিল, রাহুল দ্রাবিড়ের অনুপস্থিতিতে এনসিএ প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ কোচ হিসেবে ভারতীয় দলের সঙ্গে আয়ারল্যান্ড সফরে যাবেন। ১৫ আগস্ট তিন ম্যাচের টি ২০ সিরিজের জন্য আয়ারল্যান্ড যাচ্ছে ভারতীয় দল। দলের নেতৃত্বে থাকছেন জসপ্রীত বুমরা। দীর্ঘ একবছর পর জাতীয় দলের কামব্যাক সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন বুম বুম। তবে এই সফরে ভারতীয় দলকে লড়তে হবে হেড কোচ ছাড়াই। ক্রিকবাজের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভিভিএস লক্ষ্মণও আয়ারল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন না। হেড কোচ ছাড়া ভারতীয় দল সিরিজ খেলেনি এমনটা নয়। গত আট বছরে এই প্রথম বার হেড কোচ ছাড়াই খেলবে মেন ইন ব্লু। ১৮, ২০ এবং ২৩ আগস্ট তিনটি টি ২০ ম্যাচ খেলবে ভারত ও

আয়ারল্যান্ড। গতবছর দুই দেশের মধ্যে দু'ম্যাচের টি ২০ সিরিজ হয়েছিল। এ বার ম্যাচের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে তিন। আট বছরে এই প্রথম বার ভারতীয় দল প্রধান কোচ ছাড়াই সিরিজ খেলছে। ২০১৫ সালে ডানকান ফ্লেচারের প্রস্থানের পর ২০১৭ সালে অনিল কুম্বলের নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত হেড কোচ ছাড়াই খেলেছিল ভারত। রবি শাস্ত্রীকে দলের নির্দেশক হিসেবে রাখা হয়েছিল। তার আগেও, ২০০৭ সালে গ্রেগ চ্যাপেলের বিদায়ের পর ভারতীয় দল প্রধান কোচ ছাড়াই ছিল। সেই সময়ে টিম ইন্ডিয়ার ম্যানেজার হিসাবে লালচাঁদ রাজপুত এবং বোলিং কোচ ভেঙ্কটেশ প্রসাদ এবং ফিল্ডিং কোচ হিসাবে ছিলেন রবিন সিং। বর্তমানে দ্রাবিড় অ্যান্ড কোং ওয়েস্ট ইন্ডিজে রয়েছে। তাই মনে করা হচ্ছিল, আয়ারল্যান্ড সফরে তিনিই দলের সঙ্গে থাকবেন। অতীতে দ্রাবিড়ের অনুপস্থিতিতে লক্ষ্মণ এমন দায়িত্ব পালন করেছেন। আয়ারল্যান্ড সফরে সহকারী কোচ হিসেবে সীতাংশু কোটাক এবং সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে থাকবেন সাইরাজ বাহুতুলে। তিন ম্যাচের টি ২০ সিরিজের সবগুলোই খেলা হবে ডাবলিনে। তিলক ভার্মা, যশস্বী জয়সওয়াল, সঞ্জু স্যামসন, রবি বিষ্ণোই, মুকেশ কুমার, অর্শদীপ সিং এবং আবেশ খানের মতো ক্রিকেটাররা মায়ামি থেকে ডাবলিনে যাবেন।

দল ছাড়তে চাইছেন অসন্তুষ্ট নীতীশ রানা! বিপাকে টিম

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্টঃ মরসুমের মাঝপথে বাদ পড়া। নেতৃত্বও গিয়েছে। ড্রেসিংরুমে কয়েকজন সতীর্থর সঙ্গেও সম্পর্ক ভালো নয়। সব মিলিয়ে দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার উপর বেশ অসন্তুষ্ট নীতীশ রানা। দল ছাড়তে চাইছেন তিনি। দিল্লির হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেন নীতীশ। নানা কারণে রাজধানীর টিমের হয়ে আর খেলতে চান না তিনি। দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার কাছে ইতিমধ্যেই নো অবজেকশন সার্টিফিকেট চেয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্স তারকা। দিল্লির সমস্যা শুধু নীতীশকে নিয়েই নয়। তাঁর পাশাপাশি ধ্রুব শোরেও ছাড়তে চাইছেন দিল্লি টিম। গত মরসুমে রঞ্জি ট্রফিতে তিনিই ছিলেন টিমের সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী। আসন্ন ঘরোয়া মরসুমে তাঁরা আর দিল্লির হয়ে খেলতে চান না দু'জনে। গত মরসুমের মাঝপথে নীতীশকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এরপর ফিরলেও নিজেকে বাকি ম্যাচ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। পাশাপাশি যশ ধুলকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। অন্যদিকে ধ্রুব শোরে সাদা বলের ক্রিকেটে খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করলেও সুযোগ পাচ্ছিলেন না। গত মরসুমে রঞ্জিতে ৮৫৯ রান করেন তিনি। গত মরসুমের শেষ থেকে দু'জনই বিকল্প খুঁজছিলেন। সেইমতো এই মরসুমের শুরুতে দিল্লি ক্রিকেট থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন নীতীশ ও ধ্রুব। এর সত্যতা স্বীকার করেছেন দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব রাজন মনচন্দা। তাঁর আশা, দুই ক্রিকেটারের সমস্যাগুলি যদি ধৈর্য ধরে শোনা হবে। যাতে বোঝা যায় যে তাঁরা কেন এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ডিডিসিএ-র এক কর্তা বলেছেন, নীতীশ ক্ষুব্ধ কারণ তাঁকে লাল বলের ফরম্যাট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ক্যাপ্টেন্সিও ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর শোরে অসন্তুষ্ট কারণ গত মরসুমে নির্বাচকরা তাঁকে লাল বলে বিশেষজ্ঞ বানিয়ে দিয়েছিল। তাই তিনি সরে যেতে চাইছেন।

'তিন ফরম্যাটেই খেলার ক্ষমতা রয়েছে মুকেশের' মামব্রে

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্টঃ ভারতীয় দলের জার্সিতে সাকুল্যে একটি টেস্ট, তিনটি ওডিআই এবং ১টি টি ২০ ম্যাচ খেলেছেন মুকেশ কুমার। চলতি ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ভারতীয় দলের হয়ে তিন ফরম্যাটেই অভিষেক হয়েছে মুকেশের। এই স্বল্প দিনের মধ্যেই জাতীয় দলের ড্রেসিংরুমে সকলের পছন্দের মানুষ হয়ে উঠেছেন বাংলার পেসার। ঘরোয়া ক্রিকেটের পরিচিত মুখ মুকেশ কম সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক ম্যাচের চাপ সামলাতেও দক্ষ হয়ে উঠেছেন। এমনকী ক্রিকেট খেলাটির প্রতি তাঁর যে ভাবনাচিন্তা তাতেই বেজায় খুশি টিম ম্যানেজমেন্ট। ২৯ বছরের ডান হাতি পেসার সম্পর্কে দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন ভারতীয় দলের বোলিং কোচ পারশ মামব্রে। অল্প সময়ের মধ্যে পেসারের উন্নতি দেখে খুশি বোলিং কোচ। আজ ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ চতুর্থ টি ২০ ম্যাচ। তার আগে মুকেশ সম্পর্কে মেন ইন ব্লুর বোলিং কোচ বলেছেন, ''ও যেভাবে উন্নতি করেছে তাতে আমরা খুশি। ওর ভাবনাচিন্তা নিয়েও আমরা সন্তুষ্ট। ওর সঙ্গে আলোচনা করে যেটা বুঝেছি তাতে ক্রিকেট খেলাটির প্রতি ওর ভাবনাচিন্তা তারিফযোগ্য। আমরা জানি ওর তিনটি ফরম্যাটেই খেলার মতো ক্ষমতা রয়েছে। ওর ওয়ার্কলোডের দিকটা ভালোভাবে ম্যানেজ করতে হবে। ও প্রচুর ডোমেস্টিক ক্রিকেট খেলেছে। এই গুণগুলো সেখান থেকেই পেয়েছে।'' টি নটরাজনের পর দ্বিতীয় ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে একটি সফরে তিন ফরম্যাটে অভিষেক হয়েছে মুকেশ কুমারের। মামব্রে বলছেন, ''কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অভিষেক সফরে বিভিন্ন উইকেটে পারফর্ম করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু ও যেভাবে পারফর্ম করেছে তাতে আমরা ভীষণ খুশি।'' টেস্টে ২টি উইকেট, ৩টি ওডিআই ম্যাচে ৪টি এবং ১টি টি ২০ ম্যাচ খেলে এখনও পর্যন্ত ১টি উইকেট পেয়েছেন মুকেশ।

২০ শটের টাইব্রেকার-রোমাঞ্চ জিতে সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়া

অকল্যান্ড, ১২ আগস্টঃ ব্রিসবেনে নির্ধারিত সময়ে দুই দল গোলশূন্য। অতিরিক্ত সময়েও স্কোরবোর্ড পাল্টায়নি। রেফারি শেষ বাঁশি বাজানোর পর খেলা গড়ায় স্নায়ুক্ষয়ী টাইব্রেকারে। তখন অস্ট্রেলিয়া কিংবা ফ্রান্স-কোনো দলের কাউকেই খুব একটা ক্লান্ত মনে হয়নি। উজ্জীবিত হয়েই ভাগ্যপরীক্ষায় অংশ নেয় দুই দল। আর সেই স্নায়ুক্ষয়ী ভাগ্যপরীক্ষার পরতে পরতে ছিল রোমাঞ্চ। 'সাডেন ডেথ' এ গড়ানো টাইব্রেকারে দুই দল মিলে শট নিয়েছে মোট ২০টি। তাতে শেষ হাসি হেসেছে আয়োজকরাই। ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে ৭-৬ গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মহিলা বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছে অস্ট্রেলিয়া। ছেলে ও মেয়েদের ফুটবল মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য। টাইব্রেকারে ফ্রান্সের ডিফেন্ডার সেলমা বাশার প্রথম শটটিই রুখে দিয়ে 'অ্যাডভান্টেজ' আদায় করে নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার গোলকিপার ম্যাকেঞ্জি আর্নল্ড। এরপর অস্ট্রেলিয়ার হয়ে প্রথম শটে লক্ষ্যভেদ করেন কেইটলিন ফোর্ড। ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় আয়াজকরা। ফ্রান্সের কাদিদিয়াতু দিয়ানি গোল করে ব্যবধান ১-১ করেন। ফ্রান্সের গোলকিপার পলিন পেইরু-মাইনিয়াঁ অস্ট্রেলিয়ার স্টেফ ক্যাটলির শট রুখে দিয়ে নিজেদের পক্ষে 'অ্যাডভান্টেজ' আদায় করে নেন। কিন্তু নাটকের তখন কেবল শুরু। ফ্রান্সের ওয়েন্দি রেনার নিজেদের তৃতীয় শটে গোল করে ব্যবধান ২-১ করেন। অস্ট্রেলিয়ার স্যাম কার এসে সেটা ২-২ করেন। ফ্রান্সের ইউজেনি লে সমার বুদ্ধিদীপ্ত শটে বাঁ পোস্টের পাশ দিয়ে গোল করে ৩-২ করেন। মেরি ফাউলার এসে অস্ট্রেলিয়াকে আবারও (৩-৩) সমতায় ফেরানোর পর ধাক্কা খায় ফ্রান্স। আর সেই ধাক্কাটা দেন অস্ট্রেলিয়ার গোলকিপার আর্নল্ড। ফ্রান্সের ইভ পেরিসের শট রুখে দেন। এরপর ম্যাকেঞ্জি আর্নল্ড নিজেই যান শট নিতে। লক্ষ্যভেদ করলেই সেমিফাইনাল! না, কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের এই স্ক্রিপ্ট যিনি লিখেছেন, রোমাঞ্চের আরও বাকি রেখেছিলেন। ম্যাকেঞ্জি আর্নল্ড বল পোস্টে মারেন! এরপর ম্যাচ গড়ায় 'সাডেন ডেথ' এ। অর্থাৎ, পেনাল্টি নেওয়ার তালিকায় যাঁরা ছিলেন না, তাঁদেরও স্নায়ুক্ষয়ী এই পরীক্ষা দিতে হবে! গ্রেস জিয়োরোর লক্ষ্যভেদে ৪-৩ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল ফ্রান্স। অস্ট্রেলিয়ার ক্যাটরিনা গোরি ফ্রান্সের গোলকিপার পেইরু-মাইনিয়াঁকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্যভেদ করে আয়োজকদের আশা জিইয়ে রাখেন। এরপর সাকিনা কারশাউয়ি লক্ষ্যভেদে ৫-৪ গোলে এগিয়ে ফ্রান্স। অস্ট্রেলিয়ার টামেকা ইয়ালোপ ঠান্ডা মাথায় বল ক্রসবারের নিচ দিয়ে জালে ঢুকিয়ে ফ্রান্সের খেলোয়াড়দের উত্তেজনার প্রশমন করেন। সে সময় সান কর্প স্টেডিয়ামে দেখার মতো পরিস্থিতি নেমে আসে। অস্ট্রেলিয়ার

কোচ টনি গুস্তাভ দুজন সহকারীকে দুপাশে রেখে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফ্রান্সের কোচ হার্ভে রেনারের চোখেমুখেও দুশ্চিন্তার ছাপ। কী হয়! কী হয়! এমন পরিস্থিতির মধ্যে গ্যালারিতেও দর্শকেরা প্রচুর চিকার চেঁচামেচি করেছেন। তখন অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকদের চুপ করিয়ে দেন ফ্রান্সের ম্যালে লাকরার। টাইব্রেকারে লক্ষ্যভেদ করে ফ্রান্সকে ৬-৫ গোলে এগিয়ে দেন। কিন্তু এলি কার্পেন্টার পরের শটেই গোল করে অস্ট্রেলিয়াকে সমতায় ফেরালে প্রাণ ফিরে আসে 'মাটিলডা' সমর্থকদের গ্যালারিতে। এরপর আরেকটু নাটক হয়। ফ্রান্সের কেঞ্জা দালির শট রুখে দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার গোলকিপার ম্যাকেঞ্জি আর্নল্ড। কিন্তু ভিডিও রিপ্লে দেখে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) জানিয়ে দেয়, অস্ট্রেলিয়ার গোলকিপার গোললাইন থেকে সামনে এগিয়ে এসেছিলেন। তাই শটটি আবারও নেওয়ার সুযোগ পায় ফ্রান্স। কিন্তু কেঞ্জা দালি এ যাত্রায়ও ম্যাকেঞ্জি আর্নল্ডকে ফাঁকি দিতে পারেননি! বাঁ দিকে ঝাপিয়ে পড়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেভ করেন ম্যাকেঞ্জি। টাইব্রেকারে তখন ৬-৬ গোলের সমতা এবং আবারও নাটক! অস্ট্রেলিয়ার ক্লেয়ার হান্টের শট বাঁ হাত দিয়ে শেষ মুহূর্তে রুখে দেন ফ্রান্সের গোলকিপার পেইরু-মাইনিয়াঁ। এরপর ফ্রান্সের ১৯ বছর বয়সি নাওমি ফেলার লক্ষ্যভ্রষ্ঠ শট নেওয়ার পর সেমিফাইনাল থেকে শুধু একটি লক্ষ্যভেদের দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছিল অস্ট্রেলিয়া। কোর্টনি ভাইন এসে ফ্রান্সের গোলকিপারের বাঁ পাশ দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেই পাগলাটে ছুট লাগান। জয়! প্রায় ৫০ হাজার দর্শকের সামনে দম বন্ধ করা উত্তেজনার মধ্যে অসাধারণ এক জয়ে শেষ চারে ওঠার পাশাপাশি ঘরের মাটিতে বিশ্বকাপ জয়ের আশাও জিইয়ে রাখল অস্ট্রেলিয়া। এর আগে নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত সময় মিলিয়ে দুই দল প্রানবন্ত ফুটবল খেললেও গোল পায়নি। অস্ট্রেলিয়া ১৫টি শট নিয়ে ৪টি পোস্টের ভেতর রাখতে পেরেছে। ফ্রান্স ২১টি শট নিয়ে পোস্টে রাখতে পেরেছে ৫টি। ২০১১ সালের পর এবার প্রথমবারের মতো সেমিফাইনালে ওঠার স্বপ্ন দেখেছিল ফ্রান্স।

টানা ৫ ম্যাচে গোল করে মায়ামিকে সেমিতে তুললেন মেসি

ফ্লোরিডা, ১২ আগস্টঃ আগের চার ম্যাচে ৭ গোল। লিগস কাপে ইন্টার মায়ামির ম্যাচ মানেই যেন লিওনেল মেসির গোল। পঞ্চম ম্যাচে এসেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হলো না। তবে এবার গোলের জন্য মেসি ভক্ত-সমর্থকদের অপেক্ষায় রাখলেন ম্যাচের ৮৭ মিনিট পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত টানা ৫ ম্যাচে গোল করে ইন্টার মায়ামিকে লিগস কাপের সেমিফাইনালে নিয়ে গেলেন মেসি। এই ম্যাচে করা ১ গোলসহ ইন্টার মায়ামির জার্সিতে তাঁর গোলসংখ্যা এখন ৮। ঘরের মাঠ ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে আজ মেসির গোলের আগেই অবশ্য নিশ্চিত হয়ে যায় ইন্টার মায়ামির সেমিতে ওঠা। প্রথমার্ধে ২ গোলের পর দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের ৭৮ মিনিটে পাওয়া আত্মঘাতী গোলে মায়ামি এগিয়ে যায় ৩-০ গোলে। এরপর মেসির গোলটি যেন 'চেরি অন দ্য কেক'। শেষ পর্যন্ত মেসির পায়ে গোলের দেখা মিললে পূর্ণ তৃপ্তি নিয়েই মাঠ ছেড়েছে মায়ামির সমর্থকেরা। এদিন আগের ম্যাচগুলোর তুলনায় প্রথমার্ধে মেসিকে কিছুটা চুপ করিয়ে রাখতে পেরেছিল শার্লট। এই অর্ধে মেসি লক্ষ্যে শুধু একটি শটই নিতে পেরেছিলেন। ৩০ মিনিটে মেসির সেই শট ঠেকিয়ে দেন প্রতিপক্ষ গোলরক্ষক। তবে মেসির গোল ঠেকিয়ে রাখতে পারলেও তাঁকে

পেয়ে উজ্জীবিত সতীর্থদের আটকাতে পারেনি শার্লট। প্রথমার্ধেই ২ গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। এরপরও মেসির সুযোগ ছিল গোল আদায়ের। ম্যাচের ১২ মিনিটে পাওয়া পেনাল্টি মেসি নিলে গোলটি লেখা হতে পারত তাঁর নামের পাশে। কিন্তু তাঁর বদলে সেই শট নেন হোসেফ মার্তিনেজ। এই ফরোয়ার্ড অবশ্য ভুল করেননি। ঠান্ডা মাথার নিখুঁত শটে এগিয়ে দেন দলকে। এগিয়ে যাওয়ার পর আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে মায়ামি। আক্রমণ ও বল দখলে এগিয়ে ছিল তারাই, যা দলটিকে দ্বিতীয়বারের মতো এগিয়ে দেয় ম্যাচের ৩২ মিনিটে। ডান প্রান্তে শার্লট ডিফেন্সের কাছাকাছি জায়গা থেকে ডিআন্দ্রে ইয়েডলিন বল বাড়ান রবার্ট টেইলরের উদ্দেশে। প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারদের ফাঁদ এড়িয়ে ডান পায়ে বাঁ কোনা ঘেঁষে শট নেন টেইলর। বলের গতিপথ বুঝতেই পারেননি শার্লট গোলরক্ষক। মায়ামি এগিয়ে যায় ২-০ গোলে। আর কোনো গোল না পেলেও ইন্টার মায়ামির দাপটেই শেষ হয় ম্যাচের প্রথমার্ধ। বিরতির পর দুই দলই চেষ্টা করে গোল আদায়ের। শার্লট এ সময় কিছুটা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে। বেশ কয়েকবার গোলের কাছাকাছি জায়গাও পৌঁছে যায়। তবে ইন্টার মায়ামির শেষ বাধাটি অতিক্রম করা হচ্ছিল না তাদের। অন্যদিকে মায়ামিও চেষ্টা করে ব্যবধান বাড়ানোর। মেসিও একাধিকবার প্রতিপক্ষ রক্ষণে হুমকি তৈরি করেছিলেন। ৬৯ মিনিটে ডি বক্সের ভেতর বল পেয়ে গোল প্রায় পেয়েই গিয়েছিলেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। কিন্তু তাঁর নেওয়া শট শার্লট খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে বাইরে চলে যায়। তবে মেসি গোল না পেলেও তাঁর তৈরি করা আক্রমণ থেকেই তৃতীয় গোলটি আদায় করে নেয় ইন্টার মায়ামি। পাল্টা আক্রমণ থেকে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালেই জড়ায় শার্লট। দলের ৩ গোলের পরও মেসি গোল না পেলে কি হয়! অবশেষে কিছুটা অপেক্ষা করিয়েই মায়ামির দর্শকদের মেসি মাতিয়ে তুললেন ম্যাচের ৮৭ মিনিটে। ডি বক্সের ভেতর বল পেয়ে সহজেই লক্ষ্যভেদ করেন ইন্টার মায়ামি অধিনায়ক। তাঁর গোলেই নিশ্চিত হয় মায়ামির ৪-০ ব্যবধানের জয়। আর এই জয়ে ইন্টার মায়ামি পৌঁছে গেছে লিগস কাপের সেমিফাইনালে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501